প্রাচীন ইতিহাসের গল্প।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত

সাধনা লাইব্রেরী, উয়ারী, ঢাকা।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

স্বর্গীয়

পিতৃদেবের চরণে

উৎসর্গ

করিলাম।

প্রভাত।

ভুমিকা।

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম. এ, পি, আর, এস্ লিখিত)

প্রাচীন হিন্দুরা অন্তর্জগত লইয়া এত ব্যস্ত থাকিতেন যে তাঁহারা বাহ্যজগতের, বিশেষতঃ ভারতের বাহিরের দেশের, কোন খবর লইতেন না। বিদেশীরা ম্লেচ্ছ, বর্ব্বর, তাহাদের নিকট শিখিবার, তাহাদের বিষয়ে জানিবার জিনিষ কিছুই নাই, ইহাই মনে করিতেন। সপ্তম শতাব্দীতে চীন পর্য্যটক হিন্দু পণ্ডিতদের মধ্যে এই ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন; এবং তাহার চারিশত বৎসর পরে আরব লেখক আল্ বেরুণী এইজন্য হিন্দুদিগকে অহঙ্কারে অন্ধ বলিয়া নিন্দা করেন।

ইংরাজি শিক্ষার কল্যাণে বাহিরের সভ্যতা ও জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। আমরা এখন সমগ্র জগতের জীবন ও গতির সন্ধান পাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের ইংলণ্ড, ফ্রান্স বা আমেরিকার সভ্যতা আমাদের কাছে যেমন নূতন, আশ্চর্য্য ও বিচিত্র, প্রায় সেইমত নূতন ও আশ্চর্য্য একটি সভ্যতা অতি প্রাচীন কালে জন্মিয়া, বাড়িয়া, বালির মধ্যে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। গত আশীবৎসর ধরিয়া জার্ম্মান, ফরাসী ও ইংরাজ পণ্ডিতগণ তাহার আলোচনা করিয়া সেই প্রাচীন জগৎ আবার আবিষ্কার করিতেছেন। বৎসর বৎসর এই লুপ্ত সভ্যতার নূতন নূতন ছবি, নব নব তথ্য, মাটি হইতে বাহির হইয়া ইউরোপের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতেছে। কিন্তু ভারতের দেশী ভাষার গ্রন্থে বা সংবাদ পত্রে তাহার ছায়াও পড়ে না; সেই প্রাচীন জগৎ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, এবং জানিতেও চাহি না।

অথচ এই লুপ্ত রাজত্বগুলিই জগতের সভ্যতার বীজ প্রথমে বপন করে। তাহাদের রাজধানী ও প্রধান তীর্থগুলি এক সময়ে জ্ঞানের

কেন্দ্র, মানবজাতির চক্ষু স্বরূপ ছিল। অতি প্রাচীন যুগে, ইতিহাস লিখিবার প্রথা প্রচলিত হইবারও পূর্ব্বে. নীল, ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস, গঙ্গা-যমুনা, ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপত্যকায়. মানব-সভ্যতার প্রথম উদ্ভব হয়। বড় বড় রাজ্য স্থাপিত হইয়া. দেশের লোক শান্তি-ভোগ করিল; ধন উপার্জ্জন. জ্ঞান চর্চ্চা. বাণিজ্য বিস্তার, সর্ব্ববিধ শক্তিপ্রয়োগের সুবিধা পাইল। রাজার বিলাসিতা. পুরোহিতের বিশ্রাম-প্রিয়তা পর্য্যন্ত জ্ঞান বিস্তারের. সভ্যতার উৎকর্ষের উপায় হইল।

এই সব কেন্দ্র হইতে বিক্ষিপ্ত জ্ঞানের স্ফুলিঙ্গ কত কত ভিন্ন দেশে পড়িয়া সেখানে স্থানীয় সভ্যতার আলো জ্বালাইয়াছে। সেই আদি সভ্যতার ফল ধারাবাহিকরূপে যুগে যুগে সমস্ত জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে.—কখন কম. কখন বেশী,—কোনো দেশে প্রকাশ্য ভাবে. প্রায় সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তিত বা বিকৃত আকারে। সেই অক্ষয় বটের গুঁড়ি আর দেখা যায় না. কিন্তু তাহার সহস্র শাখা আজিও জীবিত আছে। মিশর. আসীরিয়া, বাবিলন তখন সভ্য না হইলে, জগৎ এত দ্রুত উন্নত হইতে পারিত না; হয়ত বিংশ শতাব্দী দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বের মত হইত।

ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর অন্তর্বেদী (মধ্যভূমি) প্রাচীন সভ্যতা ক্রমে মিশর দেশে চলিল: আবার মিশরের ও ফিনিকীয় সভ্যতা প্রাচীন গ্রীসকে সভ্য করিল। যেমন চীন দেশীয় বৌদ্ধগণ ভারতবর্ষকে তাঁহাদের ধর্ম্মের আদিস্থান এবং "মধ্যদেশের" শ্রমণ গণকে পণ্ডিতের আদর্শস্থানীয় বলিয়া ভক্তি ও সম্মান করিতেন. তেমনি হিরোডোটসের সময়ে এথেনীয়গণ মিশর দেশকে ভক্তি এবং কতকটা ভয়ের সঙ্গে দেখিত। তাহারা ভাবিত. মিশরের বিশাল প্রস্তর মন্দিরের স্তম্ভ শ্রেণীর অন্ধতিমিরে না জানি ধর্ম্মজগতের কত রহস্য লুকাইয়া আছে। ফিনিকীয় ও মিশরীয় বণিকদের দ্বারা সমুদ্রের এপার

হইতে ওপারে সভ্যতার আদান প্রদান হইতে লাগিল। ক্রুট্‌দ্বীপের অতি প্রাচীন সভ্যতার নিকট গ্রীস কত ঋণী তাহা এতদিনে অল্প অল্প জানা যাইতেছে।

এমন কি এই আমাদের "আর্য্যভূমি"ও অজ্ঞাত ভাবে "ম্লেচ্ছ" কালডিয়া ও মিশর হইতে কত সামগ্রী গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা যায় না। খৃষ্টের জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধুনদের তীরে পারস্য-রাজত্ব ছিল; আর প্রাচীন পারসিকেরা পুরাতনতর বাবিলন হইতে জ্ঞান ও সভ্যতা সংগ্রহ করিয়াছিল। মৌর্য্যযুগে উত্তরভারতের চক্রবর্ত্তী নৃপতিরা সুদূর পাটলিপুত্রে পারস্য রাজ্যের রীতিনীতি ও ব্যবস্থার অনুকরণ করিতেন। পশ্চিমভারতের বন্দরগুলি দিয়া আরব, মিশর ও কালডিয়ার পণ্যদ্রব্য, শিল্প ও জ্ঞান ধারাবাহিকরূপে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে।

এই ত প্রকৃতির নিয়ম। যুগে যুগে, দেশে দেশে, এরূপ হইয়া আসিতেছে। কোন এক কেন্দ্রে জ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতি হইলেই তাহা দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়ে; বিদেশীরা, নিতান্ত বর্ব্বর না হইলে, তাহার আদর করিবেই। যাহা সত্য তাহা দেশ বা কালে আবদ্ধ নহে, তাহা জগতের সম্পত্তি। প্রকৃত মানবের হৃদয়ে তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইবেই। তাই, ভারতের মোগলযুগে অনেক খাঁটি হিন্দুরাজ্যও মুসলমান সভ্যতা, শাসনপ্রণালী, যুদ্ধবিদ্যা, এমন কি নাম ধাম গ্রহণ করিয়াছিল। আজকালকার দিনে কোনো "আর্য্য" বা "স্বদেশী" যে ইংরাজি কার্য্যপ্রণালী বা সাহিত্যিক প্রথা একেবারে বর্জ্জন করিয়াছেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর, রাজারা ত সকল যুগেই যেখানে বিলাসের উপকরণ বা ভৃত্য পাইতেন, দেশনির্ব্বিশেষে সেখান হইতেই তাহা গ্রহণ করিতেন। অতএব এই বালির নীচে লুপ্ত প্রাচীন সভ্যতা আমাদের পক্ষেও নিতান্ত পর বা অস্পৃশ্য ছিল না।

সর্ব্বশেষে যাঁহার উদ্যোগে প্রথম এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করি সেই দেশপূজ্য কবি—আমাদের আশ্রম-ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে ভক্তি ভরে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। ইতি—

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম,
শান্তিনিকেতন,
৭ই পৌষ, ১৩১৯।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সূচী।

প্রাচীন

ইতিহাসের গল্প।

মিশর

মিশরের প্রাকৃতিক অবস্থা।

বিলাত যাইবার পথে সুয়েজ খাল পার হইয়া, ভূমধ্যসাগরের উপর, সৈয়দ নামে একটি বন্দর আছে। ইংরাজীতে উহাকে বলে পোর্ট সেদ (Port Said)। বন্দরটি বেশ বড়। নানা জাতির বাষ্পীয়পোত সেখানে সকল সময়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া এদিক্ ওদিক যাওয়া আসা করিতেছে। এই বন্দরটি ইজিপ্ট দেশে; য়ুরোপের ডাক এখানে বাছা হয়। প্রত্যেক দেশের আপন আপন জাহাজ প্রস্তুত রহিয়াছে—ডাক পাইয়াই সকলে প্রস্থান করিতেছে। বন্দরটির বাহিরে যত জাঁকজমক সহরের ভিতরটিতে তেমন নহে। সহরের ভিতরটি নিতান্ত অপরিষ্কার। এখান হইতে ট্রেণে করিয়া ইজিপ্টের ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়; কায়রো ইজিপ্টের রাজধানী। এই কায়রোর নিকটে বিখ্যাত মরুভূমি, ইহারই নিকটে প্রাচীন কালের কত চিহ্ন পড়িয়া রহিয়াছে।

ইজিপ্ট্‌ আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে। দেশটি খুব প্রাচীন। প্রায় সাত আট, এমন কি দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও এই দেশে লোক বাস করিত; কিন্তু তাহারা নিতান্ত অসভ্য ও বর্ব্বর ছিল না। তোমাদের কাছে এক একটী করিয়া গল্প বলিলে তোমরা এই প্রাচীন জাতির ইতিহাস জানিতে পারিবে।

গল্প বলিবার পূর্ব্বে এই দেশের প্রাকৃতিক বিবরণ ও কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় বলা প্রয়োজন। তাহা না হইলে, তোমরা আমার গল্পগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে না।

নীল নদ।

আফ্রিকার উত্তরদিকে একটী প্রকাণ্ড নদী আছে। ইহার নাম নীল নদ। নীল উত্তর দিকে বহিয়া আসিয়া ভূমধ্যসাগরে পড়িতেছে। ইহার দুইদিকে বিশাল বালি-সমুদ্র অর্থাৎ মরুভূমি; মাঝে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ জমির ফালি—প্রস্থে কোথাও সাত কিংবা আট ক্রোশের অধিক নহে। এই অপ্রশস্ত প্রদেশ দিয়া নীল নদ বহিয়া গিয়াছে। এই সরু সমতল দেশকেই প্রাচীন কালে মিশর বলিত। আজকালকার ইজিপ্ট্‌ হইতে প্রাচীন মিশরের পার্থক্য অনেক।

নদীর পশ্চিম দিকে অজগরের মত বিস্তৃত প্রকাণ্ড এক মরুভূমি। পূর্ব্বদিকেও আরবের তপ্ত বালুকারাশির জের আসিয়াছে। উত্তর আফ্রিকার একপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত সাহারা বিস্তৃত। দুইদিকের মরুভূমির গরম বালির মাঝে পড়িয়া মিশর আধসিদ্ধ হইতেছে। ইহার পর আবার বিষুব-রেখা মিশরের দক্ষিণ দিক দিয়া অতিক্রম করিয়াছে। এখন এই দুই তপ্ত

বালুরাশির মধ্যে মিশর দেশ কেমন করিয়া সজীব আছে—এ প্রশ্ন তোমাদের মনে উঠিতে পারে।

আফ্রিকার মানচিত্রখানি একবার ভাল করিয়া দেখ। এই মহাদেশের মধ্যভাগ উচ্চ। বৃষ্টির পর যেমন ছাদের জল বাহিরে যাইবার জন্য পথ খোঁজে, তেমনি এই মহাদেশের মধ্যস্থলের মালভূমির জল বাহির হইবার জন্য চারিদিকে পথের সন্ধান করে। তার একটী পথ নীল নদ। মিশরের দক্ষিণাংশে ভীষণ জঙ্গল, বন্ধুর ভূমি, হিংস্র জন্তুর গুহা, বর্ব্বর মানবের বাসস্থান। নীল ইহারই মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে। মালভূমি হইতে নদী উঠিয়া উত্তর দিকে ক্রমেই নামিতেছে। ইহার নামিবার ভঙ্গি একটু ভিন্ন রকমের। সাধারণ নদীর মত নীল শান্তভাবে ঢালু দিয়া আস্তে আস্তে সাগরের দিকে বহিয়া যায় নাই। প্রায় ছয় সাতটি স্থানে ছোট ছোট জলপ্রপাতের মত উঁচু জায়গা হইতে নীচু জমিতে ঝপ্‌ঝপ্ করিয়া পড়িয়া পুনরায় বহিয়া যাইতেছে; সেই জন্য সেখান দিয়া নৌকা করিয়া যাওয়া আসার উপায় নাই। এই জলপ্রপাত থাকায় দক্ষিণ হইতে উত্তর একেবারে পৃথক; আবিসিনিয়া অথবা মধ্য-প্রদেশের নিগ্রোদের সহিত প্রাচীন মিশরের কোনো সম্বন্ধই ছিল না। নীল নদের মোহনা হইতে প্রথম জলপ্রপাত পর্য্যন্ত নৌকা চলাচল সম্ভব—উভয় তীর সমতল; ভীষণ অরণ্যের বিভীষিকা সেখানে নাই; হিংস্র জন্তুর ভীষণ গর্জ্জন সেখানে খুব কমই শোনা যায়। এই সাত শত মাইল স্থানই প্রাচীন মিশর। ইহা প্রস্থে মাত্র ১৫ মাইল। কিন্তু মোহনার কাছে আসিয়া নদী আপনাকে অল্পস্থানের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই; সে শতভাগে বিভক্ত হইয়া সাগরের মধ্যে পড়িয়াছে। মোহনার কাছে প্রদেশটি প্রায় দেড় শত মাইল প্রস্থ। ইহাকে নীল নদের ব-দ্বীপ বলে।

ব-দ্বীপ কাহাকে বলে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। নদী সহস্র সহস্র ক্রোশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়িয়া বেড়িয়া সাগরের কাছে আসে,— আসিতে আসিতে দুই তীরের মাটি, বালি, চূর্ণ নদী আপনার দেহের সঙ্গে মিশাইয়া লয়—তখন পাহাড়ের স্বচ্ছ জল ঘোলা হইয়া যায়। সমুদ্রের কাছে জমি সাধারণতঃ সমতল হয়; তারপর সমুদ্রে স্রোত নাই;—সেখানে আসিলে নদীর আস্ফালন আর থাকে না, ঢেউ কমিয়া যায়—গর্জ্জন বন্ধ হইয়া যায়—স্রোত মিয়াইয়া যায়। তখন মাটির কণাগুলি সাগরগর্ভে থিতাইতে থাকে। ইহাকে পলি বলে। কয়েক বৎসরের মধ্যে নদীগর্ভের থিতানো বালি জমিতে জমিতে উঁচু হইয়া উঠিয়া পড়ে, আর নদীর জল দুই দিক দিয়া বহিয়া যায়; ইহাকে বলে ব-দ্বীপ। ব-দ্বীপগুলি খুব উর্ব্বর হয়; আমাদের বাঙ্গলা দেশের দক্ষিণাংশ যে এত উর্ব্বর—সুন্দরবনে যে এত গাছপালা, তার কারণ বাংলা দেশের সেই অংশটি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ।

মিশরের উত্তরাংশ ব-দ্বীপ বলিয়া যেমন উর্ব্বর—তেমনই নীলনদের উপত্যকাও উর্ব্বরতা হিসাবে কিছু কম নয়। ইহার কারণ প্রতি বৎসর নীল নদে ভীষণ বান আসে। দক্ষিণে আবিসিনিয়ার পাহাড়; বর্ষাকালে সেখান হইতে জল নামিতে থাকে। তখন সমগ্র মিশরভূমি একেবারে জলে জলময় হইয়া যায়। এ বান নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার নয়। সমতল ক্ষেত্র হইতে প্রায় ১৫।২০ হাত উঁচুতে এই জল উঠে। বর্ষারম্ভে চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। তিন মাস এই বন্যা থাকে; গ্রাম ও নগরগুলি সাধারণতঃ উচ্চ ভূমিতে স্থাপিত—তাই বন্যা সেগুলিকে ডুবাইয়া দিতে পারে না। কৃষিক্ষেত্র, বাগ বাগিচা, সমস্ত জলের নীচে তলাইয়া যায়—চারিদিকে নদীর ঢেউগুলি উঠিয়া পড়িয়া সাগরের দিকে চলিয়াছে—কেবল মাঝে মাঝে বাড়ী ঘরগুলি দ্বীপের মত মাথা বাহির করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর তাল খেজুর
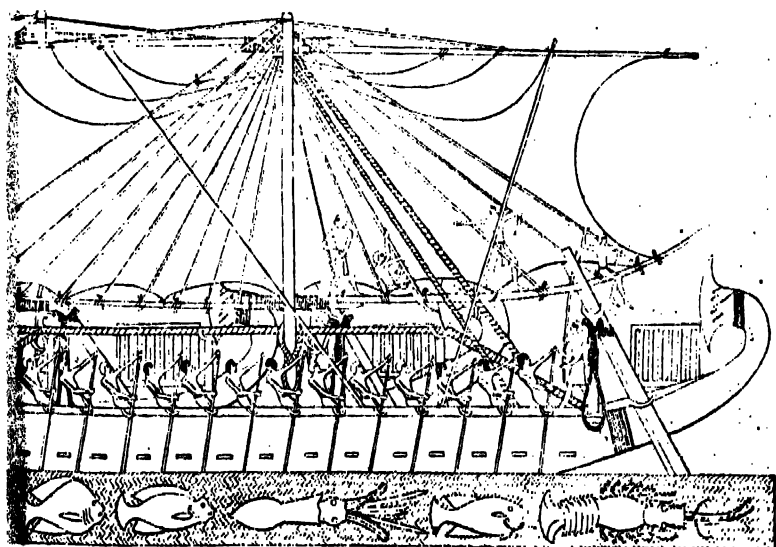
প্রাচীন মিশরের জাহাজ।

গাছগুলির ঝাঁকড়া মাথা জল হইতে ডুব দিয়া উঁকি দিতেছে। সময়ে সময়ে দেশে নদীর উৎপাত বড় ভীষণ হইয়া উঠে; কখনো কখনো বন্যা হঠাৎ আসিয়া পড়ে—কেহই তাহার জন্য প্রস্তুত থাকে না। গরু, ছাগল, ভেড়া, মাঠের ধান, ঘরের জিনিষপত্র অবধি ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই জন্য মিশরের রাজারা নীলের বান লক্ষ্য করিবার জন্য এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন। এই নদীর উপর মিশরবাসীর সমস্ত সুখসম্পদ নির্ভর করিত। এই নীল মিশরের কল্যাণ বহন করিয়া আনিত। তিন মাস নৌকা করিয়া লোকেরা এখান হইতে ওখানে যাওয়া আশা করিত,নদীর জল ছিল তখনকার রাস্তা—আর নৌকা যেন গাড়ী! তিন মাস পরে নদীর জল কমিয়া যাইত, তখন লোকে মনের আনন্দে চাষবাসে মন দিত। মিশরবাসীদের প্রধান ব্যবসায় কৃষি; সেই জন্য প্রাচীন কালে মিশরকে সকলে বলিত, "পূর্ব্বদেশের গোলাঘর।" এই শস্যশ্যামলা উর্ব্বর দেশের অভাব ছিল না কিছুরই —ইহার এত যে ঐশ্বর্য্য, এত যে সম্পদ—সমস্ত নীল নদের কৃপায় পাওয়া। সেই জন্য মিশরকে অনেকে বলিত—"নীল নদের দান।"

সেই জন্য মিশরবাসীরা নীলকে বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত; আমরা যেমন গঙ্গাকে পূজা করি, অর্ঘ্য লইয়া নদীকে নিবেদন করি, মিশরের লোকেরা নীলকে ঠিক তেমনি ভাবে দেখিত ও তাহার অর্চ্চনা করিত। নীল নদকে তাহারা বলিত 'হাপি'। অনেক মন্ত্র তাহার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল।

"হে নীলনদের বান, আমরা তোমার জন্য অনেক বলি আনিয়াছি। বৃষসমূহ তোমার নিকট নিহত করা হইতেছে; তোমার জন্য মহা উৎসব করা হয়; পক্ষী তোমার কাছে বলিদান দেওয়া হয়। আমরা মাঠ হইতে তোমার জন্য পশু ধরিয়াছি; শুদ্ধ অগ্নি তোমার উদ্দেশ্যে দেওয়া যাইতেছে।" ইত্যাদি।

প্রাচীন মিশরবাসীর ধর্ম্ম।

মিশরবাসীরা প্রাচীন জাতিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মপ্রাণ ছিল বলিয়া কথিত আছে। তাহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সকল লোকের বুঝিবার ক্ষমতা এক প্রকারের নয় বলিয়া ধর্ম্মের মধ্যে দুটি ভাগ হইয়াছিল; একটি জ্ঞানীদের, একটি সাধারণ লোকদের। জ্ঞানী লোকেরা বলিতেন, "ঈশ্বরকে প্রস্তরে খোদাই করা যায় না। তাঁহাকে দেখা যায় না। তাঁহার গৃহ কোথায় জানা যায় না। কোনো গৃহে তাঁহাকে কেহ আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না।" আর এক এক স্থানে তাঁহারা বলিয়াছেন, "তিনিই পিতা, তিনিই মাতা, তাঁহার কোনো পিতামাতা নাই।"

সাধারণ লোকেরা অসংখ্য দেবদেবীর পূজা করিত। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর প্রাধান্য ছিল। একই দেবদেবী কোথাও বা পূজিত হইতেন, কোথাও বা ঘৃণিত হইতেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন অসিরিস্ ও ঈসিস্। তাঁহাদের সম্বন্ধে একটি গল্প বলি শোন।

অসিরিস ও ঈসিস।

একদা দেবতারা স্বর্গে রাজত্ব করিতে করিতে বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। স্বর্গ ছাড়িয়া তাঁহারা মিশরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। এই দেবতাদের চতুর্থ রাজার নাম অসিরিস। অসিরিস খুব ভাল দেবরাজ ছিলেন। তাঁহার সময়ে মিশরে কৃষি শিল্প প্রভৃতি নানাবিধ বিদ্যা লোকেরা শিক্ষা করিয়াছিল। দেবরাজের ভাই সেট্ ভ্রাতার বিরুদ্ধে লাগিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়া বড় ভাইকে তিনি হত্যা করিলেন এবং মৃতদেহ এক সিন্দুকের মধ্যে পুরিয়া নীল নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। তাঁহার

বিধবা স্ত্রীর নাম ঈসিস্—তিনি এক হিসাবে যেমন স্ত্রী আর এক হিসাবে অসিরিসের ভগ্নীও বটে। ঈসিস্ তাঁহার ছোট বোন্ নেফ্থিস্কে লইয়া মৃত স্বামীর খোঁজে বাহির হইলেন, বহুকাল মৃত স্বামীর দেহ পাইবার জন্য এদেশ হইতে সে দেশে, সে দেশ হইতে আর এক দেশে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে বহুকাল পরে এক স্থানে সেই সিন্ধুক পাইলেন। সৎকারের জন্য ঈসিস্ সেইটিকে রাজধানীতে আনিতেছিলেন। পথে দুষ্ট সেট সেই সিন্ধুক চুরি করিয়া মৃতদেহকে চৌদ্দ ভাগে টুক্‌রা করিয়া দেশময় ছড়াইয়া ফেলিলেন। হতভাগ্য ঈসিস্! তার অদৃষ্টে কত না দুঃখই আছে! বেচারা ভেলায় করিয়া মিশরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত জায়গা খুঁজিল। চৌদ্দ জায়গায় ছড়ানো খণ্ডগুলি একত্র করিয়া মৃতদেহের সৎকার করা হইল; অশ্রুজলে ভাসিয়া রাণী তাঁহার পুত্রকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে বলিলেন।

দেবরাজের পুত্র হোরাস্ যুবা পুরুষ— তাঁহার যেমন অসীম সাহস তেমনি অজেয় বল! যুবক রাজকুমার তখনি তাঁর খুড়াকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করিলেন। কিন্তু সেট্‌কে অধিক নির্য্যাতন করিবার ইচ্ছা ঈসিসের ছিল না; হাজার হোক্ সম্পর্কে ভাই ত! তাই তিনি সেট্‌কে মুক্তি দিলেন। ঈসিসের এরূপ ব্যবহার দেখিয়া হোরাস্ অত্যন্ত রাগিয়া গেলেন, সে কি ভীষণ রাগ! তিনি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হইয়া মাতারই শিরশ্ছেদন করিলেন। দেবতারা ত এই ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন, তাঁদের মধ্যে একজন তাড়াতাড়ি করিয়া ঈসিসের ছিন্ন মুণ্ডের পরিবর্ত্তে গরুর এক মুণ্ড যোড়া দিয়া দিলেন। অপর দিকে ক্রুদ্ধ হোরাস্ তাঁর খুড়াকে বর্যাফলকে বিদ্ধ করিয়া তাহাকেও মারিয়া ফেলিলেন। মিশরের ইহা একটি প্রাচীন

গল্প। ইহা কতকটা আমাদের দেশের লখিন্দর ও বেহুলার গল্পের মতন।

ইতরপ্রাণীর পূজা।

ঈসিসের মত আরও অনেক দেবদেবী ছিলেন,—যাঁদের মুণ্ড নানাবিধ পশুপক্ষীর মত। ইহা ছাড়া মিশরবাসীরা আরও অনেকগুলি পশুপক্ষীর পূজা করিত। গরু, ষাঁড়, ছাগল, ভেড়া, কুমীর, জলহস্তী, বিড়াল, ইন্দুর, বানর, ভেক, শকুনি, কুকুর গুবরেপোকা প্রভৃতি নানা ইতর প্রাণী ছিল তাহাদের পূজ্য! এই সকল প্রাণীকে তাহারা দেবতার মত ভক্তি করিত। একবার একজন রোমান সৈন্য অসাবধানে একটি বিড়ালকে মারিয়া ফেলে। তাহার এই গুরুতর অপরাধের জন্য নগরের সকল লোক মিলিত হইয়া সেই হতবুদ্ধিপ্রায় লোককে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া ফেলিল।

আপিস।

মিশরের প্রাচীন রাজধানী মেম্‌ফিস্ নগরে এক দেশপূজ্য ষাঁড় ছিল। সেই ষাঁড়ের জন্য প্রকাণ্ড এক মন্দির ছিল; মন্দিরে সর্ব্বদা পুরোহিত ও লোকজন উপস্থিত থাকিত, বিছানা পত্র, সুখাদ্য আহার্য্যে সেই মন্দির পরিপূর্ণ থাকিত। প্রতি বৎসরে একদিন করিয়া এই বৃষকে গহনা পরাইয়া সাজাইয়া নগরে বাহির করা হইত। রাস্তায় হাজার হাজার লোক এই বৃষের দর্শন পাইয়া ও একবার মাত্র তাহাকে প্রণাম করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ ভাবিত। এই বৃষের "আপিস।" ইহা গেল মিশরের মোটামুটি বাহিরের ধর্ম্ম।

এই সকল ধর্ম্মক্রিয়া করাইবার জন্য মিশরের এক শ্রেণীর পৃথক লোকই ছিলেন, তাঁহারা আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মত।

মিশরে বার মাসে তের পার্ব্বন হইত, এমন ক্রিয়াকলাপ, বাহ্য আড়ম্বর খুব কম জাতির মধ্যে দেখা যাইত।

মমি।

মিশরবাসীদের আর একটী বড়ই অদ্ভুত ধারণা ছিল। তাঁহারা ভাবিত, যে মানুষ মরিয়া আবার বাঁচিবে। সেই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া তাহারা মৃতদেহ পোড়াইত না বা কবর দিয়া তাহার সৎকার করিত না। খুব প্রাচীন কালে মিশরে মড়া 'পুষিয়া' রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। সে আজ ছয় সাত হাজার বছরের কথা। যখন মিশরের লোকেরা ধাতুর কাজ করিতে শেখে নাই, পাথর কুঁদিয়া জিনিষ প্রস্তুত করিত; মাটির ভাণ্ড, মাটির কলসী, যখন তাদের চরম বিলাস ছিল সেই প্রাচীন কালে মিশরে মড়া মানুষকে যত্ন করিয়া রাখা হইত। নানারকমের ঔষধপত্র দিয়া, কাপড় জড়াইয়া, কাঠের বাক্সের ভিতর পুরিয়া মৃতদেহ রাখা হইত। ইহাকে বলে 'মমি'। এই সকল মৃতদেহ পচিয়া নষ্ট হইয়া যায় নাই। পাঁচ সাত হাজার মমি এখনো ঠিক রহিয়াছে। শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, যে তাহাদের নাক, মুখ, চোখ, এমন কি গায়ের চামড়া, মাথার চুল, পায়ের নখগুলি পর্য্যন্ত ঠিক তেমনি রহিয়াছে। পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে লোকে মমির নাম শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু তখন কেহ উহা চোখে দেখে নাই। মাত্র বত্রিশ বছর হইল মমি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবিষ্কারের গল্পটি বড়ই কৌতুকপ্রদ বলিয়া বলিতেছি, শোন।

'মমি' করিয়া মৃতদেহগুলিকে কবরের মধ্যে রাখা হইত। মৃতদেহের সঙ্গে বহুমূল্য দ্রব্যাদি দেওয়া হইত। সোণা রূপা, হীরার গহনা রাজাদের মমির সহিত থাকিত। আর তাহাদের

মমির সহিত কতকগুলি মন্ত্র-লেখা কাগজ থাকিত। এই কাগজগুলি মড়ার কাছ ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাইত না। তাহাতে রাজার নাম, বিবরণ প্রভৃতি নানা কথা লেখা থাকিত। যখন প্রাচীন মিশরের রাজারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন তখন আরবের দস্যুরা এই সকল মৃতদেহ হইতে অলঙ্কারাদি অপহরণ করিতে আরম্ভ করিল। মৃতদেহের গায়ে চোরের হাত পড়া খুব অপমানের কথা নিশ্চয়! একজন রাজা মৃত পূর্ব্বপুরুষদের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া একটি পাহাড়ের কাছে, চল্লিশ ফিট গর্ত্ত করিয়া ঘর বানাইয়া অনেকগুলি রাজার 'মমি' রক্ষা করিয়াছিলেন। মনে ভাবিয়াছিলেন, এইবার সমস্ত নিরাপদ হইবে। কিন্তু চোরের হাত এড়ানো বড় কঠিন। আরবের দস্যুরা এই স্থান পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিতে লাগিল। গহনাপত্রের সঙ্গে তাহারা মন্ত্র-লেখা সেই কাগজপত্রগুলি বাজারে বিক্রয় করিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন পণ্ডিতের হাতে সেই কাগজগুলি আসিয়া পড়ে। তিনি ত দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন—এ কাগজ কোথা হইতে বাজারে আসিল? ইহাতে যেসকল রাজার বিবরণ রহিয়াছে তাহাদের 'মমি' কোথায়? কাগজগুলি যেখানে ছিল মমিগুলিও নিশ্চয় সেখানে আছে! বহু চেষ্টার পর যে লোকটির কাছে সেই কাগজগুলি পাওয়া গিয়াছিল তাহার সন্ধান পাওয়া গেল। কোথায় সে এই কাগজ পাইল? অনেক পীড়াপীড়ি, অনেক টাকা, অনেক প্রলোভন, অনেক তোষামুদের পর, সেই কবর-স্থান দেখাইতে সে রাজি হইল।

সে এক পাহাড়ের নীচে গর্ত্ত দিয়া নামিয়া যাইতে হয়। সেই পণ্ডিত—তাঁহার নাম ছিল ব্রাগস্—সেই লোকটির সহিত চলিলেন। তাঁহার সঙ্গে আর একজন মুসলমানপণ্ডিত ছিলেন।

প্রাচীন মিশরের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া।

উপরাঙ্কে : নৌকাকৃতি শবাধার গরুতে বহন করিতেছে। মৃত ব্যক্তির 'মমি' তাহাতে শায়িত ; মৃতের পত্নী পার্শ্বে হাটু গাড়িয়া বসিয়াছে। সম্মুখে পুরোহিত।

নিম্নাঙ্কে :—কবরের সম্মুখে 'মমি'টিকে দণ্ডায়মান করা হইয়াছে. সম্মুখে পত্নী। টেবিলের উপর পুরোহিতগণ ধর্ম্মক্রিয়া করিতেছেন ; একজন অন্ত্যেষ্টি মন্ত্র পাঠ করিতেছেন, অন্য জন নৈবেদ্য দিতেছেন। পশ্চাতে শোকার্ত্ত ব্যক্তিগণ। গাভী ও বৎস উদীয়মান সূর্য্য ও স্বর্গের চিহ্ন।

গহ্বরের মধ্যে নামিয়া তাঁরা ত অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি যেখানে যান সেখানেই এক একটি রাজার মমির সিন্দুক! তিনি এ কোন্ মৃত্যুলোকে জীবন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন? প্রায় বিশ ত্রিশ জন রাজার মমির সিন্দুক! সেগুলিকে উপরে উঠাইয়া সিন্দুকগুলি অত্যন্ত বড় বলিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিলেন, মমিগুলি য়ুরোপে চালান দিলেন।

যখন নৌকাতে সেই মমিগুলি তোলা হইল, তখন গ্রামের মধ্যে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল;—স্ত্রীলোকেরা নদীর ধারে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল, যেন তাহাদের পরমাত্মীয় জিনিষগুলি কোথায় নষ্ট হইবার জন্য চলিয়া যাইতেছে। ব্রাগস্ অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে, এগুলি নষ্ট হইবে না, এগুলি পণ্ডিতদের শিক্ষার জন্য যাদুঘরে সুরক্ষিত হইবে। য়ুরোপের প্রত্যেক যাদুঘরে মমি আছে, এমনকি, আমাদের কলিকাতার যাদুঘরেও একটি মমি আছে; তোমরা কলিকাতার যাদুঘরে গিয়া সেটি দেখিয়া আসিবে, আশা করি।

মিশরের ফেরো।

(খৃঃ পূঃ ৪৫০০ অব্দ)

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মিশর দেশ অতি প্রাচীন কালে সভ্য হইয়াছিল। প্রায় ছয় হাজার বৎসর আগে সেখানে মেনাস্ বলিয়া এক রাজা রাজত্ব করিতেন। কিছুকাল পূর্ব্বেও ইঁহার অস্তিত্বে বড় কেহ বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু আজকাল তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ অনেক জিনিষ পত্র আবিষ্কৃত হইতেছে। বর্ত্তমান কায়রো নগরের কাছে মেম্‌ফিস্ নামে এক নগর ছিল। এখনো সেখানে প্রাচীন যুগের শত শত চিহ্ন পড়িয়া রহিয়াছে। মিশর দেশ দুইভাগে বিভক্ত—উত্তর ও

দক্ষিণ। উত্তর মিশরের রাজধানী মেম্‌ফিস্; দক্ষিণের রাজধানী ছিল থিবস্। মেনাস্ উত্তর ও দক্ষিণ মিশর এক করিয়া যুক্ত মিশরের সম্রাট্ হন।

তারপর কত রাজা হইল, অনেকেরই নাম পাওয়া যায় না। যাই হোক্, তাঁদের সম্বন্ধে কিছু না জানিলেই ভাল।

দশ এগার শত বৎসর পরে খুব পরাক্রমশালী কয়েক জন রাজা মিশরের রাজ-সিংহাসন সুশোভিত করেন। তাঁদের অতুল কীর্ত্তি এখনো বিদ্যমান। তাঁদের নির্ম্মিত বিরাট পিরামিড্, নানা কারুকার্য্য-শোভিত রাজপ্রাসাদ, নানা দেবদেবীর পবিত্র মন্দিরে মেম্‌ফিস্ পরিপূর্ণ। এই সকল স্থাপত্যের কথা তোমরা পরে শুনিতে পাইবে।

ইঁহাদের পরে আন্‌তেফ্ রাজগণ সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প আছে। তাঁহাদের অনেকের কবর পাওয়া গিয়াছে। সেই কবরগুলিতে তাঁহাদের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা খোদিত আছে। এমন কি, নিতান্ত ছোট ছোট হাস্যকর ব্যাপার পর্য্যন্ত খোদিত রহিয়াছে। একজন রাজার ডাকনাম ছিল "শিকারী"। তাঁর কবরে নানা ছবি আঁকা আছে; তাঁর সখের কুকুরগুলি চারিপাশে দাঁড়াইয়া, আর মাঝখানে তিনি। এই কবর-চিত্রে দেখা যায়, যে তাঁরা জাহাজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আর সেই সময়ে আরব দেশের সহিত মণিমুক্তা মসলাপাতি লইয়া বাণিজ্যও চলিত। লোকেরা এই সময়ে মনের সুখে পরমানন্দে দিন কাটাইত; আর ফেরোকে (মিশরের রাজাকে ফেরো বলিত) 'ন্যায়বান্', 'জীবনদাতা' প্রভৃতি নানা বিশেষণে ভূষিত করিত। এমন রাজাদের রাজত্বে বাস করিয়া তাহারা স্বদেশকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসিত; এবং তাহারা যেথায় মরুক ঘুরে তাহাদের দেশ কখনো দূরে যাইত না, দেশের সঙ্গে নাড়ীর বন্ধন চিরদিন অটুট থাকে। এই সময়কার একটি গল্প বলিতেছি, শোন।

সেন্‌হাতের গল্প।

সেন্‌হাত নামক এক সৈনিক পুরুষ ছিল। লোকটির নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও, সেই সময়কার "ফেরোর" বড় ছেলের সহিত কোনো অজানা কারণে তাহার বিবাদ হয়; রাজকুমারের সহিত কলহ! যুবরাজের ক্রোধে পড়া কি সহজ কথা! বেচারী সেন্‌হাত ভয়ে ভয়ে অতিসাবধানে দিন কাটায়! কিছুকাল পরে ফেরোর মৃত্যু হওয়াতে যুবরাজ রাজা হইলেন। তখন সৈনিক বেশ বুঝিল যে, তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে! একদিন কাহাকে কিছু না বলিয়া সেন্‌-হাত তাহার জন্মভূমিকে নমস্কার করিয়া দেশত্যাগী হইল! দিনমানে পাহাড়ে বনে কাটাইয়া রাত্রে সে পথ হাঁটিত। চলিতে চলিতে একদিন সে মরুভূমির প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। মরুর সাগর পার হইয়া সে অপর প্রান্তে যাইবে—খাদ্য নাই, জল নাই, চড়িবার উট নাই, তবুও প্রাণের দায়ে আরও ঊর্দ্ধশ্বাসে সে চলিতে লাগিল। মরুভূমি ধুধু করিতেছে। তপ্ত হাওয়ার তেজে বালিরাশি আকাশ আঁধার করিয়া উড়িতেছে; ছায়াহীন বারিহীন মরুবালির মাঝ দিয়া সেন্‌হাত একলা চলিতেছে। কিছু দূর যাইতে যাইতে তা'র ক্লান্ত পদ আর চলিতে পারে না, তা'র তৃষ্ণার্ত্ত কণ্ঠ আর সুস্থির থাকিতে পারিল না। সে "জল" "জল"—করিতে করিতে সেই তপ্ত বালুর উপর অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল। কতক্ষণ সে সেই অবস্থায় পড়িয়া থাকিল তাহা কেহ জানে না। অনেকক্ষণ পরে স্বপ্নের শব্দের মত গাভীর হাম্বারব তাহার কাণে প্রবেশ করিল। চক্ষু খুলিয়া সে দেখে, একজন অপরিচিত বিদেশী—সঙ্গে তাহার একটা গাভী। সেই বিদেশী সস্নেহে তাহার উপর ঝুঁকিয়া একটু গরম দুধ তাহার শুষ্ক মুখে ধরিল। দুগ্ধ পান করিয়া তাহার দেহে প্রাণ ফিরিয়া আসিল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে তাহার প্রাণদাতার আশ্রয় ভিক্ষা করিল।

সেই বিদেশী সেন্‌হাতকে তাহাদের জাতির মধ্যে গ্রহণ করিল। কিন্তু সেন্‌হাতের ভয়, পাছে ফেরো তাহার সন্ধান পান। বোধ হয় ফেরো এই সৈনিক পুরুষকে ধরিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছেন, এই ভয়ে সে সেখান হইতে পলায়ন করিল। কিছু দূরে ইদম্ নামে এক স্থান ছিল। সেখানে সেন্‌হাত আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইদম্ দেশের রাজা ফেরোর কোনো ধার ধারিতেন না। তিনি সাদরে সেন্‌হাতকে গ্রহণ করিয়া একটি দেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। মনের আনন্দে, পরম আহ্লাদে, নানা সুস্বাদু খাদ্য আহার করিয়া, তা'র দিনগুলি বেশ কাটিয়া যাইতে লাগিল।

অল্পদিনের মধ্যে সেন্‌হাতের খ্যাতি দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল। তা'র শাসনে দস্যু ডাকাতি ছাড়িল, পথিক নির্ভাবনায় পথে হাঁটিতে লাগিল; আর তা'র বিজয়ী সৈন্যেরা চারিদিকে আপনাদের শক্তির পরিচয় দিতে লাগিল। কিন্তু এত সুখ বৈভব কিছুই তাহার ভাল লাগিত না; তার হৃদয় ছিল মিশরের দিকে পড়িয়া! সে তাহার প্রিয় জন্মভূমির কথা কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই; বৃদ্ধকালে বিদেশে থাকা তা'র আর ভাল লাগিল না! মাতৃভূমির কোলে তা'র জীবনের শেষ কয়েকটা দিন কাটানো তা'র একমাত্র সাধ! ফেরোকে এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে তিনি আনন্দিত চিত্তে সেন্‌হাতকে দেশে ফিরিবার অনুমতি দিলেন। ফেরো প্রাচীন হিংসা কলহের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি প্রচার করিলেন যে, সেন্‌হাতের মৃত্যুর পর বিশেষ উৎসব হইবে। সেন্‌হাতকে তিনি বলিলেন, "তোমার মৃতদেহের মমি সোণার সিন্দুকে ভরিয়া দেশের লোক তাহার অনুসরণ করিবে। বৃষ সমূহ তোমাকে টানিয়া লইয়া যাইবে। সকলে মিলিয়া তোমার জন্য ক্রন্দন করিবে।"

সেন্‌হাতের গল্প হইয়া গেল। মিশরের ফেরোরা দেবতার

মত ভক্তি পাইতেন, এবং অনেকে সেই সুযোগে প্রজাদের উপর যথেচ্ছাচার করিতেন।

আমেন হট্।

এই সময়ে আমেনহট্ নামে এক খুব বড় শিকারী রাজা হইয়াছিলেন। তিনি বলেছেন, "আমি সিংহ শিকার করেছি, আমি কুমীর বন্দী করেছি।" এতবড় ভারি বীর ছিলেন তিনি! ইঁহার কিছুকাল পরে একজন ফেরোর সময়ের একখানি ছবি পাওয়া গিয়াছে! একদল সেমেটিক্ জাতীয় লোক মিশর দেশে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছিল। তাহাদের হাতে তীর ধনুক, লাঠি আর বল্লম। কাহারো কাহারো হাতে অদ্ভুত ধরণের অস্ত্র; তাহাদের পরিধানে ঢিলা কাপড়ের পোষাক, আর হাতে তাহাদের সন্ধি ও শান্তি স্থাপনের জন্য ছাগল! আমেনহটের রাজত্বকালে দুইটি বড় আশ্চর্য্য জিনিষ নির্ম্মিত হইয়াছিল; একটি মোরী হ্রদ আর একটি গোলক ধাঁধা।

হিক্ষজাতীয় ফেরোগণ।

(খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দ)

এই সময়ে মিশরে হিক্ষ নামে এক মেষপালক জাতি প্রবেশ করে। তাহাদের অত্যাচারে দেশ বুঝি যায় যায়—এমনি অবস্থা দাঁড়াইল; মেম্‌ফিস্ অধিকৃত হইল। হিক্ষরা রাজধানীর চারিদিকে আপনাদের ক্ষমতা জাহির করিতে লাগিল, প্রাচীন কীর্ত্তি সমস্ত ধ্বংস করিতে লাগিল।

পূর্ব্বেই দক্ষিণ মিশরের রাজধানী থিবসের নাম তোমরা শুনিয়াছ। এ নগরটি যেমন প্রাচীন, তেমনি সুদৃঢ়, তেমনি শক্তিশালী! থিবস্ ছিল

যেন আমাদের দেশের কাশী। সেখানকার ধর্ম্মযাজক পুরোহিতেরা ছিলেন সর্ব্বে সর্ব্বা। তাঁদের আদেশে রাজা সিংহাসনে উঠিতেন, বসিতেন, থরথরি কাঁপিতেন! এমনি অসীম ক্ষমতা ছিল তাঁদের! মিশরের এই ধর্ম্মদ্রোহী দুষ্ট রাজগণকে দেশ হইতে দূর করিবার জন্য থিবসের রাজা প্রজা পুরোহিত সকলে এক হইল।

থুথমি।

(খৃঃ পূঃ ১৫০০ অব্দ)

নূতন বংশে থুথমি নামে এক খুব বড় বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার সময় হইতে মিশরের স্বর্ণময় যুগ আরম্ভ। মিশরের পূর্ব্ব দিকে ও উত্তরপূর্ব্ব কোণে অনেকগুলি সুসভ্য জাতির বাস। সে যুগে সুয়েজ খাল ছিল না—সুয়েজ খাল ত আজ পঞ্চাশ বছর মাত্র হইয়াছে। সেইজন্য এশিয়া হইতে মিশরে যাওয়া ও মিশর হইতে এশিয়ায় আসা তখন বড় একটা শক্ত ব্যাপার ছিল না! এই সকল জাতির মধ্যে ফিনিসীয়েরা ছিল খুব সভ্য। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে তাহারা বাস করিত। তাহাদের দেশে টায়র্ ও সিডন্ নামে বিখ্যাত দুই বন্দর ছিল। প্রাচীন জগতে ইহাদের নাম সকলে জানিত। এই নগর দুটি ছিল প্রাচীন জাতিদের বাণিজ্য-কেন্দ্র। সেখান হইতে বাণিজ্যতরী ভূমধ্যসাগরের কূলে কূলে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইত। যে দেশে সভ্য মানুষের পা কখনো পড়ে নাই, যে দেশের লোকেরা কাপড়চোপড়পরা সভ্যভব্য লোককে কখনো দেখে নাই —সেই সমস্ত দেশে এই ফিনিসীয়েরা যাইত। সিডন্, টায়র্ হইতে ফিনিসিয়ার বাণিজ্য জাহাজ সাগরের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। পরে তোমাদিগকে ইহাদের গল্প বলিব। য়ুফ্রেতিস্ নদীর তীরে আসিরিয়া নামে আর একটি প্রবল

পরাক্রমশালী রাজ্য ছিল। সেখানকার লোকেরা অতিশয় বীর; তাহাদের সম্রাটের পায়ের তলায় অনেক রাজা ও রাজ্য গড়াগড়ি যাইত। এছাড়া ছোট ছোট আরও অনেক রাজা ও রাজ্য ছিল; থুথমি এই সকল দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

হাটেপু।

হাটেপু নামে থুথমির এক কন্যা ছিল। পিতার মৃত্যুর সময় রাজপুত্র নিতান্ত বালক; তাই তার বড় দিদি হাটেপুর উপরে ছোট ভাইয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়িল। তিনি খুব যত্নে রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। হাটেপু যুদ্ধবিগ্রহ মোটেই পছন্দ করিতেন না; তিনি বড় বড় জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া বণিকদিগকে দূর সমুদ্রের পারে গিয়া বাণিজ্য করিতে উৎসাহ দিতেন। হাটেপুর বণিকেরা পান্ত (আরব) এবং এমনকি ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বাণিজ্য করিতে আসিত। সে যুগে বাণিজ্য করা যে কি কঠিন ব্যাপার ছিল আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। উপকূল থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে সাগরের কেমন অবস্থা, কেমন ঘূর্ণিজল, কোথায় লুকান পাহাড় ডোবা দ্বীপ ও চুম্বক পর্ব্বত আছে কেহ কিছুই জানিত না। কোন্ দিকে কোন্ দেশ, কেমন তাদের ভাষা, কিরকম তাদের আচার ব্যবহার তাকি কেউ জানত? সমস্তই একটা অন্ধকারে ঢিল মারার মতন; ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া সাগরের দূর কিনারার উদ্দেশে বণিকেরা পাড়ি দিত। মরণ বাঁচন গ্রাহ্য করিত না।

হাটেপু তাঁর এই বাণিজ্যকীর্ত্তি অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। প্রকাণ্ড এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পাথরের গায়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত ঘটনাই খোদাই করাইয়া রাখিয়াছেন। পান্ত হইতে বণিক্‌দের জাহাজ যেদিন দেশে ফিরিল সেদিন কি উৎসবের

দিন! নগরে মহা আনন্দের ধুম পড়িয়া গেল; পথ ঘাট, গৃহ-প্রাঙ্গণ, রাজপ্রাসাদ, দেবমন্দির, দোকান, হাট, সমস্ত উৎসবানন্দে মত্ত হইয়া উঠিল!

হাটেপু যুদ্ধ কলহ ভালবাসিতেন না; একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেইজন্য তাঁহার পিতার বিজিত দেশগুলি এই সময়ে সমস্তই হাত-ছাড়া হইয়া গেল। রাজকন্যার মনে মনে ভারি অহঙ্কার ছিল। তিনি আপনাকে দেশের 'ফেরো' বলিয়া বড়াই করিতেন; অথচ তিনি দেশের রাণীও ছিলেন না, ফেরোও ছিলেন না। তিনি তাঁর ভাইয়ের প্রতিনিধি (অছি) রূপে রাজকার্য্য দেখিতেন; কিন্তু তাঁর বাহিরের জাক্ জমক্ বড়ই বেশী ছিল। ছোট ভাইটিকে বশে রাখিয়া, তাহাকে আদর আহ্লাদে, আমোদ প্রমোদে মগ্ন রাখিয়া তিনি রাজা হওয়ার সকল সুখটুকু ভোগ করিতেন। তাঁর আর একটা অদ্ভুত অভ্যাস ছিল—তিনি রাজসভায় কখনো মেয়ের পোষাকে আসিতেন না; কৃত্রিম দাড়ি গোঁপ লাগাইয়া, ফেরোদের রাজপোষাক পরিয়া মহাসমারোহে তিনি রাজসিংহাসনে বসিতেন।

প্রথম আমেন হোটেপ্।

কিছুকাল পরে আমেন হোটেপ নামে এক রাজা থিবসের সিংহা-সনে আরোহণ করেন। তাঁর অতুল কীর্ত্তি থিবসের কাছে বিদ্যমান আছে। সেই কীর্ত্তি তাঁর দুইটি যমজ মূর্ত্তি। যেমন দুই যমজ ভাই এক সঙ্গে থাকে, তেমনি এই ফেরোর দুটি যমজ মূর্ত্তি মরুভূমির মাঝে দণ্ডায়মান আছে। দুই হাজার বছর আগে হঠাৎ একদিন সকাল বেলায় শোনা গেল যে একটি মূর্ত্তি হইতে খুব করুণ শব্দ বাহির হইতেছে! মাঝে মাঝে ভোরের বেলা সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্ত্তি হইতে করুণশব্দ শোনা যাইত। কত পথিক, কত দেশপর্য্যটক কত দূরদেশ

আমেন হোটেপ নির্ম্মিত মূর্ত্তিদ্বয়।
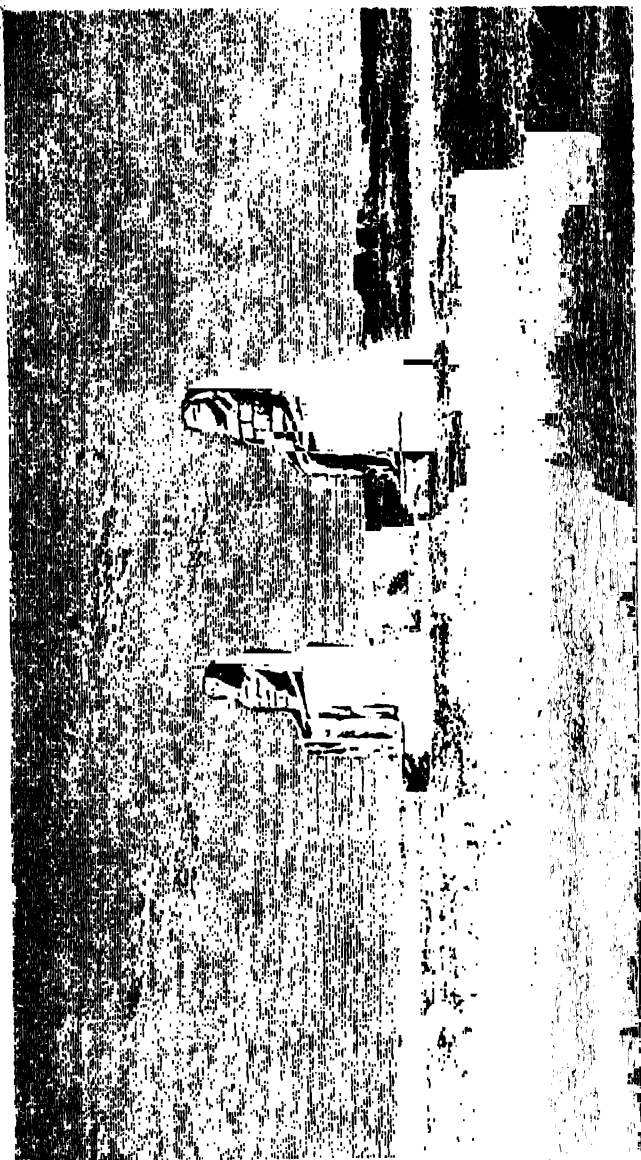
(ইহারা ভোরের বেলায় বাঁশীর মত শব্দ করিত)

হইতে সেই শব্দ শুনিবার নিমিত্ত আসিত! বাঁশীর মত করুণ তার রব। মাটী হইতে সে স্বর উঠিত, আর লোকে মোহিত হইয়া তাহা শুনিত! তারপর হঠাৎ একদিন সে শব্দ শোনা গেল না; কত লোক কত দিন হয়ত সেই শব্দ শুনিবার জন্য হত্যা দিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু শব্দ আর শোনা গেল না। এক ভূমিকম্পের পর এই শব্দ আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু মূর্ত্তির সংস্কারের পর শব্দ আর শোনা যায় নাই।

চতুর্থ আমেন হোটেপ্।

এখন আমরা মিশর ইতিহাসের শেষদিকে আসিয়া পড়িয়াছি। এখনকার ঘটনাগুলি খৃষ্টের ১৪০০ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে খৃষ্ট পূর্ব্ব ১০০ শত বৎসরের মধ্যে ঘটিয়াছিল। দেশের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। দেশের মধ্যে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

আমেন হোটেপ্ নামে অনেক জন রাজা হইয়াছিলেন। তাঁদের মধ্যে চতুর্থ জন দেশের মধ্যে এক অভিনব ধর্ম্মের আবর্জ্জনা আনিয়া ফেলিলেন। সেই ধর্ম্মে স্বর্য্যের জ্যোতিকে পূজা করা হইত। আমেন হোটেপ্ এই ধর্ম্ম নিজে গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। ঢাকঢোল পিটাইয়া এই ধর্ম্মকে তিনি দেশের রাজধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিলেন। নগরে নগরে স্বর্য্যদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল, প্রাচীন দেবালয়ের সাঁজের আলো নিবিয়া গেল, বলির পূজা বন্ধ হইল, পুরোহিতের মর্য্যাদা কমিয়া গেল। বলিয়াছি, মিশরের লোকেরা বড়ই ধর্ম্মপ্রাণ ছিল; তাই তারা এই নূতন ধর্ম্মকে রাজ্যের মধ্যে বড় আমল দিল না। রাজা আপনার নাম বদলাইয়া ফেলিলেন, প্রজারাও তাঁকে বদলাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। রাজায় প্রজায় এই বিবাদ দেশের বড়ই ক্ষতি করিতে লাগিল।

সেটি।

কিছুকাল পরে সেটি নামে এক রাজা পূর্ব্বগৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রাণপণ করেন। অবাইদস্ নামক এক স্থানে ফেরো সেটি এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরের ভিতরে মিশরের আদি রাজা মেনাস্ হইতে তাঁর সময় পর্য্যন্ত সকল রাজার নাম খোদিত আছে। মন্দিরের গায়ে আঁকা আছে—সেটি ও তাঁহার ছেলে দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, "এই সকল রাজাকে যেন এক হাজার পিঠা, একহাজার পাখী, একহাজার গরু ছাগল, ভেড়া, একহাজার মদ্যভাণ্ড, দেওয়া হয়।" তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, মানুষ মরিয়াও বুঝি এই সকল সামগ্রী খায়! মৃত্যুর পরও মানুষ বোধ হয় ক্ষুধাতৃষ্ণার দাস থাকে!

মিশরে ইহুদী।

এই সময়ে মিশরে ইহুদী নামে এক জাতি বাস করিত। তাহাদের আদিম দেশ ছিল য়ুফ্রাতিস নদীর মোহনায়—কালদিয়া দেশে। এক সময়ে তাহাদের দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। লোকে অনাহারে মরিতে লাগিল। চারিদিকে 'হা অন্ন হা অন্ন' রোল উঠিল। মিশর ধানে ভরা দেশ; ক্ষেতে ধানের শিষ মাথা নত করিয়া হাওয়ায় দুলিতেছে; সেখানে অন্নের কষ্ট নাই। ইহুদীরা সেই দেশে গিয়া প্রাণ বাঁচাইল। ফেরোরা এই দয়াটুকু দেখাইলেন বটে, কিন্তু সকাল হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইহুদীদিগকে খাটাইয়া সুদে আসলে সব তুলিয়া লইলেন। বেচারীরা দাসের মত থাকিত আর পশুর মত খাটিত! শত শত বৎসর এমন ভাবে কাটিয়া গেল। প্রাণের দায়ে, বেতের ভয়ে বড় বড় পাথর কাটিয়া বহুক্রোশ দূর হইতে আনিয়া তাহারা মিশর-রাজদের প্রাসাদ ও দেবদেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিত। কিন্তু সকলেই ত

এমন ভাবে খাটিত না; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধনকুবের ছিল; এক একজন লক্ষপতি, ক্রোড়পতি; কিন্তু এরকম লোকের সংখ্যা কয়টি! গরীবের সংখ্যাই ছিল বেশী।

মোজেস্।

সাধারণ লোকেরা শেষে আর অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না! উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে ফেরোদের ঘৃণার তীব্র জ্বালা তাহাদিগকে দগ্ধ করিত। অত্যাচারের কোনো নিয়ম নাই, কোনো সীমা নাই! গল্প আছে, রামসেস্ ফেরো একবার হুকুম দেন যে, মিশরে ইহুদীদের যত শিশু সন্তান আছে তাহাদিগকে হত্যা করা হউক! চারিদিকে কি কান্নাকাটি পড়িয়া গেল তার কল্পনাও তোমরা করিতে পার না। রাজার আদেশ অমান্য করে এমন স্পর্দ্ধা কাহার। তবুও হাজার হোক্ মায়ের প্রাণ! এক দাসীর ছোট একটী ছেলে ছিল; তাহাকে হত্যা করিবার জন্য সে পশুপ্রকৃতি লোকের হাতে সমর্পণ করিতে পারিল না। অতি যত্নে রমণী তাহার প্রাণের প্রিয় সন্তানটিকে একটী বেতের ঝুড়ির মধ্যে করিয়া লইল। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সদর রাস্তা ছাড়িল। বনপথ দিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া সে চলিল। নীল নদের তীরে আসিয়া প্রাণের ধনটিকে সে জলে ভাসাইয়া দিল। বেতের ছোট ঝুড়ি-নৌকাখানি ভাসিতে ভাসিতে চলিল। কোথায় চলিল মা তাহা দেখিতে পাইল না। চোখের জলে আঁধার রজনী আরও অধিক আঁধার হইয়া আসিল। কাঁদিতে কাঁদিতে ইহুদী রমণী গৃহে ফিরিল। ঢেউগুলি আসিয়া ছোট ভেলাখানিকে ভাসাইতে ভাসাইতে কূলের দিকে লইয়া চলিল। যেখানে রাজমহিষীরা, রাজকুমারীরা, রাজবধূরা স্নান করিতে আসিতেন সেই ঘাটে আসিয়া বেতের ভেলাখানি

লাগিল। তখনও রাত্রি শেষ হয় নাই। দুই একটি পাখী এদিক ওদিকে প্রভাতের আগমনী গান গাহিতেছে; পূর্ব্বদিকের আকাশে আলোর আভা দেখা দিয়াছে; এমন সুন্দর সময়ে রাজকুমারী দুইটি সখী লইয়া ঘাটে প্রাতঃস্নান করিতে আসিয়াছেন। এমন সময়ে ঘাটের ধারে বেতের ঝুড়িতে অসামান্য সুন্দর একটি ছেলে তাঁর চোখে পড়িল। দেখিয়া তাঁর বড় মায়া হইল; ছেলেটিকে গৃহে লইয়া তিনি মানুষ করিতে লাগিলেন। ইহারই নাম মোজেস্। দেখ, মেয়েদের প্রাণ কত কোমল! রাজকুমারীর পিতা কচিকচি ছেলেগুলিকে পশুর মত হত্যা করিতে বলিলেন, আর তাঁরই কন্যা তাহার একটি শিশুকে প্রাণ দিয়া স্নেহ করিয়া মানুষ করিতে লাগিলেন!

বড় হইয়া ছেলেটি নিজের জাতির দুর্দ্দশার কথা ভাবিতে লাগিল। তার জাতির লোকেরা যে পরের দেশে দাসত্বে আবদ্ধ, ইহা সহ্য করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। রাজার কাছে সকল প্রকারের অত্যাচার সহ্য করিয়া ইহুদীদের মুখটি বুজিয়া থাকিতে হইত। এ প্রকারের দুর্দ্দশা সহ্য করা মোজেসের মত স্বাধীনচেতা লোকের কাছে বড়ই পীড়াদায়ক বোধ হইতে লাগিল।

ইহুদীগণের মিশর ত্যাগ।

ইহুদীরা 'কানান' দেশে গিয়া বাস করিবে, এমনি একটি কথা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাহারা সেই দেশে ফিরিবার জন্য রাজার কাছে দরবার করিল; বহুকাল হইতে এই দরবার চলিতে-ছিল। অনেক দিন হইতেই অসন্তুষ্ট ইহুদীরা 'যাব যাব' করিতেছিল; কিন্তু ফেরো তাহাদের ছাড়িতেছিলেন না। ইহুদীরা মিশর হইতে গেলে ফেরোর অত্যন্ত ক্ষতি! তাহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক ধনী—তাদের কাছে দেশের অর্থ ঐশ্বর্য্য; আর এক শ্রেণীর লোক ছিল মাঠের বলদ, ঘরের দাস! টাকা গেলেও যেমন অসুবিধা, দাসগুলি

গেলেও অসুবিধা কিছু কম হয় না। তাই রাজা হঠাৎ বলিয়া বসিলেন, "না, তোমরা যাইতে পারিবে না।" কিন্তু দেবতা তাহাদের সহায় হইলেন। এই সময়ে মিশরে ভয়ানক মহামারি আরম্ভ হইল। প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক মরিতে লাগিল। রাজ্যময় কান্নার রোল! চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল! কোনো না কোনো গৃহ হইতে পিতার শোকে পুত্র, মাতার মৃত্যুতে কন্যা, ভ্রাতার শোকে ভগিনী, স্বামীর অভাবে স্ত্রী কাঁদিতেছে! রাজা বুঝিতে পারিলেন না যে তাঁহার উপর দেবতার কোপ পড়িয়াছে; তাই তিনি ইহুদীদিগকে কিছুতেই দেশে যাইবার অনুমতি দিলেন না।

অবশেষে এক রাত্রে কি হইল শোন। সেই একরাত্রেই নগরে প্রায় লক্ষ লোক মরিয়া গেল! সেদিন কি গগনবিদারী কান্নার রোলই না উঠিয়াছিল! এমন সময়ে রাজার অন্তঃপুরেও কান্নার শব্দ শোনা গেল! হায়! হায়! রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র, প্রাণের পুতুলি, সেও মারা গিয়াছে! রাজা আছাড় খাইয়া, মাটিতে পড়িয়া "হা পুত্র হা পুত্র" করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন! এখন তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার উপর দেবতার কোপ-দৃষ্টি পড়িয়াছে। সেই রাত্রেই ইহুদীদের নায়ক মোজেসের ডাক পড়িল। রাজা বলিলেন, "তোমরা আমার দেশ থেকে এখনই বাহির হইয়া যাও। তোমাদের জিনিষ পত্র, ছেলে মেয়ে গরু বাছুর লইয়া আপনাদের দেশে চলিয়া গিয়া তোমাদের দেবতাকে পূজা করগে। আর আমাকে আশীর্ব্বাদ কর।"

পরদিন প্রভাতে ইহুদী মহলে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সকলেই জিনিষপত্র গুছাইতে ব্যস্ত। উটের পিঠে, ঘোড়ার পিঠে, গাধার উপরে জিনিষ বোঝাই হইল। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ঝুড়িতে করিয়া গাধা ঘোড়া উটের পিঠে বাঁধিয়া দিল। আজ কাল-কার বেদেদের মত তাহারা পথ চলিত। হাজার হাজার

ছেলে-মেয়ে, বুড়া-বুড়ী, যুবা-প্রৌঢ়, ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া নগরের ধূলা উড়াইয়া মরুভূমির মধ্যে গিয়া পড়িল। পথে পড়িল লোহিত সাগর। সাগরের কাছে যখন তাহারা পৌঁছিয়াছে, তখন মিশরের রাজধানীতে হঠাৎ সৈন্যদের "সাজ সাজ" রব পড়িয়া গেল। ফেরোর কি খেয়াল হইল, তিনি ঠিক করিলেন যে ইহুদীদিগকে পিছন থেকে তাড়া করিয়া পুনরায় মিশরে ফিরাইয়া আনিবেন। হাজার হাজার সৈন্য ইহুদীদের পিছন পিছন দৌড়াইল। এ যেন ছেড়ে দিয়া তেড়ে ধরিবার মত! যতক্ষণে মিশর সৈন্য লোহিত সাগরের তীরে গিয়া পৌঁছিল ততক্ষণে ইহুদীরা সাগর পার হইয়া বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। ইহুদীরা যখন সাগর পার হয় তখন সাগরে জল নিতান্ত অল্প ছিল। কিন্তু মিশর-সৈন্যের অদৃষ্ট মন্দ, যেমনি সাগরে নামা, কোথায় ছিল বন্যা—হুহু করিয়া আসিল পড়িল! কি ভয়ানক ব্যাপার! সমস্ত সৈন্য তখন সাগরের মাঝে! সৈন্য সামন্ত আর উষ্ট্র, রথ, রসদপত্র সমস্ত বাণের জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল! কি লণ্ডভণ্ড কাণ্ড! ঘোড়ার উপরে মানুষ, মানুষের উপর উট, তার উপর ঘোড়া, হুহু করিয়া বাণের মুখে খড়ের মত ভাসিয়া যাইতে লাগিল! কে কাহাকে দেখে, কে কাহাকে রক্ষা করে, কে কাহার দিকে তাকায়! সমস্ত মিশর-সৈন্য সমুদ্রের মধ্যে ভাসিতে ভাসিতে চলিল, কেহই আর ফিরিল না! ইহুদীরা আপন দেশে গিয়া প্রকাণ্ড রাজ্য স্থাপন করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল। পরে ইহাদের সম্বন্ধে আরও কয়েকটি গল্প শুনিবে। এই ঘটনাটি রামসেস নামক ফেরোর সময়ে হইয়াছিল।

নকল বীর।

মেনেপথা নামে আর এক ফেরোর সময়ে মিশরে কি হইয়াছিল বলিতেছি শোন। মেনেপথা গো বেচারীর মত ছিলেন। বাহির

থেকে তাঁকে খুব সাধু, মহৎ বলে বোধ হইত। কিন্তু তাঁর ভিতরের ছলভরা মন সাপের মত ক্রূর ছিল। মিশরের কাছে লিবিয়ান (Libyans) নামে একজাতীয় লোক বাস করিত। তারা একবার মিশর দেশ আক্রমণ করে। নগরের পর নগর তাহাদের হাতে যাইতে আরম্ভ করিল। তখন মেনেপথা মহাশয়ের চেতনা হইল,—তিনি প্রাচীর দিয়া ঘেরা আর দুর্গ দিয়া সুদৃঢ় করা মেম্‌ফিস্ নগরের মধ্যে সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। রাজা সৈন্যগণকে মাজা ঘষা ভাষায় সুন্দর এক বক্তৃতা দিলেন; তিনি বলিলেন, যুদ্ধের জন্য সৈন্যেরা যেমন দায়ী, রাজার দায়িত্ব তাহাদের চেয়ে কিছু কম নয়। এই প্রকারের বড় বড় অনেক কথা তিনি বলিলেন। যুদ্ধ আসন্ন, সৈন্যেরা সাজসজ্জা করিয়াছে, এখনই তারা কুচ করিয়া নগরের বাহিরে যাইবে, কেবল রাজার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু "যুদ্ধকালে খোঁজে সব নিজ নিজ পথ।" মেনেপথা বলিলেন—"আমি যুদ্ধে যাইতে পারিব না; দেবতার আদেশ হইয়াছে।" দেবী তাঁকে বলিয়াছেন—"বৎস, তুমি যেখানে আছ, সেখানেই থাক, তোমার সৈন্যগণ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করুক। তোমাকে কোথাও যাইতে হইবে না।" প্রজারা ত এই কথা শুনিয়া প্রথমে অবাক্ হইল; পরে বোধ হয় ভাবিয়াছিল—সত্যই বা হ'তে পারে! যাহা হো'ক্, বীর সেনাপতিরা যুদ্ধে লিবিয়ানদিগকে পরাজিত করিয়া আনন্দে রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখেন, এদিকে যুদ্ধ জয়ের সমস্ত গৌরবটুকু মেনেপথা নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন—"লিবিয়ানেরা মনে করিয়াছিল যে, মিশরের ক্ষতি করিবে! আরে! তারা ত' ফড়িং! তারা আবার আমাদের কি করিবে! যখন তাহাদের সৈনিকদল মিশরের প্রত্যেকটি রাজপথ বন্ধ করিল, তখন আমি তাহাদিগকে বন্দী করিব বলিয়া

কৃতসংকল্প হইলাম। কেমন মজা, কেমন তাহাদের পরাজিত করিয়াছি! কেমন মজা—কেমন তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিয়াছি—তাহাদের দেশ পর্য্যন্ত লুট্ পাট্ করিয়া ছারেখারে দিয়াছি।" এই নকল বীরের মিথ্যা বীরত্ব দেখিয়া সকলে ত অবাক্!

মিশরের পতন।

অনেকদিন চলিয়া গেল; অনেক রাজা হইল; কিন্তু এখন পরবর্ত্তী ইতিহাসের পৃষ্ঠাহইতে মিশরের নাম মুছিবার সময় হইয়াছে। এশিয়াতে তখন কয়েকটি প্রবল রাজ্য ছিল; আসিরিয়া তাহাদের মধ্যে সকল দেশের সেরা। সকল দেশ জয় করিয়া সে প্রাচীন জগতের ভীতিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার দীপ্ত তেজে মিশর উত্যক্ত। মিশরের দক্ষিণে ইথোপিয়া নামে এক রাজ্য ছিল: সেখানকার রাজারা খুব ক্ষমতাশালী বলিয়া মিশর তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

শাবক।

শাবক নামে এক ইথোপীয় রাজা সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। তিনি মিশরে রাজত্ব করিতেন। থিবসের দেবতা একরাত্রে তাঁহাকে স্বপ্ন দিলেন যে থিবসের সমস্ত পুরোহিতকে হত্যা করিতে হইবে; নতুবা তাঁর রাজ্য শীঘ্রই ভীষণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। এই স্বপ্ন বার বার তাঁর কাছে দেখা দিল। তিনি মহাবিপদেই পড়িলেন; কেমন করিয়া তিনি নির্দ্দোষ পুরোহিতগণকে নির্দ্দয়ভাবে নিহত করিবেন; অথবা কেমন করিয়াই আপন রাজ্যের ধ্বংস আপনি দেখিবেন! এই দু'টানার মধ্যে পড়িয়া তিনি কি করিবেন ঠিক করিতে পারিলেন না। শেষে পুরোহিতগণকে ডাকাইয়া তাঁহাদের কাছে স্বপ্নের কথা বলিলেন। বলিলেন, "আমি কেমন

করিয়া নির্দ্দোষ লোককে মারিব; ধ্বংস করার অধিকার আমার নাই। এখন একমাত্র উপায় দেখিতেছি, আমার এই রাজ্য পরিত্যাগ করা। আমি দেবতাদের আদেশ অমান্য করিতেও পারিব না, নির্দ্দোষ লোককে হত্যা করিতেও পারিব না। আমি নিজেই নির্ব্বাসনে যাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি ইথোপিয়ায় চলিয়া গেলেন।

সাবাতক।

শাবকের ছেলের নাম সাবাতক। এই ফেরোর সময়ে আসিরিয়ার রাজার অমিত বল। তাঁর গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য ছোট ছোট অনেকগুলি রাজ্য একত্র হইল। মিশর তাহাতে যোগ দিল। আসিরিয়ার সম্রাট একরণের যুদ্ধে সকলের বল চূর্ণ করিলেন।

আমাসিস্।

এদিকে মিশরের রাজাকে মারিয়া আমাসিস্ নামে তাঁর এক সেনাপতি দেশের রাজা হইল। সেই সময়ে গ্রীস্ হইতে বণিকেরা আসিয়া মিশরে বাণিজ্য করিত এবং তাহারা দুই এক জায়গায় উপনিবেশও স্থাপন করিয়াছিল। আমাসিস্ রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য মিশরকে বাবিলনের করদ রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন।

এই সময়ে পারস্যে কাইরাস্ নামে এক রাজা বাস করিতেন। কোনো সময়ে তিনি চক্ষুরোগে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, মিশরে খুব ভাল ভাল চিকিৎসক আছে। মিশররাজ আমাসিসের কাছে তখনি দূত চলিল। সে আসিয়া পারস্যরাজের ইচ্ছার কথা মিশররাজকে জ্ঞাপন করিল। আমাসিস্ একজন বিচক্ষণ বৈদ্যকে পারস্যে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। মিশরবাসী-দের বড় কুণো স্বভাব, দেশ হইতে কোথাও যাইতে বলিলে তাহাদের মৃত্যুদণ্ড বলিয়া বোধ হইত। তাই বাহিরে মিশরের কোনো

উপনিবেশ নাই। ডাক্তার ফেরোর ভয়ে খুব অনিচ্ছার সহিত দেশ ছাড়িয়া পারস্যের দিকে রওনা হইল। মনে মনে সে ভয়ানক চটিল; ঠিক করিল, আমাসিসের সর্ব্বনাশ করিবে।

পারস্য-সম্রাটের কাছে এই দুষ্ট বৈদ্য প্রতিদিন আমাসিসের সুন্দরী কন্যার প্রশংসা করিত। শেষ কালে আমাসিসের কাছে পারস্য-দূত আসিয়া বলিল, "সম্রাট আপনার কাছে এই কথা নিবেদন করিয়াছেন যে আপনার কন্যাকে তিনি চাহিতেছেন। তিনি রাজবাটীর গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম করিবেন।" ফেরো ত এই কথা শুনিয়া অবাক্; তাঁর বুক ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কেমন করিয়া আপন মেয়েকে দুঃখিনীর সাজে সাজাইয়া দূর দেশে পাঠাইবেন! যত ভাবনা, তত দুঃখ, তত কান্না। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, পূর্ব্বেকার রাজার কন্যা ত দেখিতে সুন্দরী ও নানা গুণে ভূষিতা, তাঁহাকেই পাঠাইয়া দিই। এই ভাবিয়া তিনি তাহাকে রাজকন্যার মত বেশভূষা পরাইয়া পারস্যে পাঠাইয়া দিলেন। এই রাজকন্যা কাইরাসের কাছে সকল কথা ফাঁস করিয়া দিলেন; বলিলেন, তিনি আমাসিসের কন্যা নন্, তাঁর পিতা ছিলেন মিশরের রাজা; তাঁকে মারিয়া আমাসিস্ রাজা হইয়াছেন; এখনও তিনি তার এই অপমান করিলেন। কাইরাস্ এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া গেলেন; মিশরের কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না; তিনি অল্পদিন পরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁর ছেলেকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া গেলেন, যে মিশর-সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে হইবে।

কাম্বিস।

আমাসিসের একজন বংশধর যখন মিশরের রাজা তখন কাইরাসের পুত্র কাম্বিস পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিবার জন্য মিশরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! মিশরবাসীরা প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতে

লাগিল। কিন্তু কিছুতে কিছু হইল না। পারস্যরাজ রামায়ণের ধূম্রাক্ষের পথ অবলম্বন করিলেন। সেই রাক্ষসটা রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সময়ে গো-চর্ম্ম রথের চারিদিকে টাঙ্গাইয়া দিয়াছিল; তাহার ভরসা ছিল, রামচন্দ্র গোচর্ম্মে অস্ত্রাঘাত করিবেন না; কিন্তু রামচন্দ্রের নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র ছিল; তিনি চামড়াগুলিকে বায়ব্যাস্ত্র দিয়া উড়াইয়া দিলেন ও ধূম্রাক্ষকে বধ করিলেন। পারস্যরাজ মিশরবাসীদের পূজ্য প্রাণী সমূহের চামড়া ও অনেকগুলি প্রাণী তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মিশরবাসীরা কেমন করিয়া এই সকল প্রাণীর গায়ে অস্ত্র ছুড়িবে! তাহা হইলে যে ধর্ম্ম যায়! দেশের স্বাধীনতা নষ্ট হউক, তবুও কি ধর্ম্মের কুসংস্কার ছাড়া যায়! একটি যুদ্ধেই মিশরের ভাগ্য উল্টাইয়া গেল!

পারস্যরাজ মেমফিস্ নগর অধিকার করিলেন। রাজপ্রাসাদ অধিকৃত হইল। রাজা বন্দী হইলেন, অন্তঃপুরচারিণী রমণীরা বন্দিনী হইলেন। পারস্যরাজ মিশর-সম্রাটকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে তাঁহাকে নগরের সিংহদ্বারে বসাইয়া দেওয়া হইল। আর তাঁর সম্মুখ দিয়া তাঁর ও সম্রান্ত লোকদের কন্যারা ক্রীতদাসীর পোষাক পরিয়া নীল নদ হইতে জল আনিতে গেল! সে কি নিদারুণ দৃশ্য! রাজকন্যা ও তাঁর সখীগণ দুঃখে ও লজ্জায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কিন্তু মিশররাজ সমস্ত সহ্য করিয়া নীরব রহিলেন। ইহাতেও যখন ফেরো কাতর হইলেন না, তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি ম্লান হইল না, তখন কাম্বিস্ অমানুষিক যন্ত্রণা দিবার জন্য আর এক পন্থা উদ্ভাবন করিলেন। রাজাজ্ঞায় সৈন্যেরা রাজপুত্র ও তাঁহার সহিত দুই সহস্র সম্রান্ত যুবাপুরুষের গলায় ফাঁসির দড়ি পরাইয়া মিশররাজের সম্মুখ দিয়া বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতে লাগিল! এ দৃশ্য দেখিয়াও তিনি বিচলিত হইলেন না, নীরবে তাহা সহ্য করিলেন, যন্ত্রণার একটি

শব্দও উচ্চারণ করিলেন না, মুখ কিছু মাত্র ম্লান হইল না। এমন সময়ে একটি বৃদ্ধ লোক সেখান দিয়া যাইতেছিল। তাহার কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি,হাতে ভর দিবার লাঠি; পূর্ব্বে এই বৃদ্ধটি রাজার পরিচিত ছিল। এখন বৃদ্ধ বয়সে তাহাকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া রাজার অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল; তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে তিনি তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। পারস্যরাজ এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মিশর-রাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন কাঁদিতেছেন?" অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি বলিলেন, "পারস্যরাজ! এত দুঃখ কষ্ট যা দিয়াছ তাহাতে আমার কিছুই হয় নাই; আমার দুঃখ কান্নায় প্রকাশ করা যায় না বলিয়া আমি এতক্ষণ নীরব ছিলাম। কিন্তু আমার বন্ধুর অবস্থা আমাকে সব চেয়ে বেশী কষ্ট দিতেছে; এই বৃদ্ধ যে এই বয়সে ভিক্ষা করিতেছে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না; তাই কাঁদিতেছিলাম।"

ফেরোর এই করুণাপূর্ণ কথাগুলি শুনিয়া কাম্বিসের পাষাণ হৃদয় গলিয়া গেল। কিছুক্ষণের জন্য দয়া যেন পথ ভুলিয়া তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। তাই ফেরোকে অল্প কিছুক্ষণের জন্য তিনি শান্তভাবে থাকিতে দিলেন। কিন্তু ফেরো যখন রাজপ্রাসাদে আপন ক্ষমতা ফিরাইয়া পাইবার জন্য পুনরায় চেষ্টা করিলেন, তখন পারস্যরাজও আপন মূর্ত্তি ধরিলেন। তিনি জোর করিয়া তাহাকে বৃষের রক্ত পান করাইলেন। সেই রক্তের সঙ্গে বিষ মিশানো ছিল বলিয়া মিশররাজ অচিরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

মিশর কাম্বিসের অধীন হইল, অধীনতার শিকল তিনি মিশর-বাসীদের গলায় খুব জোরেই আঁটিয়া দিলেন। অত্যাচারে উৎপীড়নে লোকের প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠিল।

দরায়ুস।

পারস্য-সম্রাট দয়ায়ুস যখন মিশরের রাজা, তখন লোকে একবার গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। দায়ায়ুস গ্রীকদের কাছে পরাজিত হইয়াছেন, এইকথা শোনা মাত্র লোকে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। নেক্‌টানেবো নামে একজন লোকের কাছে সমস্ত লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল। ওদিকে পারস্য-সেনাপতি একদল ভাড়াটিয়া গ্রীক সৈন্য লইয়া আসিতেছেন। পথে সেনাপতিতে সেনাপতিতে তর্কাতর্কি বাঁধিয়া গেল। সময় যাইতে লাগিল, তাঁরা কিছুতেই একমত হইতে পারিলেন না। এইরূপ করিতে করিতে বর্ষাকাল আসিয়া পড়িল। হঠাৎ একদিন নদীর জল বাড়িয়া উঠিল। রাস্তা ঘাট সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল। পারস্য-গ্রীসের মিলিত সৈন্য এমন বিপদে আর কখনো পড়ে নাই। ভয়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহারা সেবারকার মত মিশর হইতে পলায়ন করিল। নেক্‌টানেবো মনের সুখে কিছু কালের মত রাজত্ব করিয়া লইলেন। তিনি শ্বেত পাথরের দুইটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; সে দুটি এখনো বিলাতের যাদুঘরে আছে।

তারপর দুঃখের দিন আবার ফিরিয়া আসিল। পারস্যহইতে সৈন্যের স্রোত আসিয়া প্রাচীন মিশর অধিকার করিল; সেখানকার প্রাচীন কীর্ত্তি সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। নেক্‌টানেবো মরুভূমিতে পলায়ন করিলেন। নানা অত্যাচার করিয়া, মনের আশ মিটাইয়া লোকের অর্থ শোষণ করিয়া পারস্যরাজ মিশরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সে কি অত্যাচার! ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্ত যায় যায়; আপন মনে কেহ কিছুই করিতে পারে না। দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া, আপিস্ বৃষ হত্যা করিয়া, মৃতের দেহ অপমানিত করিয়া পারস্য সৈন্যেরা সুখে বাস করিতে লাগিল। কিন্তু দুঃখের দিন চিরকাল থাকে না; একদিন তাহাদের দেশে এক বীরপুরুষ আসিলেন; তিনি হাজার হাজার সৈন্য

লইয়া পথে ধূলি উড়াইয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। লোকে আপনাহইতে সিংহদ্বার খুলিয়া দিল—মন্দিরহইতে পুরোহিতগণ বাহির হইয়া দেবমাল্য আনিয়া তাঁহাকে বরণ করিলেন ; রমণীরা গৃহে গৃহে উৎসবানন্দ আরম্ভ করিলেন। বিনা যুদ্ধে দেশ জয় হইল। এই বীরের নাম কি জান ? ইনিই মাসিদনের রাজা আলেকজাণ্ডার বা সেকেন্দর বাদসাহ।

মিশরের দ্রষ্টব্য পদার্থ।

পিরামিড।

বর্ত্তমান মিশরে দেখিবার জিনিষ অনেক আছে। কায়রো এখানকার প্রধান নগর। কায়রোর নিকটে প্রায় ষাট পঁয়ষট্টিটি পিরামিড্ আছে। ইহাদের মধ্যে তিনটি খুব বড়। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পিরামিড্‌টি প্রায় ৪০০ ফিট। ইহাদের নীচের দিকটা চৌকোণা এবং যত উচ্চে উঠিয়াছে ততই সরু হইয়াছে। সমস্ত পিরামিড্‌গুলি পাথর দিয়া বাঁধা। মেমফিসের নিকটে পাথর পাওয়া যাইত না। বহুদূর হইতে পাথর আনিতে হইত ; এই পাথর আনা কি যে ব্যাপার আমরা তাহা কল্পনা করিতে পারি না। প্রায় পাঁচ ছয় হাজার বছর আগে লোকে কলকজা, যন্ত্রপাতির ব্যবহার জানিত না ; সে যুগে কেবল মানুষের শারীরিক শক্তির উপরই সমস্ত কর্ম্ম নির্ভর করিত। সে যুগে দাসত্ব প্রথা ছিল : সে জন্য দাস বেচারীরা প্রাণপণে খাটিত। খাটিতে খাটিতে তাহাদের প্রাণ বাহির হইত। একবার একজন ফরাসী পরিব্রাজক মিশরে ভ্রমণ করিতে করিতে সেখানকার পিরামিড্ ও অন্যান্য স্থাপত্য কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "মানুষ এ সমস্ত কি করিয়া করিল !" তাঁহার ঐ কথা শুনিয়া দেশীয় পথপ্রদর্শক হাসিয়া বলিয়াছিল—"মহাশয়,লোকে
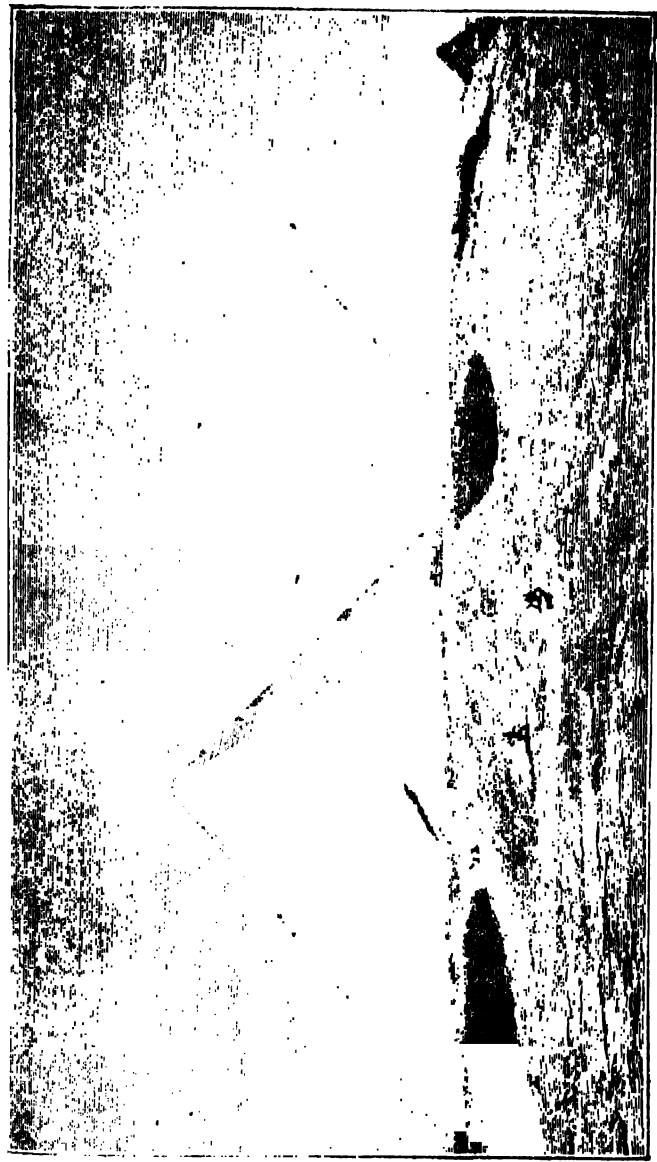
কায়রোর নিকটস্থ পিরামিড : বড় পিরামিডটি প্রায় সাড়ে চারশ ফিট উচ্চ ! তার ভিতরে যাবার পথ আছে। রাজাদের কবর-সিন্ধুক সেখানে থাকিত।

কি এমনি করিয়াছিল? প্রাণের দায়ে বেতের ভয়ে, তাহারা বাধ্য হইয়া কাজ করিত।” বড় পিরামিডটা নির্ম্মাণ করিতে কুড়ি বৎসর লাগিয়াছিল; এক লক্ষ লোক বৎসরের মধ্যে তিন মাস করিয়া খাটিয়া উহা শেষ করিয়াছিল।

স্ফিন্‌ক্‌স্।

বৃহৎ পিরামিড্‌টার নিকটে আর একটি অদ্ভুদ জিনিষ আছে। সেটির নাম স্ফিন্‌ক্‌স্। ইহার শরীরটি পশুর মত এবং মুখটা মানুষের মত। সমস্তটা একটি মাত্র পাথর হইতে খোদাই করা। এই অদ্ভুত প্রাণী প্রায় ছয় হাজার বছর সেইখানে শুইয়া রহিয়াছে— তাহার মুখে একটু ক্ষীণ হাসি। এই স্ফিন্‌ক্‌স্ সূর্য্যদেবের কোনো মূর্ত্তি চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়।

মোরী হ্রদ।

মোরী হ্রদের কথা তোমাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই হ্রদটি অত্যন্ত নিপুণতার সহিত নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা প্রাচীন মিশরবাসীদের বুদ্ধি কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় দিতেছে। বর্ষাকালে যখন চারিদিক জলে ডুবিয়া যাইত তখন উদ্বৃত্ত জল ঐ হ্রদে আটকাইয়া রাখা হইত। বর্ষান্তে সমস্ত দেশ শুকাইয়া গেলে জলাভাবে কৃষিকার্য্য করা অসম্ভব হইত। মোরীর জল সারা বৎসর ধরিয়া এই অভাব দূর করিত; সেখান-হইতে খাল কাটিয়া চারিদিকে জল লইয়া যাওয়া হইত ও ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে জলসেচন করার ব্যবস্থা ছিল। এই প্রকাণ্ড হ্রদটি প্রাচীন কালের লোকদের নৈপুণ্য ও ইঞ্জিনিয়ারি বুদ্ধির যথেষ্ট প্রমাণ, একথা আজ-কালকার পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত স্বীকার করেন।

কার্ণাক মন্দির।

কার্ণাক নামে এক স্থানে বিশাল এক দেবমন্দির আছে। তাহার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ঘর। পাঁচ থাক স্তম্ভের দ্বারা সেই ঘরটি বিভক্ত। মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে সে দেশের নানা ইতিহাস উপাখ্যানের চিত্র। এই বৃহৎ ঘরের পার্শ্বে ছোট ছোট নয়টি ঘর। সেখানে অনেক গুলি বিদ্যাদেবীর মূর্ত্তি আছে। মিশরবাসীরা বিদ্যাকে খুব শ্রদ্ধা করিত। তাহাদের কবরের মধ্যে বহু গল্পের বই, পরীর উপন্যাস, বীরত্বের ইতিহাস, মন্ত্র তন্ত্র প্রভৃতি ও নীতিপূর্ণ রচনা পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুই একটি গল্প আমাদের দেশের গল্পের সহিত আশ্চর্য্য রূপে মিলিয়া যায়; ইহার কারণ কি তাহা বলা যায় না।

চিত্র-লেখা।

মিশরের মধ্যদিয়া যাইতে যাইতে পিরামিড, স্ফিন্‌ক্‌স্ ইত্যাদি ছাড়া আরও কত জিনিষ দেখিবার আছে! কত রাজপ্রাসাদ, কত দেবমন্দির, কত ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর বালির মধ্যে পোতা রহিয়াছে! মিশরের এক প্রান্তহইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত নদীর ধারে ধারে প্রাচীন গৌরবের অসংখ্য চিহ্ন রহিয়াছে। এই সকল মন্দির ও রাজপ্রাসাদের গায়ে কত কি বিচিত্র চিত্র রহিয়াছে, হঠাৎ দেখিলে সে গুলিকে ছবি বলিয়াই মনে হয়। বড় বড়গুলি ছবিই বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র চিত্রগুলি মিশর দেশের লিখিবার ভাষা! সে ভাষা আজকাল সেখানকার লোকেরা জানে না; কেবল ইয়ুরোপ ও আমেরিকার বড় বড় কয়েক জন মাত্র পণ্ডিত উহা জানেন। এই ভাষাকে বলে "হায়রোগ্লেফিক্" (Hieroglyphic) বা চিত্র-লেখা। প্রথমে মানুষ এক একটা জিনিষ আঁকিয়া কথা বুঝাইত; মানুষ আঁকিয়া মানুষ বুঝাইত, পা আঁকিয়া
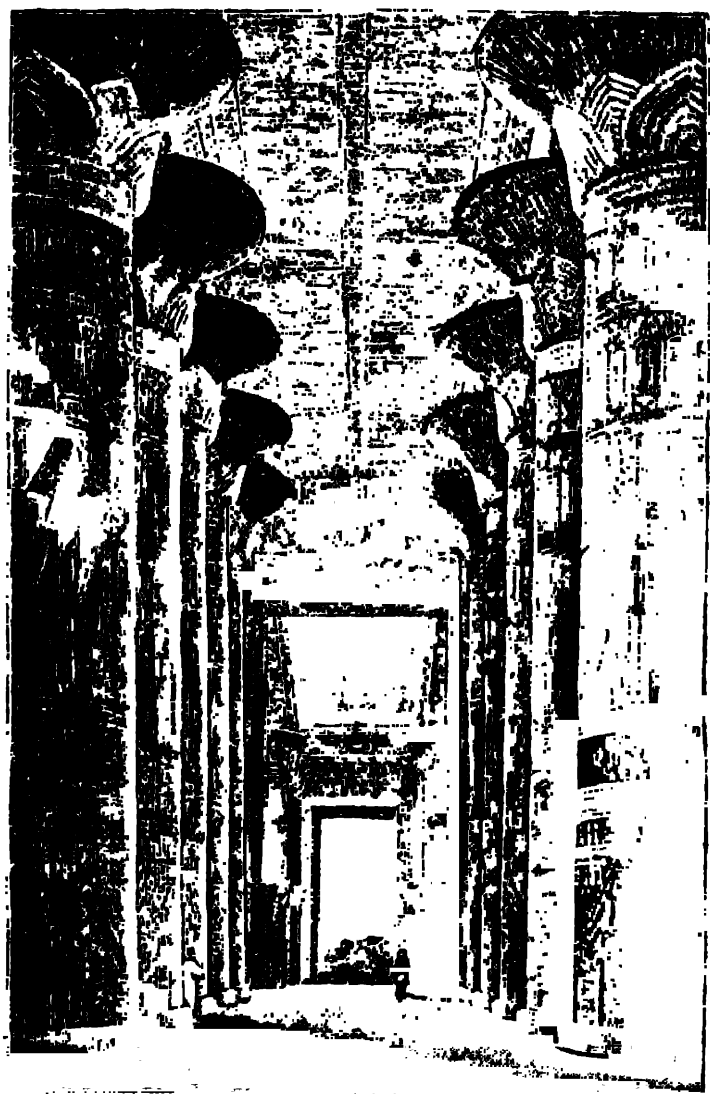
কার্ণাক মন্দিরের ভিতরের দৃশ্য

পা বুঝাইত; বাড়ী আঁকিয়া বাড়ী বুঝাইত—এই রকমের চিত্র-লেখা লিখিয়া, তাহারা মনের ভাব ব্যক্ত করিত। এই ভাষা হইতে সমস্ত ভাষার উৎপত্তি। তোমরা ফিনিসীয়দের নাম শুনিয়াছ—তাহাদিগকে অক্ষরের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হয়; কিন্তু তাহারা ভাষার বর্ণমালা পাইয়াছিল মিশর হইতে। ফিনিসিয়া হইতে গ্রীকেরা ও রোমানেরা অক্ষর-পরিচয় শিক্ষা করে। তাহাদের কাছ হইতে সমগ্র ইয়ুরোপ শিক্ষা করিয়াছে। ইংরাজী এ, বি, সি'র উৎপত্তি মিশরে। এ বিষয়টী বড় জটিল, মোটামুটি এই কথাটা বলিলাম, জানিতে বাকী রহিয়া গেল অনেক!

প্রাচীর-গাত্রের ছবিতে আমরা মিশরে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। এক জাতীয় লোকের চেহারা সুন্দর, তাহাদের চুলকাটা সুশ্রী মুখ, পাতলা ঠোঁট। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের চুল ছোট করিয়া ছাঁটা। পুরুষদের দাড়ি থাকিত, কিন্তু সেগুলি সাধারণতঃ কৃত্রিম। ইহারা মিশরের উচ্চ বর্ণ। দ্বিতীয় দলের আকৃতি অনেকটা নিগ্রোদের মত; তাদের ওষ্ঠ পুরু ও উঁচু! রং একটু কালো। তাহারা দেশের মধ্যে মাথা নীচু করিয়া থাকিত; তাহারা ছিল আমাদের দেশের প্রাচীন কালের শূদ্রের মত।

প্রাচীন মিশরের সম্ভ্রান্ত লোকেরা বড় গম্ভীর ভাবে থাকিতেন; তাঁহাদের মুখ মেঘেঢাকা আকাশের মত বিষাদের আঁধারে ঢাকা থাকিত। তাঁহারা মৃত্যুকে খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন—সেই জন্ত তাঁদের মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রথা ছিল! খুব আমোদ আহ্লাদ হইতেছে, ভোজের আয়োজন হইয়াছে, লোকেরা আহার করিতেছে, এমন সময়ে একজন দাস একটি মৃত দেহের প্রতিমূর্ত্তি সকলের সম্মুখ দিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিত, "ইহা দেখিয়া পান আহার কর, এমন দিন আসিবে যখন তোমাদেরও এই দশা হইবে।"

উপসংহার।

মিশরের ইতিহাস মোটামুটি বলিলাম। রোম তাহার সভ্যতার জন্য প্রাচীন গ্রীসের নিকট ঋণী। রোম হইতে সমগ্র ইয়ুরোপ সভ্যতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু গ্রীস্ তাহার সভ্যতার প্রথম আলোক মিশর হইতে পাইয়াছিল। মিশরের ইতিহাস শেষ হইয়াছে; এখন আমরা প্রাচীন মেসোপটেমিয়া দেশের দিকে যাই, চল। সেখানে দেখিবার জিনিষ প্রচুর আছে, শিখিবার জিনিষেরও কিছু অভাব নাই। চল, এখন এশিয়ার সেই দেশে যাই।
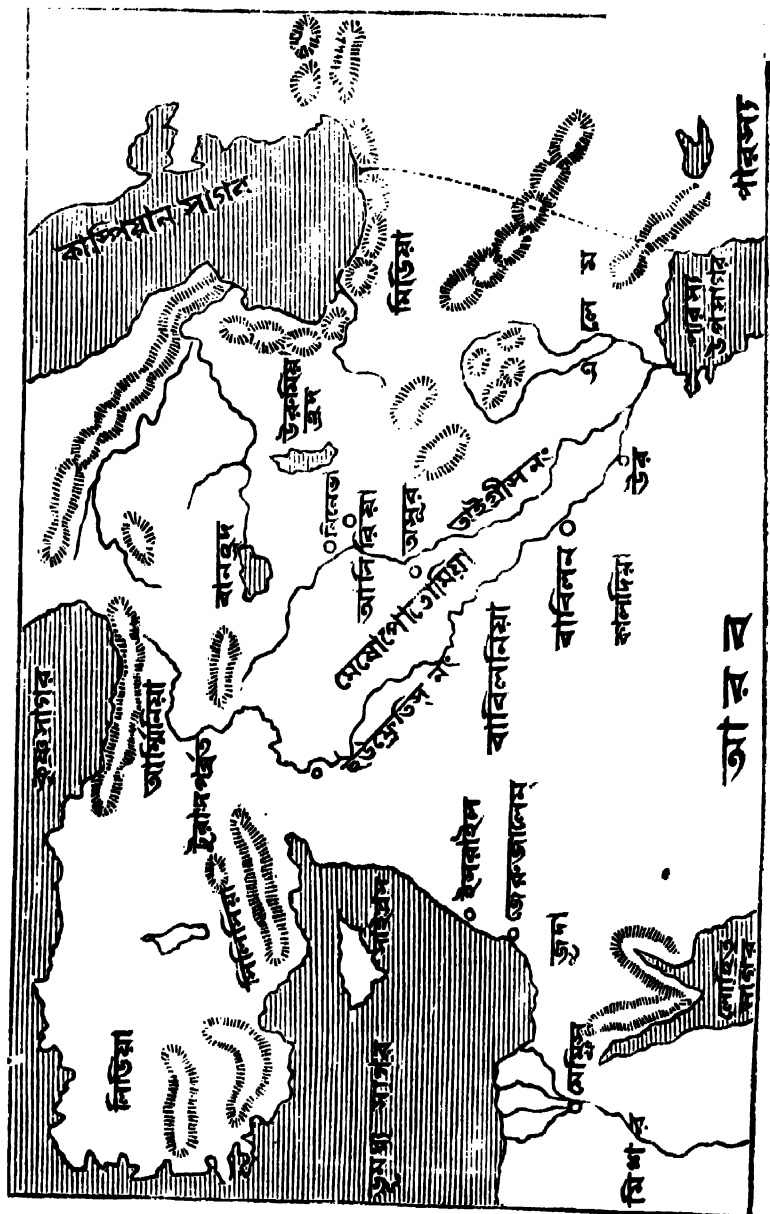
বাগ্বিভেদন

লিডিয়া
কৃষ্ণসাগর
আর্ম্মানিয়া
টুরাসপর্ব্বত
সিলিসিয়া
বানহ্রদ
উরুমিয়া
হ্রদ
নিনেভা
আসিরিয়া
অসুর
মেসোপোটেমিয়া
ইউফ্রেটিস নং
টাইগ্রীস নং
ভূমধ্য সাগর
সাইপ্রস
ইসরাইল
বাবিলনিয়া
জেরুজালেম্
জুদা
বাবিলন
মেম্ফিস
মিশর
কালদিয়া
উর
এ লে ম
মিডিয়া
পারস্য
উপসাগর
পারস্য
লোহিত
সাগর
আরব
কাস্পিয়ান সাগর

বাবিলন।

বাবিলনের বর্ত্তমান অবস্থা।

য়ুফ্রাতিস ও তাইগ্রীস।

মিশরের ইতিহাস তোমাদিগকে বলিয়াছি; এইবার আর একটি প্রাচীন জাতির কথা বলিব। এশিয়া-তুরস্কের মানচিত্রে য়ুফ্রাতিস্ ও তাইগ্রীস্ নামে দুটি নদী আছে। এই নদী দুটির মধ্যবর্ত্তী দেশকে বলে মেসোপটেমিয়া। মেসোপটেমিয়া অর্থ দো-আব অর্থাৎ দুই নদীর মাঝের দেশ। এই অধ্যায়ে যে জাতির কথা বলিব তাহাদের নাম বাবিলনীয়। বাবিলন য়ুফ্রাতিস নদীর ধারে দক্ষিণ মেসোপটে-মিয়াতে অবস্থিত। পরের অধ্যায়ে আসিরীয় জাতির কথা বলিব; তাহাদের রাজধানীর নাম নিনেভা। তাইগ্রীস্ নদী বাবিলন হইতে আসিয়া নিনেভার পাশ দিয়া বহিয়া গিয়াছে।

অতি প্রাচীন কালে—যে সময়ের মানুষের কোনো ইতিহাস এখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—সেই সময়ে য়ুফ্রাতিস্ ও তাইগ্রীস্ পৃথক্ ভাবে তাহাদের জলধারারূপ কর বহিয়া সাগরে লইয়া যাইত। তখন কাহারো সহিত কাহারো কোনো সম্বন্ধ ছিল না।

মেসোপটেমিয়া সমতল দেশ! তাই এদেশে নদীর স্রোতও মন্দ। পাহাড়ী নদীর মত পাড় ভাঙ্গিয়া, পাথর গড়াইয়া, গাছ নড়াইয়া সে চলে না; কুল কুল স্বরে ধীরে ধীরে তার গতি। তার উদ্দাম নৃত্য নাই, চঞ্চলতা নাই। সেই জন্য নদীর মোহনায় পলি পড়িতে লাগিল। ক্রমে দুটি নদী এক হইয়া গেল। নদীর মাঝে এত মাটি জমিয়া উঠিত যে জলস্রোত প্রায় বন্ধ হইয়া যাইত; সেই জন্য প্রাচীন কালে রাজারা এই জলপথের সুব্যবস্থা কবিবার জন্য কত না চেষ্টা করিতেন! নদীর মোহনা পরিষ্কার করিবার জন্য অনবরত লোক খাটিত, ঐ মাটি সরানো আর জলের গতি অবাধ রাখা ছিল তাদের একমাত্র কাজ। এখন আর সে সব কিছুই হয় না।

রাজনৈতিক অবস্থা।

এখন সে দেশের ভারি দুর্দ্দশা! আজকাল দেশের রাজা তুরস্কের সুলতান। তিনি আছেন কনষ্টাণ্টিনোপলে। তাঁর প্রতিনিধি একজন আছেন বটে, তাঁর তেজে, তাঁর দর্পে লোক থর থরিয়া কাঁপে। তিনি 'ওঠ' বলিলে সকলে ওঠে, 'বস্' বলিলে বসে! যথার্থ রাজা তিনিই। তাঁহার উপাধি পাশা। অনেক পাশার প্রকৃতি ঠিক পশুর মত। আপনার স্বার্থ, আপনার অর্থ, আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতা, সুবিধাটুকু পাইলেই তাঁরা নিশ্চিন্ত! প্রজা সুখে আছে. কি দুঃখে কাঁদিতেছে সে ভাবনা ভাবিবার ভগবান্ ছাড়া আর কেহই নাই। পাশা কেবল টাকা সংগ্রহ করিবার তালেই আছেন! কত প্রকারেই তাঁরা টাকা তোলেন! এই গেল দেশের রাজার কথা।

তারপর দেশ ত একপ্রকার অরাজক। পাশার সঙ্গে কেবল টাকা দেওয়ার সম্বন্ধ! বেচারীদের জিনিষপত্র, টাকাকড়ি পুত্রকন্যা,

ছাগলভেড়া, পশুপাল কে রক্ষা করে? আরব-মরুভূমির মাঝে বেদুইন নামে এক জাতি বাস করে। তারা অত্যন্ত হিংস্র-প্রকৃতি। দস্যুবৃত্তি তাদের ব্যবসায়। দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়িয়া মরুভূমির ঝড়ের মত, তারা নিরাশ্রয় অধিবাসীদের উপরে আসিয়া পড়ে! নীরবে দস্যু-হস্তে তাদের সব সঁপিয়া দিতে হয়! এমনি তাদের দুরবস্থা!

প্রাকৃতিক অবস্থা।

তারপর প্রকৃতি—তিনিও যেন এদের সহিত বাদ সাধিতেছেন! প্রকৃতির কত অত্যাচার লোকে অজ্ঞতার জন্য ভোগ করে তাহার ইয়ত্তা নাই! পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আজকাল য়ুফ্রাতিসের মোহনায় প্রায়ই পাঁক জমিয়া থাকে। গভীর নদীর স্বচ্ছ জলের অবাধ গতি বন্ধ বলিয়া নানা জায়গায় জল জমিয়া পচে। ফলে চারিদিক দুর্গন্ধময় হইয়া উঠে। ম্যালেরিয়া জ্বরে এখন দেশ উৎসন্ন যায় যায় হইয়াছে। পূর্ব্বে এমন দশা দেশের কখনো হয় নাই। ৪।৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে দেশটি যেন ছিল স্বর্গ। সেই অমরাপুরীর গল্প তোমাদের কাছে বলিব। কিছুকাল পূর্ব্বে সকলে ভাবিত, এ দেশ বুঝি বিধাতার সৃষ্টির পর হইতে এমনি দুঃখদুর্দ্দশা চিরকাল ভোগ করিয়া আসিতেছে! লোকে ত জানিত না, যে সহস্র সহস্র বৎসরের ইতিহাস মাটি আপন অন্তরের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিয়াছে!

মিশরকে যেমন নীলনদের প্রসাদ বলা হইয়াছে, তেমনি বাবিলনকে য়ুফ্রাতিসের ও আসিরিয়াকে তাইগ্রীসের দান বলা যায়। এই নদী দুটিই মেসোপটেমিয়ার প্রাণ; তাহারা আর্ম্মেনিয়ার তুষার-ঢাকা পাহাড় হইতে বরফ-গলা জল আনিয়া মরুময় প্রান্তরকে শীতল করিতেছে। আসিরিয়া ও বাবিলনের কাছেই মরুপ্রান্তর।

সেখানে সর্ব্বদাই তপ্ত বালির উষ্ণ নিঃশ্বাস সোঁ সোঁ করিয়া বহিতেছে। পূর্ব্বদিকে আবার পারস্যের মরুভূমি। চারিদিকে এই প্রকার প্রতিকূল প্রকৃতি! তাহারই মাঝে মেসোপটেমিয়া।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই নদী দুইটি এ দেশের প্রাণ। নদী যে কেবল জল বহন করিয়া আনিতেছে,তাহা নহে। এই নদীই দেশের ধন আনিতেছে, ঐশ্বর্য্য বাড়াইতেছে। সেই নদীর ধারে চল, সেখানে আজ কি দেখিবে? দেখিবে, প্রাচীনকালের মহত্ত্বের ভগ্নাবশেষ। দেখিবে, প্রাচীনের গৌরব, অতীতের কীর্ত্তি। দেখিবে, উভয় নদীর তীরে সুশোভন স্তম্ভগুলি নানা বৃক্ষবল্লরীর মাঝে দাঁড়াইয়া আছে; থাকে থাকে বসিবার স্থান উপরে উঠিয়াছে, এবং তাহার ছায়া জলের মধ্যে স্রোতের সঙ্গে খেলা করিতেছে! সুন্দর কারুকার্য্যখচিত কর্নিশ বিপুল বৃক্ষাদির মধ্য দিয়া আধ আধ দেখা যাইতেছে! কোথাও বা দগ্ধপ্রায় ভূমিহইতে শ্রীহীন কদাকার স্তূপগুলিকে পাহাড়ের মত দেখাইতেছে। সেই সকল রাঙ্গা মাটির ভিতর আরও কত কি জিনিষ দেখা যায়। বর্ষার জলধারা অবিরত পড়িয়া পড়িয়া কত স্থানে গভীর গর্ত্ত হইয়াছে। তাহার মাঝ হইতে কোথাও বা প্রাসাদের ইষ্টকরাশি, প্রাচীরের কারুকার্য্য, লতাপতা, সিংহবৃষ দেখা যাইতেছে, কোথাও বা মৃতের শ্বেত কঙ্কাল লাল মাটির মাঝ দিয়া উঁকি দিতেছে! চারিদিকেই এই শ্রীহীন দৃশ্য।

প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কার।

রীচ।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা এই দেশ সম্বন্ধে কিছু জানিতাম না বলিলেই চলে। কেমন করিয়া এই প্রাচীন দেশের ইতিহাস পাওয়া

গেল তাহা বলিতেছি, শোন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মিঃ রীচ নামক একজন ইংরাজ বাগ্‌দাদে বাস করিতেন। মেসোপটেমিয়ামর মাটির ঢিবি—দেখিয়া মিঃ রীচের বড়ই কৌতূহল হইল। তিনি সেই মৃত্তিকা খুঁড়িয়া ও বালিরাশি সরাইয়া এই প্রাচীন দেশের ইতিহাস বাহির করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে টাকা দিয়া সাহায্য করিবার অথবা কথা কহিয়া উৎসাহ দিবার কেহই ছিল না; বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি কয়েকটি স্তূপ কিছু কিছু খুঁড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলির সদ্ব্যবহার করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি সকল সময়ে খনন-স্থলে থাকিতে পারিতেন না—তাই তাঁর এত চেষ্টা এত ব্যয় কেমন করিয়া নষ্ট হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি। একদিন এক ওলেমা অর্থাৎ আইন-ব্যবসায়ী মোসাল নগরে আসিয়া প্রচার করিতে লাগিল যে, 'এই সকল মূর্ত্তি, পাথর ও জিনিষ পত্র যাহা উঠিতেছে সেগুলি পৌত্তলিক জিনিষ, এ সমস্তের প্রশ্রয় দেওয়া পাপ।' এই রকম কথা শুনিয়া লোকেরা ভয়ানক ক্ষেপিয়া উঠিল; তারা নির্ব্বোধের মত সমস্ত জিনিষ পত্র ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিল। মিঃ রীচ ত দেখিয়া অবাক্! ভাঙ্গাচুরা যাহা কিছু পাইলেন—তাহাই সংগ্রহ করিয়া লইয়া গেলেন। ইহার পর বিশ বৎসর এ বিষয়ে আর কোনো চেষ্টাই হয় নাই।

বোটা।

কুড়ি বৎসর পরে 'বোটা' নামক একজন ফরাসী বাগ্দাদের কন্সাল হইয়া আসিলেন। বোটা প্রাচীন কালের কীর্ত্তি দেখিয়া ত অবাক! তাঁর কল্পনা সেই সকল ভগ্ন স্তূপের মধ্য হইতে কত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল! কিন্তু তাদের যথার্থ রূপ কি ছিল তা' নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। বোটা প্রথমে নিজ অর্থব্যয়ে এই সকল স্তূপ খনন

করাইতে আরম্ভ করেন ; পরে ফরাসী গবরমেণ্ট খনন করিবার জন্য তাঁহাকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন। এক জায়গায় একটি বড় স্তূপ আছে শুনিয়া বোটা সেখানে গেলেন। কাজ আরম্ভ হইল কিন্তু কিছু আর পাওয়া যায় না। হতাশ হইয়া তিনি সেখান হইতে ফিরিলেন। এরূপ নিরাশ চেষ্টা, ব্যর্থ প্রয়াস অনেকবার তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। একদিন এক কৃষক বোটার এই সকল কার্য্য অতি মনোযোগের সহিত দেখিতেছিল। সে দেখিল কুলিরা টুক্‌রা টুক্‌রা পাথর, ইট, কুড়াইয়া অতি যত্নে রাখিয়া দিতেছে! কৃষক বোটাকে বলিল, "আমাদের বাড়ীর কাছে একটা স্তূপ আছে, সেখানে মাঝে মাঝে এই রকমের জিনিষপত্র বাহির হয়। আপনি সেখানে চলুন।" বোটা অনেকবার ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন, কাজে কাজেই তাহার কথায় তিনি বড় কাণ দিলেন না। অবশেষে লোকটা নিতান্ত পীড়াপীড়ি করায়, তিনি কয়েকজন লোক সেখানে পাঠাইলেন। সেখানে কাজ করিতে করিতে বোটা রাজপ্রাসাদের মাঝে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! হতবাক্ হইয়া তিনি সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন! এ যুগের মানুষ এই প্রথম আসিরিয়ার রাজ-দরবারে হাজির হইল! এখন সেখানে রাজা নাই, সৈন্য নাই, রাজসভা নাই, সভাসদ্ নাই। তবুও চারিদিকে রাজাদের ধনদৌলতের কত চিহ্ন! পাথরের মূর্ত্তি, পাথরের কারুকার্য্যকরা নানা জিনিষপত্র। স্বর্ণ, লৌহ, পিত্তল কাঁসার কতশত আভরণ, আসবাব পত্র মাটির সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে! আজ নাই কেবল সেই জাতির রাজা, আর সেই রাজাদের বিপুল রাজ্য! আজ আছে কেবল রাজাদের গৌরব-স্মৃতি, আর বিপুল কীর্ত্তি!

এই সমস্ত জিনিষ তিনি ফরাসীদের রাজধানী প্যারী নগরে পাঠাইয়া দিলেন। সেগুলি বহুযত্নে লুভের নামক যাদুঘরে রক্ষিত আছে

লেয়ার্ড।

• বোটা যখন এই কার্য্যে ব্যস্ত তখন একজন ইংরাজ যুবক ভ্রমণ করিতে করিতে তুরস্কে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কি শুভ মুহূর্ত্তেই তিনি সেখানে আসিলেন! দেশে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার মনের মধ্যে একটি বাসনা বড় প্রবল হইয়া উঠিল। ইচ্ছাটা এই যে, মেসোপটেমি-য়াতে গিয়া মাটি খনন করিয়া প্রাচীন বাবিলন্ ও আসিরিয়ার ইতিহাস আবিষ্কার করিতেই হইবে। একজন সম্ভ্রান্ত ধনী ইংরাজ তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে এই যুবক মেসোপটেমিয়াতে উপস্থিত হইলেন। ইঁহার নাম লেয়ার্ড্। লেয়ার্ড্‌কে যে কত বাধা বিপত্তি দূর করিয়া কাজ করিতে হইয়াছিল তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়! চারিদিকে আবিষ্কার কার্য্য চলিতেছে এমন সময়ে সেখানকার শাসনকর্ত্তা (পাশা) তাঁহার অনিষ্ট করিবার জন্য নানা-প্রকার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরামর্শে স্থানীয় লোকেরা অনেকগুলি যথার্থ কবর ভাঙ্গিয়া কাজের জায়গায় কতকগুলি কৃত্রিম কবর নির্ম্মাণ করিল। পাশা লেয়ার্ড্‌কে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখুন, আমি দুঃখের সহিত আপনাকে জানাইতেছি, যে একাজ আর চলিতে দিতে পারিলাম না। কারণ, শুনিলাম, আপনার লোকেরা মুসলমানের কবর ভাঙ্গিতেছে।" কিন্তু মিথ্যা ফাঁকি ত কখনো জয়লাভ করে না। ইহাদের ফাঁকিও ধরা পড়িল। তখন তাহারা বলিতে লাগিল, "হায় হায়, আমরা কত মুসলমানের সত্যকারের কবর ভাঙ্গিয়াছি, আর ঘোড়াগুলোকে পাথর টানাইয়া মারিয়াছি; কিন্তু মিথ্যা ধরা পড়িয়া গেল!"

একবার এক জায়গায় কাজ হইতেছে; এমন সময়ে সেখান হইতে প্রকাণ্ড এক পাথরের মূর্ত্তি উঠিল। উহা দেখিয়া কুলিরা ত অত্যন্ত ভয় পাইল! লেয়ার্ড. তখনো তাঁর বাসা হইতে আসেন

নাই; ইতিমধ্যে কুলিরা দৌড়াইতে দৌড়াইতে সেখান হইতে পলাইয়া গেল। লেয়ার্ড যখন পথে আসিতেছিলেন তখন দুইজন কর্ম্মচারী ঘোড়ায় চড়িয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া আসিয়া বলিতে লাগিল, "বে, বে, * শীঘ্র চলুন সেখানে নিমরুদের ভূত উঠিয়াছে।" লেয়ার্ড ঘোড়া হাঁকাইয়া শীঘ্রই সেখানে পৌঁছিলেন। দেখিলেন, একটা বিরাট প্রস্তরমূর্ত্তি উঠিতেছে; দলে দলে আরব সেখানে আসিল; কিন্তু কাহাকেও বিশ্বাস করানো গেল না, যে ঐ মূর্ত্তি পাথরের। আর সেটি যে মানুষের তৈয়ারী একথা কিছুতেই তাহাদিগকে বোঝানো গেল না। এই ভীতি ক্রমে চারিদিকে হাওয়ার মত ছড়াইয়া পড়িল। একজন কুলি নদী পার হইয়া মোসাল নগরে হাটের মাঝে প্রচার করিয়া দিল যে, "ওপারে মাটি হইতে ভূত উঠিয়াছে।" এসংবাদে চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল: কুলিরা কাজে আসে না, লোকেরা আর সে মুখে যায় না! কয়েক দিন কাজ হইল না; আন্দোলন থামিয়া গেলে, মিথ্যা ভয় দূর হইলে, পুনরায় কাজে হাত পড়িল।

মেসোপটেমিয়া অত্যন্ত গ্রীষ্মপ্রধান স্থান। শীতের দেশের লোকের সেখানে বহুকাল বাস করা কি যে কষ্টকর, তা' গরম দেশের লোকের বোঝা বড় কঠিন! মরুভূমির নিকটে প্রান্তরে বাস করা, উল্কার মত তপ্ত হাওয়া অনবরত ভোগ করা, লেয়ার্ডের পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিল। কোনো কোনো দিন এমন হইত, যে প্রবল বাতাস বেগে বহিয়া তাঁবুর দড়ি ছিঁড়িয়া, খোঁটা ভাঙ্গিয়া সমস্ত চাপা দিয়া যাইত! গ্রীষ্মের দারুণ তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি নদীর কিনারায় গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুস্কিল অসুবিধা যেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল! এখানেও মশা তাঁহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিত! এত কষ্ট সহ্য করিয়াও লেয়ার্ড চির-প্রফুল্ল

* সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্বোধন।

প্রাচীন স্তম্ভে খোদিত মূর্তি।

ছিলেন। লোকের নিকট হইতে কোনো প্রকার উৎসাহ বাণী তিনি কখনো শুনেন নাই! লোকে জিজ্ঞাসা করিত, এসকল লইয়া কি হইবে? একদিন এক আরব শেখ্ সরলভাবে আসিয়া লেয়ার্ড্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, ভগবানের দিব্য, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তার যথার্থ উত্তরটি আমায় দাও। এই যে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তোমরা পাথর তুলিতেছ, তাহাতে কি লাভ হইবে? একি সত্য যে, তোমাদের লোকের জ্ঞান শিক্ষার জন্য নাকি এসমস্ত করা হচ্ছে? আর আমাদের কাজি যে বলেছেন, এই মূর্ত্তিগুলি নাকি মহারাণীর রাজপ্রসাদের দেউরিতে থাক্‌বে, আর তিনি প্রজাদের সঙ্গে নিয়ে মূর্ত্তিগুলির পূজা করিবেন! এ কি সত্য? জ্ঞানশিক্ষা এরা কি করে দেবে! এগুলি তো আর তোমাদিগকে ছুরি, কাঁচি, কাপড় তৈয়ারী করিতে শিখাইবে না! সে ত তোমরা বেশ জান।"

এ রকম প্রশ্ন পাশা হইতে কুলি পর্য্যন্ত সকলেই করিত। লেয়ার্ড কি সদুত্তর দিবেন তা ভাবিয়াই কূল কিনারা পাইতেন না।

লেয়ার্ডের এই সময়ের জীবন বড়ই সুন্দর ছিল! আদিম মানবের মাঝে আদিম সভ্যতার সহিত নিজের জীবন মিশাইয়া মেসোপটেমিয়ার সীমাহীন প্রান্তরের মাঝে, সন্ধ্যার মেঘশূন্য আকাশের তলায় লেয়ার্ডের সঙ্গে থাকিতে কার না ইচ্ছা করে! সন্ধ্যার পর তাঁবুর সম্মুখে স্থানে স্থানে আগুন জ্বলিতেছে, কোথাও বা নরনারীরা সারাদিনের শ্রমশেষে আমোদে মত্ত হইয়াছে, তালে তালে নৃত্য গীত চলিতেছে, বাদ্য বাজিতেছে! লেয়ার্ড একা তাঁর তাঁবুর সম্মুখে বসিয়া সেই মনোরম দৃশ্যের মধ্যে আত্মহারা! এমনি করিয়া তাঁহার দিন কাটিতেছিল।

ইটের বই।

কিন্তু লেয়ার্ড এত বিখ্যাত হইলেন কিজন্য বলিতেছি শোন। আসিরিয়া রাজ্যের রাজধানীর নাম নিনেভা। এই নগর লেয়ার্ড আবিষ্কার করেন। শুধু কি এই? না—এ ছাড়া প্রকাণ্ড এক পুস্তকাগার আসিরিয়ার এক রাজার রাজপ্রাসাদে পাওয়া গিয়াছে। এক আধটা বই নয়, প্রায় দশ হাজার বই! সেগুলি সোণার জল দিয়া নাম লেখা কাঁচের আল্‌মারিতে রাখা বইয়ের মত নয়। সেগুলি ইটের পুস্তক! আট নয় ইঞ্চি লম্বা, ৫।৬ ইঞ্চি চওড়া, আর ১½ ইঞ্চি পুরু তার এক একখানি পাতা। প্রত্যেক পাতা আবার একটি মাটির বাক্সের মধ্যে রাখা।

তীরাক্ষর বর্ণমালা।

ইটগুলি কাঁচা থাকিতে নরুনের মত একপ্রকার কলম দিয়া তার উপর লেখা হইত। এই অক্ষরকে বলে কুনীফর্ম্ম বা তীরাক্ষর; অক্ষরগুলি তীরের মত বলিয়া ইহার নাম তীরাক্ষর বর্ণমালা। প্রায় দশ সহস্র ইটের পুস্তক পাওয়া গিয়াছে—আরও কত জিনিষ সেই রাজপ্রাসাদে পাওয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সে সকল জিনিষ এখন বিলাতের যাদুঘরে আছে।

লেয়ার্ড এই সমস্ত আবিষ্কার করিলেন বটে, কিন্তু তিনি ত সে লেখা পড়িতে পারিতেন না। তখন কেহই তাহা জানিত না। বহু পরিশ্রম করিয়া তিন জন যুবক পণ্ডিত এই ভাষা আবিষ্কার করিলেন। সে আবিষ্কারের কথা বড়ই অদ্ভুত, কিন্তু এখানে তোমাদিগকে সে গল্প বলিতে পারিলাম না। সেই যুবকেরা নানা শিলালিপি পাঠ করিয়া তাহা প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। এই অল্পবয়স্ক যুবকদের কাণ্ড কারখানা দেখিয়া বৃদ্ধ পণ্ডিতেরা ত অবাক্ হইয়া

রাজা শত্রুর নগর অবরোধ করিতেছেন।

গেলেন। তাঁহারা ত প্রথমে এসকল কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিলেন না; যুবকেরা বলিলেন, "আচ্ছা, আমরা একটি শিলালিপি তিন জনে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুবাদ করিয়া আপনাদের সমক্ষে দাখিল করিতেছি। আপনারা বিচার করুন।"

সভার মধ্যে য়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা উপস্থিত হইলেন। টেবিলের উপর তিনটি কাগজের তাড়া শীলমোহরে আঁটা। সেই কাগজগুলি খোলা হইল; পঠিত হইল; দেখা গেল যুবকেরা একটি প্রাচীন ভাষা আবিষ্কার করিয়াছেন। যে ভাষা বহু সহস্র বৎসর লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, হঠাৎ সেই ভাষার আবরণ যখন দূর হইয়া গেল তখন সকলে অবাক্ হইয়া তাহার ভাণ্ডারে কি আছে জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এই ভাষা আবিষ্কারের পর ইতিহাসের এই অধ্যায়ে খুব উলট্ পালট্ হইয়া গিয়াছে। এই ভাষা আবিষ্কৃত হওয়াতে ইতিহাসে কি যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে তাহা তোমরা বড় হইয়া বুঝিতে পারিবে, এখন বোঝা সম্ভব নয়।

বাবিলনের প্রাচীন ইতিহাস।

অতি প্রাচীন কালে বাবিলন্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল—সেই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশের ইতিহাস পাওয়া যায় না, তবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রাজাদের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

হামুরাবি।

বাবিলন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হামুরাবি। তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানে, যুদ্ধে, রাজনীতিতে, মহাপুরুষ সদৃশ ছিলেন। বাবিলনে তাঁহাকে সকলে রাজচক্রবর্ত্তী 'পতেসি' বলিত; তিনিই সর্ব্বপ্রথমে দেশের সকল বিভিন্ন জাতিকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিলেন। এক

শিলালিপিতে তিনি লিখিয়াছেন—"মহাদেবতা 'আন্নু' ও 'বেল' এই বাবিলন রাজ্য আমাকে দান করিলেন এবং তাঁদের শাসনদণ্ড আমার হস্তে ন্যস্ত করিলেন; আমি সেই সময়ে মানবের উপকারের জন্য 'হামুরাবি-খাল' খনন করাই। এই খালের উভয় পার্শ্ব কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিলাম; বাবিলনের জন্য পর্য্যাপ্ত জলের বন্দোবস্ত হইল।" এইরূপে বাবিলন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

হামুরাবির আইন।

হামুরাবি তাঁহার দেশের সুব্যবস্থার জন্য কতকগুলি আইন প্রণয়ন করেন। পৃথিবীতে এত প্রাচীন কালে আইন সংগ্রহ আর কোথায়ও হয় নাই। এগার বার বৎসর আগে আমরা এই সকল আইন সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে একটি স্তূপ হইতে একখানি প্রকাণ্ড শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে এই সকল আইন লেখা আছে। সেই শিলালিপিখানিতে বাবিলন-সভ্যতার আশ্চর্য্য চিত্র পাওয়া গিয়াছে। শুনিলে অবাক্ হইতে হয়, প্রায় চারি হাজার বছর আগে সেই দেশে ডাকের সুব্যবস্থা ছিল; ব্যবসায় বাণিজ্য বহুদূর বিস্তৃত ছিল; ধর্ম্মও বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু হামুরাবি প্রণীত অপরাধের দণ্ডদানের প্রণালী সব চেয়ে সুন্দর! এত প্রাচীন কালে বাবিলনের রাজপণ্ডিতেরা কত বিজ্ঞতা সহকারে আইন-কানুন প্রণয়ন করিয়াছিলেন! কেহ কেহ বলেন, রোমান্ দণ্ডবিধি বাবিলন হইতে গৃহীত; আরো বড় হইলে যদি তোমরা আইন পড় ত দেখিবে সমস্ত য়ুরোপের, বিশেষতঃ ইংল্যাণ্ডের আইন কানুন রোমান আইন হইতে লওয়া হইয়াছে। এখন তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, এই সুদূর এশিয়ার সহিত য়ুরোপের কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং য়ুরোপ প্রাচীন এশিয়ার নিকট কত ঋণী।

হামুরাবির দণ্ডবিধি হইতে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি; সেগুলি বড়ই সুন্দর ও মজার।

"যদি কোনো পুত্র তার পিতাকে প্রহার করে, তবে তাহার আঙ্গুল কাটিয়া ফেলা হইবে। কেহ কাহারো চক্ষু কাণা করিয়া দিলে, অপরাধীর চক্ষু উৎপাটন করা উচিত। যদি কেহ কাহারো হাড় ভাঙ্গিয়া ফেলে, তবে তাহারো হাড় ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে।"

আরও কয়েকটি কৌতুকপ্রদ নিয়ম বলিতেছি:—"যদি কোনো লোক ঝগড়া করিতে করিতে কাহাকেও আঘাত করে, এবং প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারে যে 'আমি তাহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য আঘাত করি নাই' তবে তাহাকে আহত ব্যক্তির শুশ্রূষার জন্য বৈদ্য-ব্যয় বহন করিতে হইবে।"

"যদি কাহারো বাড়ীতে আগুন নিবাইতে গিয়া কোনো ব্যক্তি গৃহের সামগ্রীর প্রতি লোভ করে ও তাহা গ্রহণ করে, তবে তাহাকে সেই অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করা বিধিসঙ্গত।"

"যদি কোনো ব্যক্তি কাহারো নামে কোনো মিথ্যা অপরাধ আনিয়া তাহা প্রমাণ করিতে না পারে তবে তাহাকে নিহত করা উচিত।"

এই দণ্ডবিধির শিলাফলকের শেষ কয় লাইনে লেখা আছে:—

"যদি কাহারো কোনো অন্যায় দূর করিবার থাকে, তবে সে আমার এই ন্যায়ধর্ম্মের রাজমূর্ত্তির কাছে আসুক। আমার শিলাফলকের আদেশ লিপি সে পাঠ করুক। আমার তেজোপূর্ণ কথায় সে কর্ণপাত করুক, এবং আমার এই স্তম্ভ-লিপি সে বুঝিতে সক্ষম হউক। তাহার হৃদয় যেন সে শান্ত করিতে পারে। তখন সে বলিবে, "হামুরাবি পিতার মত প্রজাপালন করিয়াছেন; তিনি প্রজারঞ্জন করিয়া যথার্থ রাজা হইয়াছেন।"

হামুরাবি আর একটি খুব ভাল কাজ করিয়াছিলেন। দেশের ধর্ম্মবিশ্বাস সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি সুসংবদ্ধ করেন। তাহাদের কতকগুলি ধর্ম্মবিশ্বাস বড়ই অদ্ভুত ও কৌতুকপ্রদ; সে গুলি হইতে তাহাদের চরিত্রেরও আভাস পাওয়া যাইবে।

প্রাচীন বাবিলনীয়দের ধর্ম্মবিশ্বাস।

তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে এই পৃথিবীটা একটা উপুড় করা পাত্রের মত; তাহার উপরে মানুষ, পশু, পক্ষী, বাস করে; আর ভিতরে প্রকাণ্ড গর্ত্ত; সেখানে ভূতের বাস! পৃথিবীর উর্দ্ধে মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী সাতটি গ্রহ ঘুরিতেছে—আর তাহাদের পার্শ্বেই সাতটি দুষ্ট ভূত অনিষ্ট করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের নাম ছিল 'আনু' আর 'বেল'। তাঁরা নভোমণ্ডলের দেবতা। হিন্দুদের বিশ্বাস, বরুণ-দেবতা সাগরে বাস করেন; তেমনি বাবিলনবাসীরা বিশ্বাস করিত, 'ইয়া' নামে এক দেবতা সাগরের মাঝে মাছের দেশে বাস করেন; তিনি সমস্ত প্রাণীর রক্ষাকর্ত্তা, জীবনদাতা। পৃথিবীর মধ্যস্থিত গর্ত্তে সাতটি দুষ্ট ভূত বাস করে; স্বর্গে মর্ত্ত্যে কোথাও তাদের সুনাম নাই। ঝঞ্ঝা, ভূকম্পন, ঘূর্ণিবায়ুর কারণ বলিয়া সর্ব্বত্রই তাহারা ঘৃণিত। তাহাদের প্রাচীন পুঁথিতে অনেক মন্ত্র আছে। একটী মন্ত্র শোন।

"সংখ্যায় সাতটী তারা, সাগরেতে বাস।
স্বর্গ মর্ত্ত বাসীদের সকলের ত্রাস॥
ভেদি উঠে সাগরের গুপ্তস্থান তারা,
জাল সম ছড়াইয়া পড়ে আত্মহারা।
পুরুষ অথবা নারী কিছু তারা নয়,
তাহাদের বংশে কোনো সন্তান না হয়।

সংসারের, সমাজের, নিয়ম না মানে,
পর উপকার বলে কিছুই না জানে।
দেবতা 'ইয়ার' শত্রু বসে পথ মাঝ,
ভয়শূন্য ঘরে তারা বিপদের বাজ।
অতি ভয়ঙ্কর তারা—অতি ভয়ঙ্কর!
অত্যাচারে ত্রস্ত সব পশু পক্ষী নর।"

অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে রোগ শোক মহামারী, পাগলামির ভূত বাস করিত। গাছ পালায়, লতায় পাতায়, বাতাসে, ঝড়ে, ধূলা ওড়াতে, বৃষ্টি পড়াতে—ভূত! এত যাহাদের ভূতে বিশ্বাস—তাহাদের ভূত ঝাড়ানোর বিশ্বাসও তেমনি ছিল! যাদুবিদ্যা, ইন্দ্রজাল, মাদুলীগ্রহণ প্রভৃতি নানা উপসর্গ ও কুসংস্কার তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

কাহারো জ্বর হইলে তাহারা ভাবিত যে তাহাকে ভূতে পাইয়াছে; ভূত ঝাড়াইবার জন্য তাহারা একটি পেঁয়াজ পোড়াইত; তাহাদের বিশ্বাস ছিল, পেঁয়াজের খোসা যেমন এক পরদার পর আর এক পরদা পুড়িয়া যায় তেমনি ভূতের দোষ আস্তে আস্তে দূর হইয়া যায়! পেঁয়াজ পোড়াইতে পোড়াইতে তাহারা এই মন্ত্রটি বিড় বিড় করিয়া পড়িত।

"ভূত যেন পোড়ে এই পেঁয়াজের মত।
আগুন যেন খায় তাদের আজকারের মত।"

মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে অনেকগুলি পক্ষবিশিষ্ট ষাঁড় পাওয়া গিয়াছে; বাবিলনবাসীরা বাড়ী হইতে ভূত দূরে রাখিবার জন্য এই সকল বৃষ-দেবতা গৃহদ্বারে রাখিয়া দিত। আসিরিয়াবাসীরা বাবিলনের নিকট হইতে এই প্রথাটি গ্রহণ করিয়াছিল। গ্রীষ্মকালের তপ্ত হাওয়ায় এই মরুময় দেশ আগুন হইয়া উঠে। হাওয়া যখন আগুনের হল্‌কার মত দিকে দিকে ছুটিত, তখন লোকে ভাবিত, ইহাও

বুঝি ভূত! তাই তাহারা দরজার কাছে বা জানালার উপরে এক ভীষণ রাক্ষসের মূর্ত্তি স্থাপন করিত। সেই রাক্ষসের শরীরটা কুকুরের মত, নখগুলি তার ঈগলপাখীর মত তীক্ষ্ণ, হাতপায়ের থাবাগুলি সিংহের থাবার মত প্রকাণ্ড, তার বৃশ্চিকের মত লেজ, আর ঘোড়ার মাথার উপরে ছাগলের মত দুই শিং! কোথায় লাগে রাবণ রাক্ষস, আর তাড়কা রাক্ষসী! এই ভীষণ রাক্ষস পারী নগরের যাদুঘরে এখনো আছে।

হামুরাবি যখন রাজা তখন বাবিলন্ অপেক্ষাকৃত সভ্য হইয়াছে; সেই সময়কার ধর্ম্মের কথা কিছু বলা গেল। প্রাচীন মন্ত্রের সহস্র সহস্র ইষ্টকলিপি পাওয়া গিয়াছে, এবং প্রতি বৎসরই নূতন কিছু না কিছু পাওয়া যাইতেছে।

বাবিলনের প্রাচীন কথা।

অতি প্রাচীন কালে বাবিলনে কাহারা বাস করিত ইহা লইয়া অনেক তর্কাতর্কি হইয়া গিয়াছে। মোটের উপর এই পর্য্যন্ত এখন জানিয়া রাখ যে বাবিলনবাসীরা অতি প্রাচীনকালেই চাষবাস করিতে শিখিয়াছিল; ইট তৈয়ারী করিয়া বাড়ী ঘর দুয়ার নির্ম্মাণ করিত; আর নগরের চারিপার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রাকাণ্ড প্রাচীর খাড়া করিয়া নগর মধ্যে বাস করিত। অনেকে বলেন, যে এই বাবিলনবাসীরাই সর্ব্বপ্রথমে নগর নির্ম্মাণ করে এবং সভ্যতা লাভ করিয়া সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। সে কথা থাক্; এখন তাহারা আপনাদের সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে কি বলে, দেখা যাউক।

"এক সময়ে ববিলনে এক শ্রেণীর লোক বাস করিত; তাহাদের না ছিল নিয়ম, না ছিল সংযম; পশুর মত তারা দিনগুলি কাটাইয়া দিত। একদা বাবিলনের দক্ষিণ স্থিত পারস্য সাগর হইতে ওয়েস্ নামে অদ্ভুত এক প্রাণী গাত্রোত্থান করিলেন। উহার শরীর মাছের

ওনেস
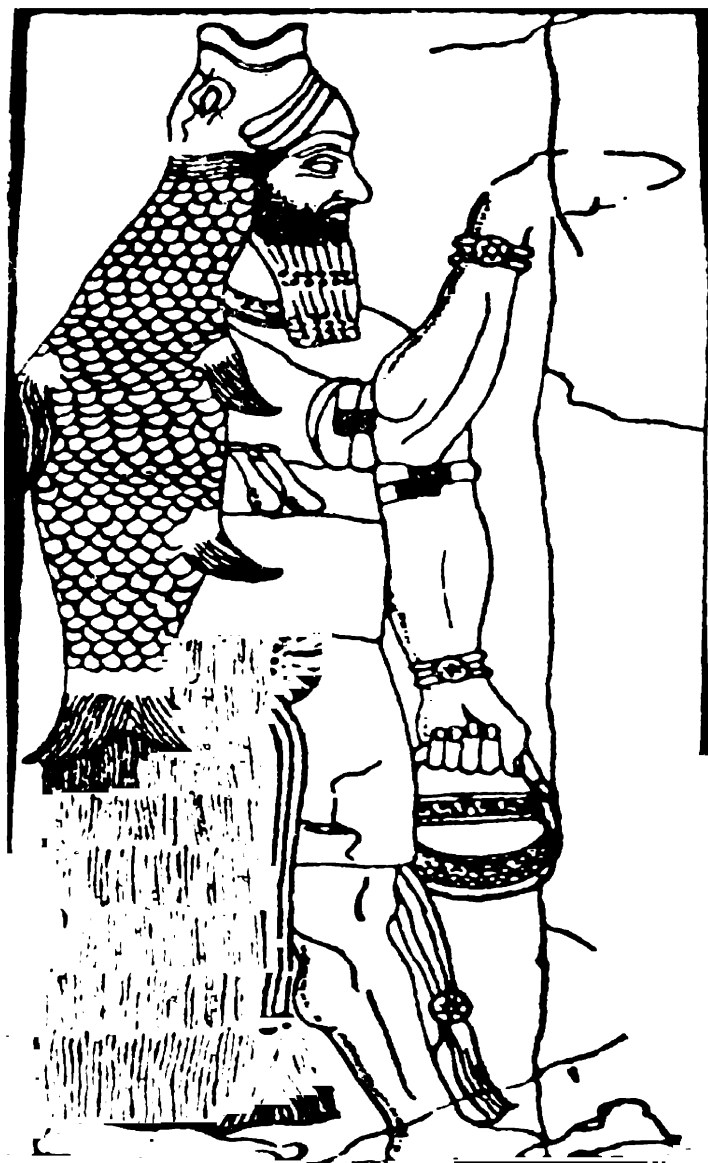
মত, মাছের মাথার নীচে মানুষের এক মাথা; আর মাছের পুচ্ছের তলায় এক জোড়া মানুষের পা! তার প্রতিমূর্ত্তি এখনো আছে। সারাদিন অনাহারে থাকিয়া মানুষের মধ্যে ওমেস্ বাস করিতেন, তাহাদিগকে জ্ঞান বিজ্ঞান ও নানারূপ শিল্প শিক্ষা দিতেন।

"মানুষ নগর নির্ম্মাণ করিতে জানিত না, তিনিই প্রথমে তাহাদিগকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। এ ছাড়া মন্দির নির্ম্মাণ, আইন প্রণয়ন, জমি মাপ করা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি উপদেশ প্রদান করিতেন। মানুষ কৃষিকার্য্য তখন জানিত না; তিনিই মানুষকে বীজ বুনিতে, শস্য কাটিতে শিখাইলেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে সভ্য জীবনের প্রায় সকল ব্যাপারই লোকে তাঁর কাছে শিখিয়াছিল; তারপর আর কেহই বড় একটা কিছু নূতন জিনিষ আবিষ্কার করে নাই।

"সূর্য্যাস্তের পরে রাক্ষসবৎ ওমেস্ সাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেন; সারারাত্রি সেই সীমাশূন্য জলরাশির মধ্যে তিনি বাস করিতেন, তাঁর কাছে স্থলও যেমন জলও তেমনি!"

এই জায়গাটি কোথাহইতে উদ্ধৃত করিলাম জান? প্রাচীন কালে আসিরিয়ার রাজারা দেশের ইতিহাস ও আখ্যায়িকা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন; উপরের জায়গাটি সেই গ্রন্থরাশির অনুবাদ হইতে উঠাইয়া দিলাম

সারগন্।

খুব প্রাচীন কালের একজন রাজার নাম পাওয়া যায়; তাঁর নাম সারগন্। তাঁর সম্বন্ধে অদ্ভুত গল্প শোনা যায়। য়ুফ্রাতিসের তীরে তাঁর জন্ম;—অজানা সে দেশ—অজ্ঞাত তাঁর পিতামাতা। মা তাঁকে খড়ের ভেলায় করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিলেন।

শিলালিপিতে তিনি লিখিয়াছেন, "মা আমাকে নদীতে ভাসাইয়া দিলেন—কিন্তু নদী আমাকে ডুবাইল না; নদী আমাকে বহুদূরে লইয়া চলিল। 'আকী' জলবাহক সেখানে জল তুলিতেছিল, আমি সেইখানে আসিয়া থামিলাম। আকী জলবাহক সস্নেহে আমাকে কোলে তুলিয়া লইল, সে আপন সন্তানের মত আমাকে পালন করিতে লাগিল। আকী আমাকে তার বাগানের মালী করিল, এবং সেই সময় হইতে ইস্তার দেবীও আমাকে ভাল বাসিতেন।"

দেবীর কৃপায় তিনি রাজা হইলেন, ও কিছুকাল পরেই দ্বিগিজয়ে বাহির হইলেন। তারপর কত রাজা সেখানে রাজা হইলেন; নাম অনেকেরই পাওয়া যায় না। এক সময়ে বগস্মিত নামে এক পাহাড়ী বর্ব্বর জাতি তাদের দেশ হইতে নামিয়া আসিয়া বাবিলনবাসীদের রাজ্যখানি ধীরে ধীরে হস্তগত করিয়া লইল। কিন্তু তাহাদের রাজ্যের কি দৃঢ় ভিত্তি! নূতন জাতি ক্রমে ক্রমে প্রাচীনের সঙ্গে মিশিয়া গেল! ব্যবসায়, বাণিজ্যে, শিল্পে কলায় বাবিলনের লোকেরা চির-দিনই প্রসিদ্ধ! কালদিয়াতে 'উর' নামক মহানগরী বাণিজ্যের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের দেবমন্দির সুশোভিত করার জন্য কতই না চেষ্টা ছিল; কত দুর দূর দেশ হইতে মহা মূল্যবান্ দ্রব্যাদি আনিয়া দেবালয়ের ভিতর বাহির কত না যত্নে তাহারা সাজাইত; চীন, বক্‌ত্রীয়া, এমন কি, বোধ হয় ভারতবর্ষ হইতেও তাহারা জিনিষ পত্র সরবরাহ করিত। সে আজ চারি পাঁচ হাজার বছরের কথা।

এদিকে বাবিলনের উত্তরে অস্থুর নামে এক করদ নগর ছিল। ভিতরে ভিতরে সেই ছোট নগরটি বেশ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতে-ছিল; খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে অস্থুরবাসীরা তাহাদের মাতৃভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। অস্থুর একটি স্বাধীন রাজ্য হইল। ইহার গল্প পরের অধ্যায়ে বলিব।

আসিরিয়া।

প্রাচীন স্তম্ভে ক্ষোদিত মূর্তি

আসিরিয়া।

(খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ ১৮৩০—৫৩৯)

পূর্ব্ব গল্পে তোমাদের কাছে অসুরনগরের নাম করিয়াছিলাম মাত্র; এইবার সেই দেশের গল্প বলিব।

অসুরনগরহইতেই আসিরিয়া রাজ্যের নাম। তাইগ্রীস্ নদীর উভয় পার্শ্বে, বাবিলনের উত্তরে এই দেশ অবস্থিত। অতি প্রাচীনকালে বাবিলনবাসীরা এই দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। অসুর ও নিনেভা এই দেশের দুইটি প্রধান নগর। তাহার মধ্যে নিনেভাই অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। নিনেভার কথা তোমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছ। সেখানে যে প্রকাণ্ড লাইব্রেরী, বিশাল রাজপ্রাসাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার কথাও বলিয়াছি। সেখানকার প্রাসাদ ও প্রাচীরের গাত্রে সে দেশের, সেই যুগের অধিবাসীদের সামাজিক জীবনযাত্রার নানা প্রকার চিত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের দেহ বলিষ্ঠ—মুখ শ্মশ্রুগুম্ফে আবৃত, হস্তপদ দীর্ঘ। ছবিতে দেখিলে মনে হয় তাহারা শিকার বড়ই ভালবাসিত; রাজাদের শিকারের জন্য উদ্যান থাকিত; পাথরের উপর খোদাই-করা রাজা সিংহকে তীর দিয়া বিদ্ধ করিতেছেন, এরূপ চিত্র বিরল নহে। কিন্তু জীবজন্তু শিকারের চেয়ে তাঁহারা মানুষ শিকারটাই বেশী পছন্দ করিতেন।

আদনিস্।

মাতৃভূমি বাবিলনহইতে অসুরীয়েরা তাহাদের ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার অনেক গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু মানুষের প্রকৃতি অনুসারে ধর্ম্মের নানা পরিবর্ত্তন হয়। সুন্দরী ইস্তার দেবী বাবিলনে ছিলেন সাঁঝের তারা—লোকে তাঁকে দেখিয়া কত আনন্দিত হইত, কত কবি কত মধুর কল্পনা তাঁর সম্বন্ধে করিয়াছিলেন—কত গায়ক কত গীত তাঁর নামে রচনা করিয়াছিলেন! আসিরিয়াতে আসিয়া তিনি চন্দ্রদেবী আস্ত্রতী নামে অভিহিত হইলেন। সেই দেশের অধিবাসীরা নিষ্ঠুর ক্রিয়াকলাপ, যাগযজ্ঞ, পূজাহোম করিয়া সেই দেবীর প্রাচীন সৌন্দর্য্যটুকু নষ্ট করিয়া দিল। তাহাদের যেমন নিষ্ঠুর স্বভাব তাহাদের দেবতাকেও তেমনি করিয়া তুলিল। আস্ত্রতী সম্বন্ধে একটী বড় সুন্দর গল্প আছে।

আস্ত্রতী বড় রূপবতী ছিলেন। তাঁর ভুবনভরা রূপ দেখিয়া দেবতারা অবাক্ হইয়া যাইতেন; নক্ষত্রেরা রাত্রে তাঁর সুন্দর মুখ-খানি দেখিবার জন্য আকাশে আসিয়া আলো জ্বালাইয়া বসিত, আর সূর্য্য তাঁহাকে প্রতিদিন দেখিয়াও তৃপ্তি পাইতেন না। তাই যাবার বেলায় কাঁদিতে কাঁদিতে চোখ রাঙ্গা করিয়া অন্ধকারে বাড়ী যাইতেন। তারপর আস্ত্রতী অনেকদিন পরে শারদীয় রবিকে (তমুজ) বিবাহ করিলেন। শরৎকালের সূর্য্য—কত না তাঁর সৌন্দর্য্য! বর্ষার ছিন্ন মেঘের আড়াল থেকে তাঁর ক্ষীণ হাসি পৃথিবীর লোকের নয়ন ভুলাইত; পৃথিবীও তাঁকে আদর করিয়া ডাকিত, কত ফুলের কুঁড়ি ছড়াইয়া, ভারে ভারে ফোটা ফুল বিছাইয়া, রেণুর ধূলি উড়াইয়া, গন্ধের হাওয়া দিয়া, পৃথিবীর গানে আকাশ, বাতাস, বনলতা মাতাইয়া সুন্দর তমুজকে আদর করিত। আস্ত্রতীও তাঁকে খুব

ভালবাসিতেন। কিন্তু হায়! আস্ত্রতীকে বেশীদিন তমুজের সঙ্গে থাকিতে হইল না। দেবতারা হিংসায় জর জর হইয়া তমুজকে প্রাণে মারিবার ফন্দি করিলেন। শীতকাল আসল—আর একদিন এক শূকর আসিয়া তাঁহাকে দাঁতে চিরিয়া মারিয়া ফেলিল। তারপর! তারপর এক অন্ধকার পুরীর মধ্যে মাটির নীচে তিনি চলিয়া গেলেন। সেখানে জীবন্ত কেহ যাইতে পারে না। আস্ত্রতী তাঁর মৃত স্বামীর অন্বেষণে যমলোকে প্রবেশ করিলেন। অন্ধকার যমপুরীতে সাতটি সিংহদ্বার আছে, প্রত্যেক দ্বারে তাঁর অলঙ্কার আভরণ কিছু কিছু দিয়া যাইতে হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে চোখের জলে যমপুরী ভাসাইয়া তিনি চলিলেন, আর সপ্তদ্বারের প্রত্যেক দ্বারীর কাছে কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওগো, আমায় সেখানে যেতে দাও—যেখানে আমার স্বামী আছেন! তোমরা আমার যা' চাও তা'ই লও, এই নাও আমার অলঙ্কার, এই নাও আমার আভরণ!" এই বলিয়া সমস্ত অলঙ্কার আভরণ নিঃশেষ করিয়া তিনি যমপুরীর রাণীর সিংহাসনের পায়ের কাছে উপস্থিত হইলেন। সে কি অন্ধকার! উঃ, নিজের শরীরই দেখা যায় না, পাশে কি আছে দেখা যায় না! দূর নিকট সব সমান! রাণী আস্ত্রতীকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। আর দেবকন্যা স্বামীর উদ্ধারের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন।

এ দিকে দেবতারা আস্ত্রতীর জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। স্বর্গে মর্ত্যে কোথাও আস্ত্রতী নাই! তখন এক কুকুরকে যমপুরীতে প্রেরণ করা ঠিক হইল—তাহার নাম 'পুনরূষা'। পুনরূষা সেই শোকার্ত্ত দেবীকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিল। এদিকে বসন্তের আগমনে সুন্দরকান্তি তমুজ মুক্ত হইয়া, পৃথিবীতে আদনিস্ নামে ফিরিয়া আসিলেন।

বসন্তকালের আরম্ভে সহস্র সহস্র রমণী পথ দিয়া উৎসবানন্দে মাতিয়া বলিত—"আদনিস্ জীবিত","আদনিস্ আসিয়াছে।" তাহাদের হস্তে মাটির পাত্রে অঙ্কুরিত নবীন বৃক্ষ এই জাগরিত দেবতাকে অভিবাদন করিত।

অসুরীয়দের নিষ্ঠুরতা।

অসুরীয়দের সহিত বাবিলনবাসীদের একটা খুব বড় পার্থক্য ছিল। বাবিলনবাসীরা ধর্ম্মভীরু ছিল; নিষ্ঠুরতায় তাহারা তেমন নাম কিনিতে পারে নাই যেমন আসিরিয়ার লোকেরা পারিয়াছিল; বিদ্যাচর্চ্চায়, এবং জ্ঞান বিজ্ঞানেও আসিরিয়া বাবিলনের অনেক নীচে পড়িয়াছিল। বাবিলনবাসীরা যুদ্ধের দিকে মন দেয় নাই, তারা মন্ত্র তন্ত্র, মাদুলী পুঁথি, গ্রহ নক্ষত্রের গতি, এই লইয়াই থাকিত। দেশ জয়ের কথা,রাজ্যবিস্তারের কথা বড় তাহাদের মনে হইত না; নিষ্ঠুরতা করিতেও বোধ হয় তাদের বাধো বাধো ঠেকিত। বাবিলনে অনেক পণ্ডিত ছিলেন, তাঁরা রাত্রিদিন শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। রাজারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাঁচতলা, সাততলা বাড়ী করিয়া দিতেন, তাহার নাম 'জিগুরাত।' পণ্ডিতেরা তাহার উপরে চড়িয়া আকাশের গতি-বিধি লক্ষ্য করিতেন; আর ভাবিয়া চিন্তিয়া আকাশ-নক্ষত্রের গতি দেখিয়া নিয়ম নিষেধ জারি করিতেন। ধর্ম্মের জাঁক্ জমক, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, ক্রিয়া কর্ম্ম, বাবিলনবাসীদের মধ্যে খুব ছিল। অসুরীয়েরা ধর্ম্মকর্ম্মের ভিড় কমাইয়া দিয়া, রাজ্য বাড়ানোর দিকে মন দিল। সে যুগের রাজ্য-বৃদ্ধির অর্থ রাজ্য-ধ্বংস। তোমরা যদি অসুরীয় রাজাদের স্তম্ভলিপি, শিলালিপি ও অনুশাসনলিপি পাঠ কর তবে বুঝিতে পারিবে, কত শত নগর, জনপদ, তাঁহারা পোড়াইয়া ছারখার করিয়াছিলেন! এক রাজা বলিয়াছেন, "আমি শত্রুদিগের সমস্ত সম্পত্তি

সসৈন্য রাজা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেছেন।

লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছি. তাহাদের নগরগুলি আগুনদিয়া জ্বালাইয়া দিয়াছি! * * * শাসনের গুরুভার তাদের উপর চাপাইয়াছি।”

সেকালের লোকের অবস্থা।

যে জাতির প্রধান ব্যবসায় যুদ্ধ তাদের সাধারণ লোকেরা বড়ই দীন ভাবে দিন কাটায়। আসিরিয়ার সাধারণ লোকদের অবস্থা তাই বড়ই শোচনীয় ছিল। ছোট ছোট বাড়ীগুলিতে তাদের সামান্য আসবাব-পত্র থাকিত. সেই সামান্য জিনিষ তাদের অভাব মোচন করিত।

গরীব লোকেরা খুব গরীব আর বড় লোকেরা খুব ধনী ছিল। একজন কষ্টে জীবন যাপন করিত. আর একজন টাকার মধ্যে গড়াগড়ি যাইত; একজন অনাহারে অত্যাচারে মরিত, আর একজন বিলাসের মধ্যে হাবুডুবু খাইত! বড়লোকদের সরঞ্জামের কথা শোন। প্রকাণ্ড উঁচু টুলে পা ঝুলাইয়া বসিয়া নানারকম সুস্বাদু খাদ্য তাহারা আহার করিত। আজকাল যেমন সাহেবদের খানার টেবিলের ফুলদানে ফুলের তোড়া থাকে. তেমনি অসুরীয় বড় লোকদের খাবার টেবিলে ফুলের পাহাড় উঁচু করিয়া সাজান থাকিত। তাহারা সুন্দর জিনিষ বড় ভাল বাসিত। অসুরীয়েরা সর্ব্ব প্রথমে “ঝুলানো বাগান” নির্ম্মাণ করে। তোমাদের অনেকেই ঝুলানো বাগানের নাম শুনিয়াছ. কিন্তু ব্যাপারটি কি. তাহা হয়ত হঠাৎ বুঝিতে পারিতেছ না। সত্য সত্যই কি বাগান আকাশে ঝুলিত? তা নয়; স্তম্ভের উপর ছাদ. তার উপর মাটিদিয়া বাগান, তাহাকেই বলিত “ঝুলানো বাগান।” বাবিলন যখন পুনরায় উন্নতিলাভ করিয়াছিল সেই সময়ের বাগানই জগদ্বিখ্যাত। তার কথা এখন প্রবাদের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীন জগতের সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে “ঝুলানো বাগান” একটি। তোমরা মনে রাখিও, ইহার উৎপত্তি আসিরিয়াতে। এই সকল বাগানের ফুলগাছগুলিকে

এমন ভাবে সাজান হইত যে দূর হইতে সেগুলিকে ফুলের পাহাড় বলিয়া ভ্রম হইত।

আসিরিয়ার রাজাদের প্রাসাদগুলি খুব বড় বড়। তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই এক একটা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বহু যত্নে সাজাইতেন। রাজা যখন যুদ্ধে যাইতেন তাঁর রথে একজন সারথী, আর একজন ছত্রধর থাকিত। তাঁর সঙ্গে একজন ধনুর্দ্ধারী তীরধনুক লইয়া চলিত, আর একজন সহিস ঘোড়া লইয়া প্রস্তত থাকিত। যদি কখনো রণক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের প্রয়োজন হইত, এই অশ্বই ছিল তখন সহায়! রাজার সঙ্গে সঙ্গে একখানি সিংহাসন চলিত এবং সেই আসনে বসিয়া তিনি যেখানে সেখানে রাজসম্মানটুকু জাহির করিতেন।

অসুরীয় রাজারা শত্রুর নগর আক্রমণ করিলে তাহার আর কোনো আশা ভরসা থাকিত না; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুদিগকে পাষণ্ড সৈন্যেরা ধরিয়া আনিয়া জীবন্ত পোড়াইয়া মারিত, রাজপথে নরমস্তক বিছানো হইত, রক্তের ধারা চারি পার্শ্বদিয়া বহিতে থাকিত; সিংহদ্বারে শত্রুর গাত্রচর্ম্ম উন্মোচন করাইয়া ঝুলাইয়া রাখা হইত! নগর লুণ্ঠিত, আর প্রজার গৃহ, রাজার প্রাসাদ, দেবতার মন্দির সমস্তই আগুনে ভস্মীভূত হইত।

সালমানসার। (৮৫৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ)

সালমানসার নামে আসিরিয়ায় এক মস্ত রাজা ছিলেন। সমস্ত দো-আব (মেসোপটেমিয়া), ফিনিসিয়া, বাবিলন তিনি তাঁর পিতার কাছ হইতে পাইয়াছিলেন। অনেক দেশের রাজা আসিয়া সালমানসারের পদতলে মাথা রাখিয়া তাঁহাকে কর দিয়া যাইত; অনেকের দেহহীন মস্তক তাঁহার পায়ের তলায় লুটাইত! প্রতি বৎসর

যুদ্ধ জয়ের পর রাজা শিবিরে ফিরিতেছেন।

তিনি যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইতেন, আর পৃথিবীতে ভয় দুঃখ শোক মহামারি উপস্থিত হইত। পঁয়ত্রিশ বছর তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন কিন্তু তার মধ্যে বাইশ, তেইশ বার পরের দেশ লুণ্ঠন করিবার জন্য দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আসিরিয়ার ক্ষমতা কিছু কমিয়া যায়।

সারগণ। (৭২২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ)

সারগণ নামে আর একজন রাজার সময়ে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল। বাবিলন তখন আসিরিয়ার অধীন। বাবিলনের এখন আর সে ক্ষমতা, সে তেজ গর্ব্ব নাই, সমস্তই লোপ পাইয়াছে। মর্দ্দক বলদান নামে একজন স্বাধীনচেতা লোক বাবিলনের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি বাবিলনের এই দুর্দ্দশা সহ্য করিতে না পারিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহার দেশের দুরবস্থার কথা স্মরণ করিতেন আর মনে মনে ভাবিতেন যে, এই বাবিলন হইতে আসিরিয়া এতকাল তাহার প্রাণ পাইয়াছে, আর এখন সেই আসিরিয়া তাঁহার দেশের বক্ষে বসিয়া অত্যাচার করিতেছে! বাবিলনের এমন একদিন ছিল যখন সুদূর মিশর হইতে বণিক আসিত বাণিজ্য করিতে, শিল্পী আসিত শিল্প শিখিতে, শত্রু বৃথাই আসিত যুদ্ধ করিতে! এই সকল কথা যতই তাঁহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল, অন্তরে তেজও যেন ততই বাড়িতে লাগিল! মর্দ্দক পুনরায় বাবিলনকে তাহার প্রাচীন গৌরবশিখরে উত্তোলন করিবার জন্য এক বিদ্রোহ উপস্থিত করিলেন।

বহুকাল যুদ্ধ চলিল। কতবার তিনি পরাজিত হইয়াছেন, অপমানিত হইয়াছেন! হৃদয়ের কত আশা ভরসা একদিনে বিসর্জ্জন দিয়াছেন! প্রাণপণে সারগণের সহিত মর্দ্দক যুদ্ধ চালাইয়াছেন

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পরাজিত হইয়া তিনি বনহইতে বনান্তরে কতদিন কাটাইয়াছেন। গাছের ফল আহার করিয়া, ঝরণার জল পান করিয়া হয়ত তাঁহার কত সকালসন্ধ্যা কাটিয়াছে! সে সকল সংবাদ পরিষ্কার পাওয়া যায় না। বহুকাল বনে বনে বাস করিয়া সারগণের পুত্র সিনেকরিবের সময়ে তিনি পুনরায় দেশে ফিরিয়া বিদ্রোহের নিশান তুলিলেন, কিন্তু তখনও বিশেষ কোনো ফল পাইলেন না।

যাহা হউক, এই বিদ্রোহের ফল হইল আশ্চর্য্য! বাবিলনবাসী-দের প্রাণের মাঝে সাড়া পড়িল; সুপ্তসিংহ জাগিয়া উঠিল, সমস্ত জাতির মধ্যে উন্নতির একটা প্রবল ইচ্ছা দেখা দিল; শতাধিক বৎসরে ইহার ফল ফলিল; বাবিলনে দ্বিতীয়বার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

সারগণের সময়েই মর্দ্দক বৃদ্ধ হইয়াছেন। যৌবনের শক্তি এখন নাই; কিন্তু মনের বল কিছুমাত্র কমে নাই: তাঁহার দেশ উদ্ধারের চেষ্টা ব্যর্থ হইল না: কয়েকটি বীরযুবক তাঁহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিলেন। এদিকে মর্দ্দক ও তাঁহার অনুচরগণ অত্যাচারে উৎ-পীড়িত হইয়া দেশ হইতে পলায়ন করিয়া ইলাম দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইলাম দেশ পারস্যোপসাগরের তীরে, বাবিলনের পূর্ব্বে অবস্থিত। নিরাপদ ভাবিয়া এই ক্ষুদ্র দলটি সেইখানে উপনিবেশ স্থাপন করিল। কিন্তু অসুররাজ চারিদিকে চক্ষুকর্ণ পাতিয়া আছেন: কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। তাঁহার চক্ষে ইহারা বিষের মত বোধ হইল। ফিনিক জাতির সাহায্যে তিনি অনেকগুলি জাহাজ নির্ম্মাণ করাইলেন ও অনেক সুদক্ষ নাবিক, শিক্ষিত সৈন্য, সম্ভ্রান্ত সামন্ত জড় করিয়া সাগরপথে ইলাম দেশ আক্রমণ করিলেন। ক্ষুদ্র উপনিবেশ ধ্বংস হইল, আসিরিয়ার আশা মিটিল, বাবিলনের ভরসা ফুরাইল।

পক্ষবিশিষ্ট বৃষ দেবতা।

কিন্তু মর্দ্দক বলদানের কথা লোকে ভুলিল না; তাঁহার জীবন-ব্যাপী চেষ্টা, তাঁহার প্রাণমাতান উৎসাহ লোকের আদর্শ হইয়া রহিল; বলদানের পর আরো দুই ব্যক্তি দেশ স্বাধীন করিবার জন্য চেষ্টা করেন।

সারগণের বড় সাধ ছিল, মনের মত এক রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবেন! তাঁর শেষ জীবনের মস্ত কাজ—দুর-সারগন নামক মহানগরী নির্ম্মাণ। তিনি নিজে সে সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা তোমাদিগকে বলিতেছি—"রাত্রিদিন ধরিয়া এই নগর নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে ছিল। প্রধান প্রধান দেবতার জন্য মন্দির ও আমার জন্য সুরম্য একটি রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার বড়ই বাসনা ছিল। আমি কাজ আরম্ভ করিতে আদেশ দিলাম, নগর স্থাপনের জন্য জমির দাম সমস্ত চুকাইয়া দিলাম; এবং পাছে কাহারও প্রতি কোনো অন্যায় হয় সেই ভয়ে যে ব্যক্তি জমির বদলে টাকা চাহিত না, তাহাকে পছন্দ মত জমিই দিয়াছি।"

সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত সেই নগর; সকল শোভার সার যেন সেই নগরে একত্র হইয়াছিল। আটটি সিংহদ্বারে পক্ষ-বিস্তৃত বৃষ দাঁড়াইয়া দেশের অমঙ্গল দূরে রাখিত। রাজপ্রাসাদ হস্তিদন্তে, তাল ও দেবদারু প্রভৃতি মহামূল্য কাঠে নির্ম্মিত; ব্রোঞ্জের দ্বার চারিদিকে, আর মাঝখানে সুন্দর সুন্দর ঘর।

এই প্রাসাদনির্ম্মাতা রাজা দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "অসুর এই মহানগরী ও প্রাসাদকে আশীর্ব্বাদ করুন, ইহার ভিত্তি ও গঠন যেন অনন্তকাল ধরিয়া সুন্দর ও উজ্জ্বল হইয়া থাকে। তিনি দয়া করুন, যেন এই নগর সুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত জনাকীর্ণ থাকে, ক্ষোদিত বৃষ ও বাস্তুদেবতা যেন চিরদিন দাঁড়াইয়া থাকে। সে যেন রাত্রিদিন এখানেই পাহারা দেয়, বাড়ীর বাহিরে যেন

কখনো না যায়।" কিন্তু তাঁর এত প্রার্থনা কোন দেবতাই শুনিলেন না; কালের গতিতে সে নগর, রাজবাটী কোথায় গিয়াছে তার চিহ্ন পাওয়াই কঠিন।

ক্ষোদিত শিলালিপিতে সারগণ রাজার রাজত্বকালের বর্ণনা অনেক পাওয়া যায়। সেগুলি অধিকাংশই মাটির নীচে চাপা ছিল। সারগণ "পৃথিবীর চারিদিক হইতে নানাভাষা-ভাষী লোক—কাহাকেও বা পর্ব্বত হইতে, কাহাকেও বা উপত্যকা হইতে বন্দী করিয়া আসিরিয়ায় আনিলেন, আর সকলকে রাজভাষায় কথা বলিতে বাধ্য করিলেন।" সেই যুগে যুদ্ধে যাহারা হারিয়া যাইত, তাহাদের আর দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। বিজয়ী রাজা শত্রুদের বাড়ী ঘরে আগুন লাগাইয়া, পাকা ধানের ক্ষেত ছারখার করিয়া, পানীয় জলে বিষ দিয়া, সোণার দেশকে মরুভূমিতে পরিণত করিয়া ফেলিত! তারপর লুটতরাজের ধুম। গরু বাছুর, ছাগল ভেড়া, ঘোড়া উট—সব বিজেতার রাজধানীতে চালান হইত; আর তার সঙ্গে চলিত দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা! দেশ শূন্য করিয়া সমস্ত লোককে তাড়াইয়া রাজসৈন্যেরা লইয়া যাইত, বিজেতা রাজার হাতের পুতুল হইয়া তাহাদিগকে দিন কাটাইতে হইত!

সিনেকরিব। (৭০৫ খৃঃ পূঃ)

উপযুক্ত বাপের উপযুক্ত ছেলে সিনেকরিব। তাঁর জমকাল পোষাক, মনোহর সাজসজ্জা, বীরের মত চেহারা অনেক স্তম্ভে ক্ষোদিত আছে।

আসিরিয়ার রাজাদের মধ্যে একটা অতি প্রাচীন প্রথা ছিল। প্রথাটি এই যে, আসিরিয়ার রাজারা বাবিলনে গিয়া রাজপদে অভিষিক্ত হইতেন। সেখানকার দেবতার হাতে হাত দিয়া, ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া তাঁহারা রাজ্যভার গ্রহণ করিতেন। তারপর রাজ্যে উৎসবাদি

আরম্ভ হইত, মাতামাতি ধুমধামের পালা পড়িত ও সেই উৎসব পার্ব্বণের মাঝে রাজা 'শক্ কনক' বা 'দেশের রাজা' উপাধি পাইতেন। এই প্রথাটি ক্রমে রাজাদের আচার হইয়া উঠিয়াছিল; অভিষেকের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সিনেকরিব আসিরিয়ার রাজা হইলেন; এদিকে বাবিলনবাসীরা খুব আশা করিয়া আছে যে নূতন রাজা "শক্ কনক" হইবার জন্য তাহাদের দেশে আসিবেন। সিনেকরিব কিন্তু বাবিলনকে মোটেই শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন না; তাই তিনি বাবিলনে যাইবার কোনো প্রয়োজনই মনে করিলেন না। তিনি নিনেভা নগরেই আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বাবিলনবাসীরা এই প্রথা-ভঙ্গের ভয়ানক প্রতিবাদ করিল ও অবশেষে মর্দ্দক বলদানকে ডাকিয়া পাঠাইল। কিন্তু বলদান আসিতে না আসিতে অসুর-সৈন্য আসিয়া পড়িল! তখন তাঁহাকে বিনাযুদ্ধেই পথ হইতে ফিরিতে হইল।

সিনেকরিবের শত্রু ছিল অনেক। ফিনিকেরা, ফিলিস্থানীরা, মিশরবাসীরা, ইথিয়োপিয়ানেরা, হিব্রুজাতি—সকলেই সিনেকরিবের পরম শত্রু! তারা সকলে মিলিয়া অসুর-রাজকে যুদ্ধে আহ্বান করিল।

একরন্ নামক এক স্থানে দুই দলে যুদ্ধ বাঁধিল। সিনেকরিব শিলালিপিতে সেই যুদ্ধের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন:—

"একরনের সাধারণ লোক, সম্ভ্রান্ত শ্রেণী ও পুরোহিতগণ মনে মনে বড়ই ভয় পাইল; তাহাদের রাজা আসিরিয়ার রাজাকে বড় বেশী ভক্তি করিত বলিয়া, সকলে মিলিয়া তাহাকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া, জুদার রাজা হেজেকিয়ার হাতে সমর্পণ করিয়াছিল। জুদা-রাজ তাঁকে ঘোর অন্ধকার ঘরের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

"মিশরের রাজা ইথিয়োপিয়ার রাজার হাজার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, অগণিত ধানুকী ও অসংখ্য রথী লইয়া তাহাদিগের সাহায্যের

জন্য উপস্থিত হইলেন। নগরের নিকট আসিয়া তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। আক্রমণের আহ্বান পড়িল।

"আমি অসুর দেবের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিলাম। আমি সহরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই যাহারা বিদ্রোহাগ্নি জ্বালাইয়াছিল, সেই পুরোহিত ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলাম; তারপর সারা সহরময় খোঁটা পুঁতিয়া তাহার উপরে তাহাদের মৃতদেহ ঝুলাইয়া দিলাম! বাকী সকলকে ক্ষমা করিলাম।

"কিন্তু জুদার রাজা হেজেকিয়া কিছুতেই আর বশ মানিতে চায় না! তখন আমি তার ছচল্লিশটি সুদৃঢ় নগর অধিকার করিলাম। তাঁর রাজধানী জেরুজিলামের মাঝে আমি তাঁকে খাঁচায় আবদ্ধ পাখীর মত বন্দী করিলাম। নগরের চারিদিকে এক সারি দুর্গ নির্ম্মাণ করায় হেজেকিয়ার আর রাজধানী হইতে এক পা বাড়াইবার পথ রহিল না। তাঁর রাজ্যের পরিমাণ নিতান্তই কমিয়া গেল।

"আমার মহামহিম নামে ভয় পাইয়া হেজেকিয়া আমার রাজধানী নিনেভা নগরে কর স্বরূপ একদল শরীররক্ষী সৈন্য ও একদল আরবীয় যোদ্ধা পাঠাইয়া দিলেন; ইহারা দুর্দ্দিনে তাঁহার রাজধানী জেরুজিলাম রক্ষা করিবার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত ছিল। ইহা ছাড়া ৩০টি স্বর্ণমুদ্রা—যার প্রত্যেকটির মূল্য পাঁচ শত টাকা, আটশত রৌপ্য মুদ্রা, মহামূল্যবান্ পাথর, হস্তিদন্তের সিংহাসন, একটি হস্তীর চর্ম্ম ও দাঁত প্রভৃতি নানা ধনরত্ন একটি দূতের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। সে এইগুলি দিয়া হেজেকিয়ার পক্ষ হইতে আমার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিল।"

ইহার পর আসিরিয়ার রাজা তাঁহার গৌরবের গল্পটি আর বলেন না। তার কারণ কি জান? এতদূর করিয়া তিনি জুদার

রাজার মুণ্ডপাত করিলেন না, এ-ও কি সম্ভব! নগরে আগুন না লাগাইয়া, লোকগুলির গায়ের চামড়া জীবন্ত অবস্থায় না ছাড়াইয়া যে তিনি ফিরিলেন—তার কারণটা কি? ইহুদীরা বলে, ভগবান্ তাহাদের সহায়, তাহাদের সঙ্গে পারে কে? বিধাতার কঠিন হস্ত সিনেকরিবের উপর পড়িল। সৈন্যদলের মধ্যে ভীষণ মড়ক অর্থাৎ মহামারী দেখা দিল। প্রাচীনকালে সৈন্যদের মধ্যে মহামারী প্রায়ই বড় বিকট আকারে দেখা দিত। আসিরিয়ার সৈন্য হাজারে হাজারে মরিতে লাগিল;—বিদেশে বিভুঁয়ে সহায় নাই সম্বল নাই, কাজে কাজেই সিনেকরিবকে সেখান হইতে ফিরিতে হইল।

বাবিলনের স্বদেশপ্রেমিক বীর মর্দ্দক বলদানের কথা তোমাদের মনে আছে। তিনি বাবিলনের লোকের অন্তরে স্বাধীনতার জন্য যে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা এখনো নিভে নাই; তুষের আগুনের মত ভিতরে ভিতরে গুমরিয়া গুমরিয়া তাদের মন পুড়িতেছিল। হঠাৎ সেই মনের আগুন বাহিরে বিদ্রোহরূপে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সিনেকরিব বলিয়াছেন, "পঙ্গপালের মত তাহারা দেশের উপর আসিয়া পড়িল; যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া তাহারা আমাকে সংগ্রামে আহ্বান করিল। প্রবল ঝটিকা যেমন দিগন্তবিস্তৃত আকাশে বর্ষার নবীন মেঘ ছড়াইয়া দেয় তেমনি বাবিলনের সৈন্য পথের ধূলি উড়াইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

"আমার আরাধ্য দেবতা অসুরের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আমি ত যুদ্ধে চলিলাম;—তখন দেখি, শত্রুদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে। আমি তাহাদিগকে কোণ্ঠাসা করিলাম। তারপর বৃষ্টির কণার মত আমি তাহাদের নিশান, বিষাণ, তাঁবু (সরঞ্জাম) ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ছড়াইয়া দিলাম। আর ঘাসের চাপড়া বিছানোর মত করিয়া উপত্যকাটি মৃতদেহ দিয়া ঢাকিয়া দিলাম। শত্রুরা তাহাদের

শিবির ত্যাগ করিয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল,—যাইবার সময় নিজেদের মড়ার উপর দিয়াই দৌড়াইতে লাগিল। যেমন ছোট ছোট চড়াই পাখী ভীত হইয়া আপন বাসা হইতে পলায়—বাবিলনবাসীদের দশা ঠিক তেমনি হইয়াছিল।”

ইহার পর সিনেকরিব মনের সাধ মিটাইয়া বাবিলনের উপর প্রতিশোধ লইলেন। বাবিলনের রাজপ্রাসাদ ভাঙ্গিয়া, তাহার মহামূল্য প্রাচীন শিলালিপি, ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্পকলা সমস্ত ধ্বংস করিয়া নগরটি উৎসন্ন করিলেন, তবে সিনেকরিব ক্ষান্ত হইলেন। বাবিলনবাসীরা বলে যে সেই সময়ে তাদের দেশে কোনো রাজা ছিল না—অধার্ম্মিক, প্রজাপীড়ক সিনেকরিবকে তারা রাজা বলিয়াই স্বীকার করিত না। সিনেকরিবেরও দিন শীঘ্রই ফুরাইল। তাঁর দুই কুপুত্র তাঁকে হত্যা করিল।

ইসরহদ্দন। (৬৮১ খৃঃ পূঃ)

সিনেকরিবের বড় ছেলের নাম ইসরহদ্দন। পিতৃহত্যার পাপে যুবরাজ লিপ্ত ছিলেন না। নূতন রাজা বড় ভালমানুষ ছিলেন। পিতা জানিতেন, যুদ্ধ করিয়া দেশ জয় করিতে হয়; পুত্র বুঝিতেন, ভালবাসিয়া, স্নেহ করিয়া মানুষকে বশ করিতে হয়। শোনা যায়, ইস্তার দেবী নাকি ইসরহদ্দনকে বড়ই স্নেহ করিতেন। একদিন দেবী তাঁহাকে স্বপ্নে বলিলেন,—“বৎস, আমি আর্বেলার ইস্তার দেবী। তোমার পাশে পাশে আমি থাকি, তুমি ভয় পাইও না। আমি মহাদেবী; ভয় পাইও না—ইসরহদ্দন, ভয় পাইও না; আমি তোমার হৃদয়ে শান্তিসুধা বর্ষণ করিব। মানুষের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিও না, আমার দিকে তুমি তাকাও; আমাকে বিশ্বাস কর—আমি আর্বেলার ইস্তার দেবী।”

রাজা হইয়া, ইসরহদ্দনের প্রথম কাজ হইল বাবিলনের সংস্কার। বাবিলনের প্রতি তাঁহার খুব শ্রদ্ধা ছিল। বাবিলন হইতে আসিরিয়া প্রাণ পাইয়াছে, আসিরিয়ার লোকেরা যখন মেষপাল লইয়া পর্ব্বত উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়াইত, তখন বাবিলনের লোক দেশে বিদেশে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইত। এমন যে মাতৃস্থানীয়া প্রাচীন বাবিলন, তাকে ইসরহদ্দন কিছুতেই ধ্বংস করিতে পারিলেন না। সেখানকার প্রাচীন গৌরব ঘোষণার জন্য তিনি বাবিলনে বিশাল এক রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন। দেবদেবীর মন্দিরের ইট কাঠ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, দেবসেবা বন্ধ হইয়াছে, পূজার জন্য বলি আর নিয়মিতরূপে আসে না; পুরোহিতেরা দেবার্চ্চনা ছাড়িয়া দিয়াছে, সন্ধ্যা বেলায় শুচিবাস পরিয়া কেহই দেবতার ঘরে আর দীপ জ্বালায় না, মঙ্গল-গীতি সেখানে আর গীত হয় না; এমনি দেশের অবস্থা! প্রাচীন বলিতে দেশে আর কিছুই ছিল না; বৃদ্ধ লোকেরা মরিয়াছে—প্রাচীন প্রাসাদ ধূলায় ধূলিসাৎ হইয়াছে। প্রাচীন ভাষা প্রায় অর্দ্ধমৃত হইয়াছে। যে ভাষায় হাজার হাজার মন্ত্র, কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছে সে ভাষা আসিরিয়ার অত্যাচারে মানুষে প্রায় ভুলিয়া আসিয়াছে। বাবিলনের বড় দুর্দ্দিনে ইসরহদ্দন সাম্রাজ্যের সম্রাট হইলেন।

ইসরহদ্দন যেমন একদিকে প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন— আর একদিকে তেমনি যোদ্ধা ছিলেন। মিশর দেশকে তিনি অসুর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইসরহদ্দন বা তাঁর বিখ্যাত পুত্র অসুর্বানিপাল কেহই মিশরকে অধীন রাখিতে পারিলেন না।

অসুর্বানিপাল। (৬৬৪ খৃঃ পূঃ)

এবার যিনি রাজা হইলেন, তাঁর নাম ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে। তাঁর নাম অসুর্বানিপাল। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় সাড়ে

ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি অসুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন না; রাজ্য রক্ষার জন্য যে যুদ্ধ প্রয়োজন হইত তা, তাঁর সুদক্ষ সেনাপতিরাই করিত। তিনি মজিয়া থাকিতেন সাহিত্যে ও শিল্পে। নানা দেশের গুণিগণ রাজসভায় আসিত ও আপন আপন কৃতিত্ব দেখাইয়া রাজার মন পরিতৃপ্ত করিত। প্রাচীন কাব্য, প্রাচীন গ্রন্থের প্রতি অসুর্বানিপালের বড়ই শ্রদ্ধা ছিল। বাবিলনবাসীরা সাহিত্য চর্চ্চায়, কাব্যালোচনায়, ধর্ম্মানুশীলনে, মন্ত্র ব্যাখ্যায়, তন্ত্র প্রণয়নে ব্যস্ত ছিল, আর আসিরিয়ার লোকেরা যুদ্ধ বিগ্রহে দিন কাটাইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া দিত। সাহিত্যের সম্পদ আসিরিয়ার ছিল না। অথচ অযত্নে অত্যাচারে প্রাচীন বাবিলনের ভাষাও লোপ পাইতে বসিয়াছিল। অসুর্বানিপালের দৃষ্টি প্রথমে এই দিকে আকৃষ্ট হইল। বাবিলন হইতে সহস্র সহস্র গোলাকার পুস্তক আনাইয়া তিনি নিনেভার বিরাট পুস্তকাগারে সঞ্চিত করিলেন; আর মৃতপ্রায় বাবিলনীয় ভাষার উদ্ধারের জন্য শত শত পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা বিরাট পাঠাগারে বসিয়া রাত্রি দিন খাটিতেন। সকাল হইতে কাজ আরম্ভ হইত, কর্ম্মচারীরা কাদার ইট প্রস্তুত করিয়া পণ্ডিতগণের সম্মুখে ধরিতেছেন, আর তাঁহারা নরুনের মত সূক্ষ্ম কলম লইয়া ধীরে ধীরে খোদাই করিয়া লিখিতেছেন। কেহ বা প্রাচীন ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করিতেছেন, কেহ বা মহাগবেষণার সহিত অভিধান লিখিতেছেন। কেহ বা নূতন শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম ভাগ প্রভৃতি প্রণয়ন করিতেছেন, কেহ বা গভীর অভিনিবেশ সহকারে অনেক চিন্তা করিয়া একখানি গ্রন্থের অনুবাদ করিতেছেন! এমন সময়ে হয় ত রাজা সেখানে আসিলেন। সঙ্গে তাঁর দাসদাসী, অনুচর সহচর। কয়েক জন লোক কাঁধে করিয়া রাজার ভারি চেয়ার খানি আনিতেছে, কেহ বা তাঁহার রাজদণ্ড বহন করিয়া আনিতেছে, কেহ বা তাঁহার অস্ত্র-

অসুরবানিপাল পণ্ডিতদিগের কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন

শস্ত্র লইয়া আসিতেছে, কেহ বা রাজাকে শ্বেত চামর বীজন করিতেছে, আর তাহার মন্দ মধুর গন্ধ চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলিতেছে। রাজা স্বয়ং প্রতি ইষ্টকখণ্ড তুলিয়া দেখিতেছেন ও মনোযোগের সহিত সেগুলি পাঠ করিয়া যথাস্থানে রক্ষা করিতেছেন! রাজকার্য্য ভুলিয়া, সভাসদ্‌গণকে বিদায় দিয়া রাজা পুস্তক লেখাইতেই ব্যস্ত!

এই সময়ে রাজ্যে জাঁকজমকের খুবই ধুম! রাজপ্রাসাদ দাস-দাসীতে ভরা, রাজভাণ্ডার ধনে ধান্যে পরিপূর্ণ, ক্ষেত পাকা শস্যে পোরা, দেশ অসংখ্য খালে ছাইয়া গিয়াছে! একবার অনেকগুলি অপরিচিত রাজা কোন্ অজানা দেশ হইতে নিনেভায় আসিয়া উপস্থিত! কত না অপরূপ তাহাদের বেশ, কত বিচিত্র তাজ তাহাদের মাথায়! দুর্ব্বোধ তাদের ভাষা! তাদের ব্যবহার বিভিন্ন, আকার নানা রকমের, অদ্ভুত তাদের রীতিনীতি! রাজদরবারে হাজির হইয়া প্রকাণ্ড কুর্ণিশ করিয়া তারা কত কি বলিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেহই সেই অজানা দেশের অপরিচিত রাজাদের একটি কথাও বুঝিল না! রাজসভায় নানা ভাষা ভাষী পণ্ডিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই আপনাদের পাণ্ডিত্য দেখাইয়া নানা প্রকারের ভাষা বলিলেন, ইঙ্গিত করিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনো ফল হইল না। সকল জানা ভাষার পুঁজি শেষ হইলে বোঝা গেল যে, ঐ রাজারা এশিয়া-মাইনরের পশ্চিমস্থিত লিডিয়া হইতে আসিয়াছেন। তাদের গ্রন্থে লেখা আছে যে, "সেই প্রদেশটি সমুদ্রের ধারে; লোকে সেখান হইতে সমুদ্র পারে যায়।"

এই বাহিরের শান্তির মধ্যে হঠাৎ আগুন জ্বলিয়া উঠিল, বাবিলন বিদ্রোহী হইল। মিশর, প্যালেষ্টাইন, আরব সেই বিদ্রোহে যোগ দিল। আসিরিয়া-রাজ অনেক কষ্টে বিদ্রোহ থামাইলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধশেষে দেখিলেন, মিশরদেশ তাঁর সম্রাজ্যের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, আর অন্যান্য দেশের মধ্যে একটা উদাস ভাব দেখা দিয়াছে।

এই বিদ্রোহ দমনের পর অসুর্বানিপাল মহা সমারোহে উৎসব করিলেন। চারিজন রাজা তাঁর অশ্বশূন্য রথ টানিয়া লইয়া চলিল; সে দৃশ্য দেখিতে রাজপথে আর লোক ধরে না, ঘরে ঘরে বাতায়ন খুলিয়া গেল; চারিদিকে মঙ্গল বাদ্য বাজিতে লাগিল, বাস্তুদেবতা-দের পূজা হইল, পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে নানাবিধ পূজোপকরণ উৎসর্গ করা হইল। নগর উৎসবের বাস পরিয়া মনোরম সাজে সাজিল। অসুর্বানিপালের জীবনের শেষ কাজ এই উৎসব। তাঁর জীবনের অবশিষ্টাংশ পুস্তকালয়ের উন্নতি সাধনেই ব্যয়িত হয়। লেয়ার্ড যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই লাইব্রেরী ও রাজপ্রাসাদ উদ্ধার করিয়াছিলেন তাহার কথা তোমাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছি।

আসিরিয়ার পতন।

অসুর্বানির পর তেমন রাজার মত রাজা আসিরিয়ার সিংহাসনে আর কেহই বসেন নাই। কিছুকাল পরে উত্তর-পূর্ব্ব দিক হইতে এক বর্ব্বর জাতি, পাহাড় হইতে বর্ষার বন্যার মত হুহু করিয়া নামিয়া নিনেভার উপর আসিয়া পড়িল। নগর অবরুদ্ধ হইল, লোক ভয়ে সন্ত্রস্ত! দেবতার পূজা, অর্চ্চনা, হোম যজ্ঞে কোনো ফলই হইল না, সমস্ত ব্যর্থ গেল। রাজা নির্ব্বাক্। তিনি আর কি করিবেন! নিরুপায় দেখিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিবার জন্য রাজপ্রাসাদে আগুন লাগাইয়া তিনি পুড়িয়া মরিলেন; রাজধানীর দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভূমিসাৎ হইল, রাজপথ রক্তে লাল হইয়া গেল। তাইগ্রীসের বন্যার জল আসিয়া অপমানিত নগরের কলঙ্ক ধুইয়া লইয়া গেল। শত শত বৎসর লোকে জানিত না নিনেভা নগর কোথায় কোন্ অজানা ঢিবির তলায় প্রোথিত হইয়া আছে। লেয়ার্ড সেই প্রাচীন নগর মাটির ভিতর হইতে খুঁড়িয়া বাহির করিয়া মানুষের কাছে ধরিলেন।
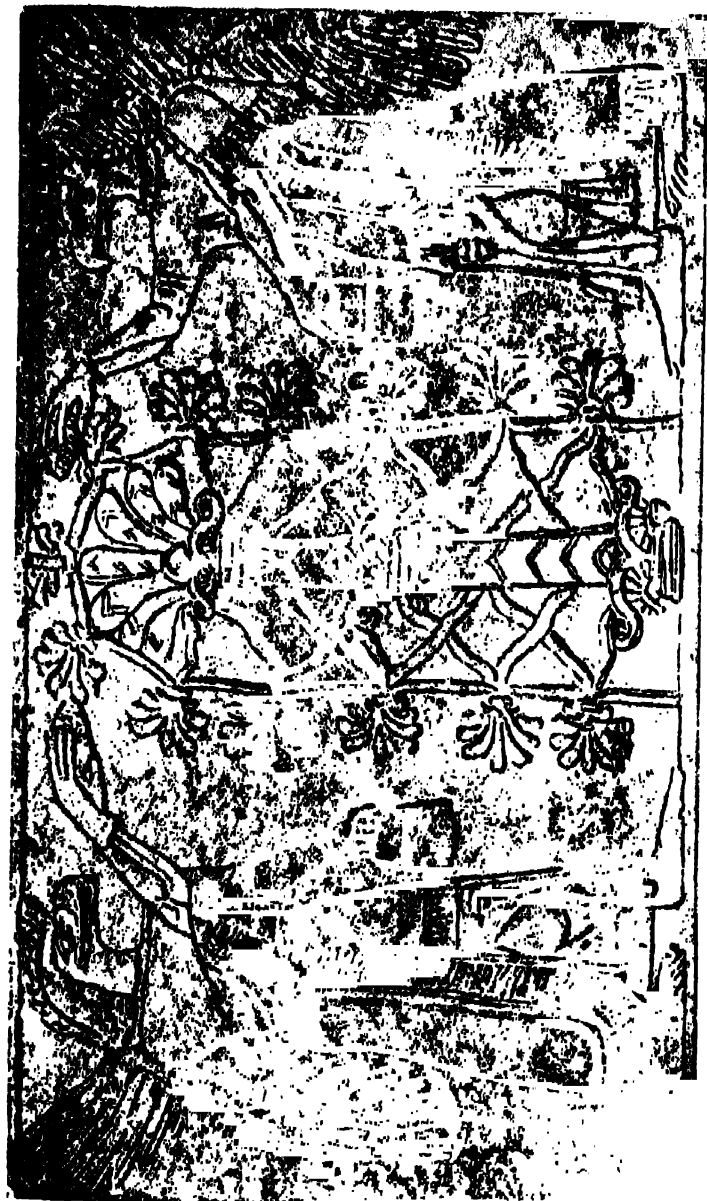
ঈগলমুখী দেবতা ও পবিত্র বৃক্ষ।

বাবিলনের
দ্বিতীয় সাম্রাজ্য।

বাবিলনের
দ্বিতীয় সাম্রাজ্য।

একবার বাবিলনের গল্প বলিয়াছি; পুনরায় দুই একটি গল্প বলিব। আসিরিয়ার চারিপার্শ্বে যখন নানাজাতি শত্রুবেশে আসিয়া ভিড় করিয়াছে, তখন বাবিলন পুনরায় মাথা তুলিয়া জগৎ সমক্ষে আপনাকে বীর বলিয়া পরিচিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বাবিলনীয়দের মধ্যে দেশোদ্ধারের ইচ্ছা বলদান মদ্দকের সময় হইতেই দেখা দিয়াছিল। তাহাই খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে সুস্পষ্ট আকার গ্রহণ করিল।

নেবোপলেসার নামে একজন কালদিয়াবাসী ছিলেন সেই সময়ে বাবিলনের শাসনকর্ত্তা। আসিরিয়ার শাসন-শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া নেবো-পলেসার আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

কিছু কাল পরে নেবুচাড্‌নেজার বাবিলনের রাজ-সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। তাঁর মত বীররাজা প্রাচীন কালে ছিল না বলিলেই হয়। তিনি অনেক দেশ জয় করেন; ফিনিশিয়া, মিশর দেশ. ইহুদীদের জুদারাজ্য সমস্তই তাঁর হস্তগত হইল। নেবুচাডনেজার জেরুজিলাম নগর অবরোধ করিয়া বহুশত সবল সুস্থ ইহুদীকে বন্দী করিয়া বাবিলনে লইয়া গেলেন। জেরুজালেম নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল; রাজপ্রাসাদ, হর্ম্ম্য, মন্দির ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইল।

কিছু দিন পরে নেবুচাড্‌নেজার এক অত্যদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন ; কিন্তু কি যে স্বপ্ন দেখিলেন তাহা প্রাতঃকালে নিজেই ভুলিয়া গেলেন! অথচ সেই স্বপ্ন জানিবার জন্য তাঁর মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। কালদিয়াতে যত পণ্ডিত পুরোহিত ছিল, সকলকে খবর দেওয়া হইল-- "এই স্বপ্ন কি এবং তাহার অর্থই বা কি তাহা যদি পণ্ডিতমণ্ডলী বলিতে না পারেন, তবে তাঁহাদিগের প্রাণদণ্ড হইবে।"

এই সময়ে দানিয়েল নামে একজন ইহুদী বন্দী ভাবে বাবিলনে দিন কাটাইতেছিলেন। তিনি এই ঘোষণা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। বলিলেন, "আমাকে রাজার কাছে লইয়া চল ; আমি এই স্বপ্নের অর্থ বলিয়া দিব ; এতগুলি প্রাণী বৃথায় মরিবে?"

রাজার কাছে গিয়া দানিয়েল বলিলেন, "মহারাজ, স্বপ্নে আপনি প্রকাণ্ড এক মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। ভীষণ তাহার আকৃতি! তার মস্তক বিশুদ্ধ স্বর্ণনির্ম্মিত, তার হস্ত আর বক্ষ রৌপ্যময় ; তার উদর ও উরু কাংস্য-নির্ম্মিত ; পা দুইখানি লোহার ও পদতল কাদার তৈয়ারী।" এই কথা বলিয়া দানিয়েল স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিলেন।

কিছু দিন পরে নেবুচাড্‌নেজার ষাটহাত উঁচু সোণার এক দেব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। সাম্রাজ্যের যে যেখানে ছিল সকলকে খবর দিলেন। রাজকুমারগণ, শাসনকর্ত্তাগণ, সেনাপতিবৃন্দ, বিচারকমণ্ডলী, কোষাধ্যক্ষগণ, মন্ত্রীমণ্ডলী, নগরপাল—সকলকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন, "সকলে এই দেবতাকে পূজা করিবে। যেমন বিষাণ বাঁশী বীণা প্রভৃতি নানা বাদ্য বাজিয়া উঠিবে অমনি লোকে এই দেবতার পূজা আরম্ভ করিবে।"

লোকে আসিয়া বলিল, "মহারাজ, ইহুদীরা বিষাণ বীণার রব এবং মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়াও আপনার দেবতার কাছে মাথা নীচু করে নাই। তাহারা আপনার সম্মানে আঘাত করিয়াছে।"

রাজা একথা শুনিয়া বলিলেন—"কি! তাহাদের এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার দেবতাকে তারা পূজা করিল না; আমার সম্মানে তারা আঘাত করিল! ধরিয়া আন তাহাদের!" নির্ভীকচিত্ত তিনজন ইহুদী আসিল। তারা বলিল, "মহারাজ, আমরাই সেই ইহুদী; আমরা আপনার দেবতার কাছে মস্তক নীচু করি নাই; কারণ সে দেবতাকে আমরা জানিনা, চিনি না। আমরা এক পরমেশ্বরকেই চিনি, তিনি আমাদের জীবনের সহায়, মরণের সম্বল।" এই কথা শুনিয়া নেবুচাড্‌নেজার আগুনের মত রাগিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন—"কি! এত বড় তোমাদের বুকের পাটা,—ভক্তির জোর! দেখা যাক্ কোন্ দেবতা তোমাদিগকে রক্ষা করে! আগুনের মধ্যে তোমাদিগকে ফেলিয়া দিব—দেখি তখন তোমাদের সহায় হয় কে?" তবুও তারা সত্যের পথ ছাড়িল না; আগুনে পুড়িল, তবু মিথ্যার কাছে মাথা নত করিল না।

নেবুচাড্‌নেজার নানা দেশ জয় করেন, নানা জাতির সর্ব্বনাশ করেন। কিন্তু তাঁর একটা কাজের জন্য তিনি প্রাচীন কালে খুবই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সেটি তাঁর ঝুলানো বাগানের অক্ষয় কীর্ত্তি! আসিরিয়ার গল্পে তোমরা পড়িয়াছ যে এ জিনিষটার উৎপত্তি সেখানে; কিন্তু নেবুচাড্‌নেজার সেটার খুবই উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্যে, সম্পদে, বিলাসে সে বাগানের তুলনা হয় না! যেন শূন্যে অমরাপুরীর নন্দন বন!

বাবিলনের শেষ গল্প।

কিছু দিন পরে বেলসেজার নামে এক রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি অত্যন্ত দুষ্টপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর মত পাপী রাজা বাবিলনের রাজসিংহাসন আর কখনো কলঙ্কিত করে নাই। জেরুজিলামের মন্দির লুণ্ঠন করিয়া নেবুচাডনেজার অশেষ ধনরত্ন

আনিয়াছিলেন—স্বর্ণের পাত্র, তাম্রের পূজোপকরণ, প্রভৃতি নানা সামগ্রী। পাপী বেলসেজার সেই দেবতার পাত্রে মদ্য পান করিত! কথিত আছে, এই সময়ে একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল। বাবিলনের রাজসভার যজ্ঞবেদীতে অগ্নি জ্বলিতেছিল—ধূম ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাতায়ন দিয়া বাহিরে যাইতেছিল। হঠাৎ সেই যজ্ঞবেদীর ধূমের মাঝখান হইতে একখানি হাত উঠিল—দেহ দেখা গেল না! শুধু একখানি দক্ষিণ হস্ত! সভার সকলে ভয়ে আড়ষ্ট! কাহারও মুখ দিয়া আর কথা সরে না। বেলসেজার তাঁর সিংহাসনে নিশ্চল হইয়া সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন! সেই হাতখানি গাঢ় ধূমের মাঝে ধীরে ধীরে চারিটা কথা লিখিয়া দিল—"মিনি" "মিনি" "টিকিল" "পার্সি"। আর কিছুই নয়! রাজা তার অর্থ কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। তিনি দেশের পণ্ডিতদের ডাকিলেন কিন্তু কেহই সেই রহস্যের অর্থ বলিতে পারিল না। দানিয়েল সেই কথার অর্থ করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "ইহার অর্থ ঃ—

"ঈশ্বর তোমার রাজত্বের পরমায়ু শেষ করিয়াছেন।"

"ন্যায়দণ্ডের ওজনে তোমার পাপের পাল্লা ঝুঁকিয়া পড়িতেছে।"

"তোমার রাজ্য বিভক্ত হইয়াছে, এবং মীড্ ও পারস্যের হাতে তাহা সমর্পিত হইল।"

"বাবিলন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।"

ইহারই কিছুদিন পরে উত্তর হইতে মীড্ জাতি পাহাড়ে-নদীর বন্যার মত বাবিলনের উপর আসিয়া পড়িল। বাবিলন অবরুদ্ধ হইতেই রাজা অন্য নগরে পলায়ন করিলেন। সেখানে তিনি নগর রক্ষা করিবার জন্য সৈন্যের বদলে পুতুল দিয়া প্রাচীর পরিপূর্ণ করিলেন।

পারস্য-মীডের রাজা কাইরাস বেলসেজারকে হাতে পায়ে শিকল দিয়া বাঁধিয়া লইয়া বাবিলনের দিকে চলিলেন। বাবিলন এখন

আর কে রক্ষা করিবে? দ্বার আপনা হইতে খুলিয়া গেল। পারস্য-রাজ বাবিলন অধিকার করিলেন।

বাবিলন নগর।

বাবিলনের মত নগর প্রাচীনকালে আর একটিও ছিল না। সে যুগের নগরগুলি হইত খুবই প্রকাণ্ড। শোনা যায়, বাবিলন নাকি আট বর্গ ক্রোশ জুড়িয়া ছিল! সমতল প্রান্তরের মাঝ দিয়া য়ুফ্রাতিস বহিয়া গিয়াছে; তাহারই উভয় তীরে প্রাচীন বাবিলন স্থাপিত ছিল। নগরের চারি পার্শ্বে খাল, খালের ধারগুলি পোড়া ইট দিয়া বাঁধানো। খালের উপরেই নগর বেড়িয়া প্রাচীর। সে প্রাচীরই বা কি বিরাট ব্যাপার! মাটি হইতে তিন শ' ফিট্ উচ্চ! আর প্রস্থে পঁচাত্তর ফিট্! প্রাচীরের উপরে দুই সারি ঘর সামনা সামনি ছিল এবং তাহার মাঝ দিয়া চার ঘোড়ার একখানি রথ বেগে চলিতে পারিত; এখন বুঝিতে পারিতেছ প্রাচীরটা কতখানি চৌড়া ছিল! নগরে প্রবেশের শত দ্বার ছিল। শত দ্বারই পিতলের নির্ম্মিত, আলোকের আভায় তাহা স্বর্ণের ন্যায় ঝক্‌মক্ করিত! এ ছাড়া নগরের মধ্যে আর এক সারি ছোট প্রাচীর ছিল—ছোট হইলেও তাহা কিছু কম শক্ত নয়!

নগরের ভিতরটি খুবই মনোরম ছিল! সমস্ত রাস্তাগুলি সোজা ও একটির সহিত আর একটি সমান্তরাল ভাবে চলিয়া গিয়াছে। সমস্ত রাস্তা বাঁধা, প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। উভয় পার্শ্বেই দ্বিতল ত্রিতল গৃহ।

নগরের মধ্যে 'ঝুলানো বাগান' থাকে থাকে উঠিয়া গিয়াছে। তাহারই পার্শ্বে বৃক্ষলতায় ঘেরা কুঞ্জবনের মাঝে রাজার প্রাসাদ।

নদীর অপর পারে 'বেল' দেবের মন্দির। প্রকাণ্ড একটি চতুষ্কোণ স্থানের উপর নিরেট ভিত্তির উপর আটতলা তোরণ। উপরে

উঠিবার সিঁড়ি বাহির দিয়া ঘেরিয়া ঘেরিয়া উঠিয়াছে। মাঝে এক স্থানে বসিবার জায়গা। উপাসকেরা ক্লান্ত হইয়া সেখানে বসিত। অষ্টম তলায় একটি প্রকাণ্ড গৃহ; সেইটিই দেবতার মন্দির। শোনা যায়, এই মন্দিরটি নাকি মহামূল্য রত্নরাজি দিয়া সুশোভিত ছিল।

নগরের দুই অংশের মাঝখান দিয়া য়ুফ্রাতিস্ বহিয়া যাইত; লোকে বহুদিন নৌকা করিয়া পারাপার করিত। তারপর সেমিরামিস্ নামে রাণী কয়েকটি সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সেই সেতুরও একটু বিশেষত্ব ছিল। যদিও তাহা পাথর দিয়া গাঁথা তথাচ খানিকটা স্থান খালি ছিল,—সেখানটাতে দিনমানে কাঠ দেওয়া থাকিত; রাত্রে তুলিয়া রাখা হইত, পাছে এপারের চোর অপর পারে গিয়া চুরি করিয়া পলাইয়া আসে!

এই গেল বিরাট বাবিলন নগরের বর্ণনা! বাবিলন যেমন সুন্দর তেমনি দৃঢ় ছিল। গ্রীক্ ও অন্যান্য জাতির লোকেরা আসিয়া অবাক্ হইয়া এই নগরীর সৌন্দর্য্য দেখিত।

আজকাল বাবিলনের এই সকল স্থাপত্যের চিহ্নমাত্রও নাই। কেবল মাঝে মাঝে স্তূপ ও প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। ইহাই বাবিলনের অতুল কীর্ত্তির শ্মশান-ভস্ম—প্রাচীন কীর্ত্তির কণামাত্র চিহ্ন।

এই বর্ণনার মধ্যে সত্য মিথ্যা কতখানি জড়িত, তাহা তোমরা বড় হইয়া জানিতে পারিবে।

বাবিলনের শূন্য উদ্যান (কল্পিত)
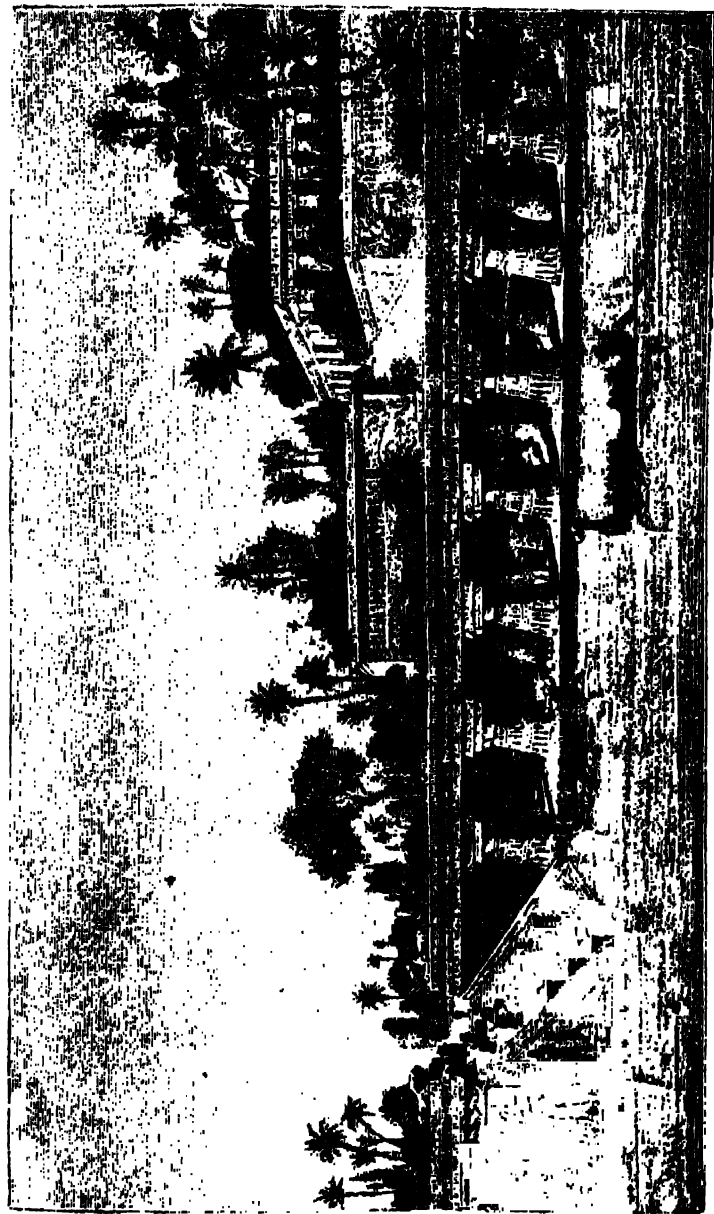
ইহুদী জাতি।

ইহুদী জাতি

তোমরা নিশ্চয়ই বাইবেলের নাম শুনিয়াছ। এই বইখানি খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তক। আমাদের যেমন রামায়ণ মহাভারতে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিকথা, পৌরাণিক গল্প, ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ, আচার ব্যবহার, আইন কানুন, প্রভৃতি নানা বিষয় লিপিবদ্ধ আছে, তেমনি বাইবেল গ্রন্থখানি ইহুদীজাতির যাবতীয় ইতিহাস, উপাখ্যান ও ধর্ম্মমতের সমষ্টি। গ্রন্থখানি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রাচীনতম অংশের নাম Old Testament বা প্রাচীন বিধান, ও শেষাংশের নাম New Testament বা নূতন বিধান। গ্রন্থের প্রাচীনতম অংশটি হিব্রু ভাষায় লিখিত। সে ভাষা অত্যন্ত দুরূহ, আমাদের সংস্কৃতের মত। পণ্ডিতেরা ছাড়া সে ভাষা অপর কেহই জানে না। 'নূতন বিধান' খানি গ্রীক্ ভাষায় লিখিত। সেই গ্রন্থে খৃষ্টের জীবনী ও উপদেশ সংগৃহীত। তাঁহার শিষ্যেরা ও অন্যান্য প্রাচীন খৃষ্টানেরা মহাত্মা যীশুর যে জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহারই নাম নূতন বিধান। এই গ্রন্থখানি একুশ ভাগে বিভক্ত। ইহা চারি শত পঁচাশি বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছে! পৃথিবীতে এমন আর একখানি গ্রন্থ নাই, যাহা এত ভাষায় অনূদিত ও এত দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হইয়াছে! কোথায় আফ্রিকার নিগ্রোদের দেশ, জুলুদের রাজ্য, কোথায় প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবালকীট নির্ম্মিত ক্ষুদ্র দ্বীপ, কোথায় তুষারময় পাহাড়ের মাঝে ছোট একটুকু উপত্যকা—সেখানেও বাইবেল

প্রচারিত হইয়াছে। তোমাদিগের কাছে সেই গ্রন্থের মাতৃভূমি পালেষ্টাইনের ইতিহাস ও সেই গ্রন্থের রচয়িতা ইহুদীজাতির কথা এখন বলিব।

এমন এক সময় ছিল, যখন ইহুদীরা নিতান্ত দীনভাবে প্রকৃতির দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। হাজার হাজার বছর আগে তাহারা নিতান্ত অসভ্য ছিল। তাহাদের তখন না ছিল ঘর, না ছিল আপনাদের কোনো দেশ। মেসোপটেমিয়া, আর্ম্মেনিয়া প্রভৃতি তুরস্কের প্রদেশে প্রদেশে মেষ, ছাগল, পশুপাল লইয়া তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। তাদের সঙ্গেই তাদের সংসার চলিত; পশুপালের পিঠের উপরে তাঁবুর কাপড়, খোঁটার কাঠ চাপাইয়া তারা বছরের কয়েকমাস এখানে, কয়েকমাস সেখানে—এইরূপ করিয়া বেড়াইত। পশুপাল লইয়া বাস করিতে করিতে এক জায়গার ঘাস ফুরাইল, অমনি তাঁবুর খোঁটায় ঘা পড়িল, দড়িতে টান পড়িল, জিনিষপত্র টানাটানি আরম্ভ হইল—তাহারা অন্য শস্যক্ষেত্রের অন্বেষণে চলিল। এরূপে যারা ভ্রমণ করে তাহাদিগকে বলে যাযাবর জাতি। সমস্ত মানবেরই এক সময়ে এমন দিন ছিল। সেই সময়কার—যখন মানুষ ঘর দুয়ার বাঁধিতে শিখে নাই, সভ্যভব্যভাবে সহর গ্রামে বাস করিতে শিখে নাই—তখনকার একটা গল্প বলি শোন।

ইয়ুসুফ।

অতি প্রাচীনকালে বাবিলনের নিকটে ইহুদীগণ বাস করিত। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইয়াকুব নামে এক ইহুদী ছিল। মাঠের মাঝে তাঁবুর ভিতরে ছিল তার বাস,—কখনো এখানে কখনো সেখানে ঘুরিয়া বেড়ানো ছিল তার সারা বছরের কাজ। ছাগল ভেড়া তাড়নায় সে সারাদিন ব্যস্ত থাকে, আর সাঁজের বেলায় ঘরে

ফিরিয়া ভগবানের কাছে বলি দিয়া সে কত আনন্দ পায়! এমনি করিয়া তার দিন কাটে, বছর যায়। বৃদ্ধ ইয়াকুবের তিন স্ত্রী। সেকালের প্রথানুসারে লোকে একাধিক বিবাহ করিতে পারিত। তাদের বারটি ছেলে। ছেলেদের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠের নাম ইয়সুফ। তাহার বৃদ্ধাবস্থার ছেলে বলিয়া ইয়াকুব ইয়ুসুফকে একটু বেশী ভালবাসিতেন। তাই আদর করিয়া বাপ একটি নানারঙ্গের কোর্ত্তা তাহাকে কিনিয়া দিয়াছিলেন। তখনকার দিনের জামা—বিশেষতঃ আবার রঙ্গবিরঙ্গের জামা—বড় একটা অমূল্য জিনিষ! ইহাতে ইয়ুসুফের বড় ভাইয়েরা হিংসার আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল! ইয়ুসুফ নিতান্ত সরল—অত্যন্ত ছেলে মানুষ;—তার মনের মধ্যে কোনো ছলচক্র ছিল না।

তখন তার বয়স বছর সতের। একদিন সে তার ভাইদের কাছে বলিল—"ভাই সব, কাল রাত্রে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। দেখি কিনা—আমরা সকলে মিলিয়া ধান কাটিয়াছি; ধানের আটিগুলি বাঁধা হইয়াছে। এমন সময় আমার ধানের আটিগুলি খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। তারপর তোমাদের আটিগুলি সেইরূপ দাঁড়াইয়া উঠিয়া শিষশুদ্ধ মাথা নাড়িয়া আমার ধানকে প্রণাম করিল।" ভাইয়েরা একথা শুনিয়া মনে ভারি চটিল, সে বার কিছু বলিল না।

কিছুদিন পরে সে আর এক স্বপ্ন দেখিয়া ভাইদের বলিল—"ভাই সব, আমি কাল রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। দেখিলাম যে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়িয়া বেড়িয়া আমাকে বন্দনা করিতেছে।"

ইয়াকুব একথা শুনিয়া বলিলেন—"ছীঃ ছীঃ! বুড়ো বাপ, আর ভাইরা তোর বন্দনা কর্‌বে—এমন কথা বল্‌তে আছে!"

ভাইয়েরা দেখিল, ইয়ুসুফ থাকিলে তাদের আর ভরসা নাই! সে

বাপের সমস্ত আদর যত্ন টুকু লুটিয়া লইতেছে, তারা সকলে মিলিয়া তাঁর স্নেহের কণাটুকুও পায় না।

একদিন ভাইয়েরা মাঠের পর মাঠ, বনের পর বন পার হইয়া পশুপাল চরাইবার জন্য তৃণে-ঢাকা এক শ্যামল ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। কয়েকদিন পরে ইয়াকুব পুত্রদের সংবাদ লইবার জন্য ইয়ুসুফকে পাঠাইলেন। অজানা পথ দিয়া লোককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, কত জনাকীর্ণ গ্রাম, কত নির্জন বন, সীমাহীন মাঠ পার হইয়া সে ভাইদের তাঁবুর কাছে উপস্থিত হইল। দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া তার ভাইয়েরা আপনাদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল—'উহাকে লইয়া কি করা যায়।' সকলে মিলিয়া ঠিক করিল—"যাক্, উহাকে প্রাণে মারিব না, ঐ কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিই।" হিংসায় তাদের মন এমনি জরজর হইয়াছিল যে ছোট ভাইটিকে মারিতে তাদের মনে একটু মাত্র ব্যথা লাগিল না! কিন্তু ভগবানের কৃপায় সেই কূপে জল ছিল না। ভাইদের নজর ছিল সেই রঙ্গ-বিরঙ্গের জামাটির উপর; সেইটা তারা খুলিয়া লইল। এমন সময় একটু দূর দিয়া একদল বণিক উটের উপর চড়িয়া বাণিজ্য করিতে যাইতেছিল। উটের পিঠে নানা রকমের মসলা-পাতি, গন্ধদ্রব্য চাপানো। উটের দল সারি বাঁধিয়া মিশরের দিকে চলিতেছিল। তাহাদের কাছে সামান্য মূল্যে ইয়ুসুফকে তাহার ভাইয়েরা বিক্রয় করিয়া ফেলিল। এদিকে এক ছাগশিশু কাটিয়া তার রক্তে ইয়ুসুফের জামা রঞ্জিত করিয়া সেটি বাপের কাছে লইয়া গেল। বাপ ভাবিলেন, ছেলে নিশ্চয়ই কোনো হিংস্র জন্তু কর্তৃক নিহত হইয়াছে। এই ভাবিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি অন্ধপ্রায় হইলেন। আর ইয়ুসুফকে লইয়া সেই বণিকেরা সুয়েজ যোজক পার হইয়া নীল নদের ধারে মিশরদেশে চলিয়া গেল।

সেখানে 'পতিফার' নামে ফেরোর এক কর্ম্মচারীর কাছে বালক ইয়ুসুফকে তাহারা বিক্রয় করিল। পতিফার ছিলেন রাজ-রক্ষীদের নায়ক। রাজ-সরকারে তাঁর খুব সম্মান। ইয়ুসুফ পতিফারের কাছে কাজকর্ম্ম করিয়া তাঁর বড়ই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু পতিফারের স্ত্রী ছিল ভারি দুষ্ট! তারই জন্য ইয়ুসুফকে কারাগারে যাইতে হইল। বিদেশে, কারাগারে, আঁধার ঘরে, অচেনা লোকের মাঝে ইয়ুসুফের সহায় ছিলেন ভগবান্। অল্পদিনের মধ্যে কারাগারে সে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। কারারক্ষক তাহাকে স্নেহও করিত, শ্রদ্ধাও করিত। তার পরামর্শ ছাড়া কারাগারের কেহই কোনো কাজ করিত না। কয়েদীদের ভার পর্য্যন্ত ইয়ুসুফের হাতে দিয়া কারারক্ষক নিশ্চিন্ত থাকিত।

এমনি করিয়া দিন যায়! এমন সময়ে একদিন মিশর-রাজের সর্দ্দার পাচক ও প্রধান রুটিওয়ালা সেই কারাগারে কয়েদী হইয়া আসিল। আর ইয়ুসুফ যে কোঠায় ছিল তাদেরও সেই কোঠাতে রাখা হইল। এক রাত্রে তারা দুইজনে প্রায় একরকমেরই এক স্বপ্ন দেখিল। পরদিন প্রাতে ইয়ুসুফ সেথানে আসিয়া দেখে যে সেই দুটি লোক অতিশয় বিমর্ষ মনে এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সর্দ্দার পাচক বলিল,—"কাল রাত্রে এক স্বপ্ন দেখেছি, তাহার অর্থই বা কি- আর সে স্বপ্ন ব্যাখ্যাই বা কে করিবে? তাই মনের দুঃখে বসে আছি।"

ইয়ুসুফ স্বপ্নের কথা শুনিয়া বলিলেন, "তিন দিন পরে তুমি মুক্তিলাভ করিবে ও সসম্মানে তোমার পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

পাচকের স্বপ্নের আশাপ্রদ ব্যাখ্যা শুনিয়া রুটিওয়ালা তাহার স্বপ্নেরও অর্থ জানিতে চাহিল। ইয়ুসুফ বলিলেন, "তিন দিন পরে, তোমার মাথা দেহ হইতে ছিন্ন হইবে, আর গাছের ডালে, তোমার

শরীর ঝুলিবে। পাখীরা নানা দিক্ দেশ হইতে আসিয়া মহানন্দে তোমার মাংস আহার করিবে।" এই কথা শুনিয়া রুটিওয়ালা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল।

তারপর তিন দিন কাটিয়া গেল। সে দিন ফেরোর জন্মদিন। রাজ্যময় ধুম্‌ধাম্, বাদ্য বাজে দুম্‌দাম্, গণ্ডগোল হট্টরোল: আনন্দে চারিদিক ভাসিতেছে! প্রতি গৃহে মঙ্গলসূচক পতাকা উড়িতেছে। দ্বারে দ্বারে মঙ্গল-চিহ্ন সুসজ্জিত! আজ ফেরো তাঁর সকল ভৃত্যকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। পাচক মুক্তি পাইল। কিন্তু রুটি-ওয়ালার মুণ্ড ঘাতকের হাতে কাটা পড়িল।

এমনি করিয়া দুই বৎসর কাটিয়া গেল। একরাত্রে ফেরো স্বয়ং এক স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নটি এই—"একদিন রাজা নদীতীরে বেড়াইতেছেন এমন সময়ে সাতটি স্থূলকায়া গাভী নীলনদ হইতে উঠিয়া চরিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দেখেন কি, সাতটি রোগা রোগা গরু উঠিয়া সেই মোটা গরুগুলিকে খাইতে আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু তাহাতে তাহাদের শরীর পুষ্ট হইল না।"

পরদিন প্রাতে উঠিয়া রাজা ভাবনায় চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। মিশরে যত বড় বড় পণ্ডিত পুরোহিত ছিল রাজসভায় সকলের ডাক পড়িল! সকল যাদুবিদের যাদু ব্যর্থ হইল। স্বপ্নের অর্থ কেহই ভাবিয়া পান না! এমন সময়ে রাজ-পাচক আসিয়া ইয়ুসুফের আশ্চর্য্য বুদ্ধির কথা বলিল। তখনি রাজসভায় কয়েদী ইহুদী বালকের ডাক্ পড়িল! এতদিনের অযত্ন অপরিচ্ছন্নতায় সুন্দর ইহুদী-কান্তি কি শ্রীহীন হইয়াছে! কারাগারের বেশ ছাড়িয়া পরিচ্ছন্ন, পবিত্র হইয়া ইয়ুসুফ রাজদরবারে হাজির হইলেন। রাজস্বপ্ন শুনিয়া ইহুদী যুবক বলিলেন—"মহারাজ, আপনার দেশে সাত বৎসর খুবই প্রচুর শস্য হইবে। তারপর সাত বৎসর দেশে

ভীষণ দুর্ভিক্ষ—অন্নকষ্টে লোকে হাহাকার করিবে—অন্নাভাবে প্রজারা মরিবে। মহারাজ, এখন হইতে আপনার রাজসরকারে এমন একজন লোক নিযুক্ত করুন, যিনি সমস্ত বুঝিয়া শুনিয়া, ভবিষ্যৎ বিচার করিয়া বিজ্ঞের ন্যায় রাজ্যশাসন করিতে পারেন—শস্য ও খাদ্য দ্রব্যের যথাযথ বন্দোবস্ত করিতে পারেন।"

ফেরো ভাবিয়া চিন্তিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ইয়ুসুফকে বলিলেন,—"ভগবান্ তোমায় এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তুমি একাজের উপযুক্ত লোক, না হ'লে ভগবান্ কেন তোমায় এখানে এনে দেবেন? আমি তোমাকেই মিশরের সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া দিলাম। আমি যদিও নামে ফেরো থাকিলাম—কিন্তু তোমার কথা ছাড়া কেহ আঙ্গুলটি পর্য্যন্ত নাড়াইতে পারিবে না। আর তোমার রথ আমারই রথের পিছনে যাইবে।" এ কম সম্মানের কথা নয়! ইয়ুসুফের জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

ইয়ুসুফ খুব বিচক্ষণতার সহিত শত শত গোলায় ধান বোঝাই করিয়া রাখিলেন। ক্রমে সাত বৎসর পরে দেশে অন্নকষ্ট আরম্ভ হইল। ধনীর ঘরে ধন আছে, ধান নাই। দুঃখীর ঘরে ধন ত নাই-ই, ধানও নাই। ক্রমে ভিক্ষা মেলা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। সারাগ্রাম ঘুরিয়া ভিখারী এক মুঠা ভিক্ষা পায় না। দেশময় দুর্ভিক্ষের হাহাকার ধ্বনি পড়িয়া গেল। সকলে রাজবাড়ীর দ্বারে আসিয়া 'কোথায় অন্ন, কোথায় অন্ন!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ফেরো বলিলেন, "যাও ইয়ুসুফের কাছে, সে-ই তোমাদিগকে অন্নদান করিবে।" সে বার পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই দুর্ভিক্ষ! মিশরের অক্ষয় ধানের গোলা নিঃশেষিত! ইয়ুসুফের সুবুদ্ধির জন্য মিশরবাসীরা প্রাণে বাঁচিয়া গেল। কিন্তু পৃথিবীর অন্য অন্য দেশের অবস্থা একবার কল্পনা কর।

ইয়ুসুফের বৃদ্ধ পিতা ইয়াকুব ও তাঁহার ছেলেরা অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছিল। ইয়াকুব বলিলেন, "বাছারা, এখন পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকলে কি লাভ হবে? এখন শস্যের সন্ধানে বাহির হও। শুনেছি মিশরে প্রচুর ধান আছে; কিছু টাকা নিয়ে সেখানে যাও।"

ইয়ুসুফের কাছে আসা মাত্রই তিনি ভাইদের চিনিতে পারিলেন; কিন্তু তাহারা কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। তারা ত স্বপ্নেও ভাবে নাই যে তাহাদের ভাই এখন মিশরের সর্ব্বময় কর্ত্তা! ইয়ুসুফ নিজের পরিচয় দিলেন না। তিনি কঠোর ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে? আমার সন্দেহ হয় যে তোমরা মিশরের ভিতরের সংবাদ জানবার জন্য এসেছ। তোমরা নিশ্চয়ই গুপ্তচর।" এ কথা শুনিয়া তারা কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা খুলিয়া বলিল। "বাড়ীতে আমাদের বাপ মা ও এক ছোট ভাই ছাড়া আর কেউ নাই। আমরা ইহুদী, আমাদের ভিতরে কোনো অসরল ভাব নেই।" ইয়ুসুফ তাঁর ছোট ভাই বেঞ্জামিনকে দেখেন নাই। তাকে দেখিবার জন্য তাঁর মনে ভারি ব্যাকুল হইল। কিন্তু তথাচ তিনি আপনার পরিচয় দিলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমাদের ছোট ভাইকে আন। আমি তোমাদের একজনকে এখানে আটকাইয়া রাখিব, বেঞ্জামিনকে আনিলে তবে তাহাকে ছাড়িয়া দিব।" এই বলিয়া এক ভাইকে আটকাইয়া রাখিয়া সকলকে ছাড়িয়া দিলেন। তারা কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিল। বৃদ্ধ ইয়াকুব সমস্ত কথা শুনিয়া বুক থাপড়াইয়া 'হায়! হায়!' করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে ধানের শেষ মুটিতে হাত পড়িল। তখন আর উপায় নাই দেখিয়া বৃদ্ধ ইয়াকুব বেঞ্জামিনকে পাঠাইয়া দিতে রাজি হইলেন। গাধার পিঠে টাকার থলি চাপাইয়া,

ইয়াকুবের ছেলেরা মরুভূমি পার হইয়া মিশরে আসিল। ইয়ুসুফ তখনো তাঁহার পরিচয় দিলেন না। সেই দিন প্রকাণ্ড এক ভোজে তাঁহার ভাইদের নিমন্ত্রণ করিলেন। আহারান্তে নিভৃতে নীরবে অনেকক্ষণ কাঁদিয়া তিনি হৃদয়ের ভার কমাইলেন; কিন্তু পিতার দুঃখের কথা যখন তাঁর মনে হইল, তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁর সে ক্রন্দনের ধ্বনি ফেরোর কাণে পঁহুছিল। ভাইদের কাছে তিনি আত্মপরিচয় দিলেন। তারা হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ইহুদীদের মিশরে আগমন। (১৭০০ খৃঃ পূঃ)

তারপর ইয়ুসুফ তাঁর পিতামাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতৃকন্যা প্রভৃতি সকলকে মিশরে আনিলেন। ইহুদীরা মিশরে উপনিবেশ স্থাপন করিল। এটি বাইবেলের গল্প।

কিছুকাল ইহুদীরা সেদেশে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিল। রাজ্যমধ্যে ইয়ুসুফের অদ্বিতীয় ক্ষমতা। তাই সুন্দর একখানি দেশ ইহুদীদের জন্য তিনি রাজার কাছ হইতে চাহিয়া দিলেন। ইয়ুসুফের সুন্দর রাজ্য-শাসনপ্রণালীতে রাজা প্রজা সকলে সুখী! চারিদিকে পৌত্র দৌহিত্রগণকে চন্দ্রের কলার মত দিনে দিনে বাড়িতে দেখিয়া বৃদ্ধ-বয়সে ইয়ুসুফ মারা গেলেন।

ইহুদীদের দাসত্ব। (১৬০০—১৪০০ খৃঃ পূঃ)

সেই সময়কার মিশরের রাজাদের বলিত 'মেষপালক'। তাঁরা দেশ হইতে বিতাড়িত হইলে নূতন রাজবংশ মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহাদের সময়ে ইহুদীদের আর সে ক্ষমতা থাকিল না। মিশরের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দেশটি পাইয়াছিল তারা, সেখানে ধনধান্যে, লোকসংখ্যায় তারা প্রতি বৎসরই বাড়িতেছিল। এবার যিনি

রাজা হইলেন, তিনি ইহুদীগণকে পশুর মত খাটাইতে লাগিলেন। তাদের দুঃখের দিন আরম্ভ হইল। বেচারীরা যাবতীয় কঠিন কাজ করিত। মাটি কাটা, পথ তৈয়ারী করা, পাথর বহন করা, পিরামিড, মন্দির, রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করা, কাদা ছেঁচা, খাল কাটা, ইট বানানো, ইট পোড়ানো, সমস্ত কাজ তাহাদিগকেই করিতে হইত! বিনিময়ে উঠিতে বসিতে শাসন আর বেত!

নূতন রাজা বলিলেন, "দেখ, ইহুদীদের লোকসংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে—উহাদের দিয়া যত পার খাটাইয়া লও। ইট যেন একখানি কম না করে; আর তাদের খড় দেওয়া হইবে না—সে সমস্ত তারা নিজেরা সংগ্রহ করিবে। তা না করিলে তারা অত্যন্ত অলস হইয়া পড়িবে!"

তারপর, রাজ্যে দুই ইহুদী ধাত্রী ছিল, তাদের ডাকিয়া রাজা বলিলেন—"ইহুদীদের ঘরে যদি ছেলে জন্মায় তবে তোমরা তাহাদিগকে তখনি মারিয়া ফেলিবে। আর মেয়ে হইলে রাখিয়া দিবে।" ইহুদীদের বংশ লোপ করিবার জন্য তিনি বদ্ধ-পরিকর। কিন্তু ধাত্রীদের ভগবানে একটু বিশ্বাস ছিল—তারা বলিল, "মহারাজ, ইহুদী রমণীর ধাত্রীর বড় প্রয়োজন হয় না। তারা নিজেরাই আপন সন্তান প্রসব করাইতে পারে।" তখন ফেরো একেবারে খোলা হুকুম দিলেন, 'ইহুদীদের ঘরে ছেলে জন্মিবামাত্র তাহাকে নদীর জলে ভাসাইয়া দিবে। এ আদেশ অমান্য হইলে অনর্থ হইবে—ইহুদীবংশ একেবারে ছারেখারে যাইবে।' এ আদেশ শুনিয়া ইহুদী-পল্লীতে কি হাহাকার ধ্বনি উঠিল, তা তোমরা মনে মনে কল্পনা কর।

মুসা বা মোজেস্। (১২৭০ খৃঃ পূঃ)

এক হিব্রু রমণী তার প্রাণের ধনটিকে জন্মিবামাত্র নদীর জলে ভাসাইতে পারিল না। অনেক কষ্টে লুকাইয়া লুকাইয়া

তিন মাস সে তাকে ঘরে রাখল। তারপর ত আর তাকে রাখা যায় না! রাজার কাছে খবর গেলে তার কি আর রক্ষা আছে! একদিন ভোরের বেলায় যখন পাখীরা তাদের কুলায় ছেড়ে বাহির হয় নি—রাস্তাঘাটে লোকজনের চলাচল মাত্র আরম্ভ হয়েছে, প্রাচীন দেবমন্দিরে যখন বৃদ্ধ পুরোহিত পুরীর মঙ্গলের জন্য অর্ঘ্য লইয়া যাইতেছেন—সেই সময়ে সেই ইহুদীরমণী একটী সরের ভেলায় করিয়া তার বুকের ধনটিকে জলে ভাসাইয়া দিল। নিকটেই ঘাট, তাতে কেবল রাজবাড়ীর মহিলারা স্নান করেন। সেদিন রাজকুমারী দুইটী সহচরীকে সঙ্গে লইয়া ঘাটে আসিয়াছেন। ঘাটের ধারে শুকনো খড়ের মাঝে সরের ভেলায়, জলের ঢেউ ভক্ ভক্ করিয়া লাগিতেছে; আর পাড়ের খড়গুলি বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া একটি ছোট শিশুর মুখে বীজন করিতেছে। ছেলেটিকে দেখিয়া রাজকুমারীর বড় মায়া হইল; তিনি তাকে জল হইতে তুলিয়া লইলেন। তাঁর নারী-হৃদয় করুণায় গলিয়া গেল। এদিকে সেই বালকের মাসী ছেলেটির অদৃষ্টে কি আছে দেখিবার জন্য অদূরে গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল। সে আসিয়া বলিল,—"ইহাকে মানুষ করিবার জন্য কোনো লোকের প্রয়োজন আছে কি?" রাজকুমারী বলিলেন, "হাঁ আছে।"

তখন মাসী গিয়া তার মাকে ডাকিয়া আনিল। রাজকন্যা বলিলেন, "আমার নামে তুমি ওকে মানুষ কর গে, আমি তোমায় খরচ দিব।" মার কি আনন্দ, তার কি শান্তি—তা কি আর লিখিয়া বোঝানো যায়!

বালকের নাম রাখা হইল মুসা। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুসা বুঝিতে পারিলেন যে তিনি ইহুদী, আর তাঁর জাতির লোক পরের দেশে দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধা! একদিন মুসা দেখিলেন যে

কতকগুলি ইহুদী এক জায়গায় কাজ করিতেছে; এমন সময়ে একজন মিশরবাসী বিনা কারণে তাদের এক জনকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করিতেছে। এমন অন্যায় অত্যাচার দেখিয়া মুসার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল! বিদ্যুতের মত বেগে যুবক মুসা সেই অপরাধীর উপরে পড়িয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন ও তাহার দেহ বালির মধ্যে পুঁতিয়া রাখিলেন। ফেরোর কাণে কথাটা উঠিল বটে, কিন্তু কোনো প্রতিকার করিবার পূর্ব্বেই মুসা এশিয়ার এক যাযাবর জাতির মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানে তাঁর বহুবৎসর কাটিয়া গেল। বিবাহাদি করিয়া সংসার পাতাইলেন; পুত্র কন্যা ও পৌত্র দৌহিত্রের মুখ দেখিলেন। সেই পাহাড়ের উপত্যকায় শ্যামল মাঠের মাঝে তিনি তাঁর মেষগুলি চরাইতেন।

যখন তিনি খুব বৃদ্ধ হইয়াছেন তখন তাঁর স্বজাতীয় লোকের কথা মনে পড়িল। মিশরে আসিয়া তিনি ইহুদীদিগকে জাগাইয়া তুলিলেন। ফেরোর কাছে গিয়া তিনি তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিশ্রুত দেশ—কানানে লইয়া যাইবার অনুমতি চাহিলেন। রাজা স্বীকৃত হইলেন না; মুসা রাজার কাছে নানা দৈবশক্তির পরিচয় দিলেন, ভয় দেখাইলেন, মিনতি করিলেন, কিন্তু রাজার কঠিন মন নরম হইল না। মুসা রাজ্যময় অসংখ্য ভেক ছাড়িয়া দিলেন, একবার রাজ্যময় ইঁদুর ছাড়িয়া দিলেন—আরও কত কি আশ্চর্য্য ব্যাপার নাকি করেছিলেন; কিন্তু তবুও রাজার মন টলিল না। তখন মিশরদেশে ভীষণ মহামারি দেখা দিল। সহস্র সহস্র লোক মরিতে লাগিল। মুসা আসিয়া রাজদরবারে বলিলেন, "মহারাজ, আজ মিশররাজ্যে সকল পিতার প্রথম পুত্র মরিবে।" সেই রাত্রে গ্রামে নগরে সহস্র সহস্র লোক মরিল। প্রতিগৃহ হইতে, গগনভেদী ক্রন্দন উঠিল। এমন সময় ওকি! রাজবাড়ীতে কিসের কান্না? সাত সিংহদ্বার পার হইয়া পাথরগাঁথা প্রাচীর ভেদ করিয়া সেখানেও

শোক প্রবেশ করিয়াছে! হায় হায়! রাজার একমাত্র পুত্র. হৃদয়ের ধন, প্রাণের পুতুল রাজকুমার মারা গিয়াছে! রাজা বুক চাপড়াইয়া, মাথা খুঁড়িয়া, আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সেই রাত্রে মুসার ডাক পড়িল। রাজা বলিলেন, "মুসা, তোমরা আমার দেশ হইতে অবিলম্বে চলিয়া যাও। তোমাদের গরু ভেড়া, উট ঘোড়া সমস্ত লইয়া যাও। ছেলে মেয়েরা, সব চলে যাক্। তোমাদের দেবতাকে তোমরা পূজা করগে, আর আমাকে আশীর্ব্বাদ কর।"

ইহুদীদের প্রতিশ্রুত দেশে যাত্রা।

তার পরদিন ইহুদী মহলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তাহারা তাহাদের পাড়া পড়শী মিশরবাসীদের কাছ হইতে গহনা-পত্র প্রভৃতি নানা জিনিষ পত্র চাহিয়া আনিল। মিশরবাসীরা তাহাদিগকে দেশ হইতে বিদায় দিবার জন্যই ব্যস্ত—তাই বিনা বাক্যব্যয়ে অলঙ্কারাদি দিয়া দিল! দেখিতে দেখিতে ইহুদীরা প্রস্তুত হইল। ছাগল, ভেড়া, উট, ঘোড়া জড় করিল। ঘোড়ার পিঠে জিনিষপত্র কাঠ কাঠরা, তাঁবু তক্তা, কত জিনিষ যে সাজাইল—তার ঠিক ঠিকানা নাই! উটের পিঠে গদীর উপরে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলিকে বসাইয়া দিয়াছে—আর লম্বা দড়ি ধরিয়া একজন উট হাঁকাইয়া চলিতেছে। পথের ধূলা উড়াইয়া, মরুভূমির বালুকা-রাশি পার হইয়া তারা লোহিত সাগরের কিনারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ মিশরে সৈন্যসজ্জার ধুম পড়িল! ফেরো ইহুদী-গণকে যাইবার অনুমতি দিয়া এখন 'হায় হায়' করিতেছেন। দুঃখ করিবারই ত কথা! এমন বিনা পয়সার চাকর আর কোথায় পাওয়া যাইবে? ইহুদীরা ছিল ভারবাহী গর্দ্দভ! তারা চলিয়া

গেলে সত্যই ত দেশের ক্ষতি! তাই তখনি রাজ্যময় সৈন্যসজ্জা আরম্ভ হইল! উটে চড়িয়া, ঘোড়ায় চাপিয়া, রথে উঠিয়া, পায়ে হাঁটিয়া সৈন্যদল পিপীলিকার সারির মত চলিয়াছে! লোহিত-সাগরের তীরে আসিয়া সকলে দেখে যে ইহুদীরা কোন্ সময়ে পার হইয়া চলিয়া গিয়াছে! তখনো সাগরে জল কম ছিল—কিন্তু যেই মিশরসৈন্য সাগরজলে নামিয়াছে অমনি কোথায় ছিল বান—হুহু শব্দে শাদা ফেণ উদ্গার করিতে করিতে জল আসিয়া মিশরসৈন্যকে গ্রাস করিল! কি ভয়ঙ্কর সে দৃশ্য! জলের মুখে তৃণের মত সমস্ত ভাসিয়া চলিল! মানুষ, রথ, ঘোড়া, উট, সৈন্য-সামন্ত, রসদপত্র, অস্ত্র শস্ত্র সব চলিল! কেহই বাঁচিল না, কিছুই থাকিল না—মানুষের ক্রন্দন, অশ্ব-উষ্ট্রের চীৎকার, সাগরের গর্জ্জন, বাতাসের শন্ শন্ সমস্ত মিশাইয়া সেদিনকার আকাশকে কিরূপ আন্দোলিত করিয়াছিল তাহা একবার কল্পনা কর!

রাজা অনেক কষ্টে বাঁচিয়া দেশে ফিরিলেন। ইহুদীরা কানান অভিমুখে চলিল। কানান দেশে যাইবে, এই তাদের ঠিক ছিল। কিন্তু এত লোক যাওয়া ত সহজ ব্যাপার নয়! কোথায় এত লোকের ক্ষুধার খাদ্য পাওয়া যায়! মরুভূমির মাঝে কোথায় এত লোকের তৃষ্ণার জল মিলে! তাই তারা মুসার পরামর্শ অনুসারে একটি সুরম্য স্থানে কিছুকালের জন্য উপনিবেশ স্থাপন করিল।

মুসার এখন খুব বয়স হইয়াছে। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে ইহুদী জাতির মধ্যে ধর্ম্মের ভাব জাগ্রত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিধি-নিষেধের শৃঙ্খল বাঁধিয়া, নিয়ম কানুনে সংযত করিয়া, তিনি ইহুদীজাতিকে এক করিবার প্রয়াস পাইলেন। মুসার আইনপুস্তক দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। সেই মহাপুরুষ কি বুদ্ধি, কি শক্তি, কি দূরদর্শিতা লইয়াই না ইহুদীজাতির মধ্যে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! মুসা তখন সমস্ত ইহুদীজাতির হৃদয়ের দেবতা হইয়াছেন। সকলে তাঁহাকে পিতার মত শ্রদ্ধা, রাজার মত ভয়, দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। তিনি ধর্ম্মবিষয়ে ইহুদীজাতির চোখ খুলিয়া দিলেন। শোনা যায়, তিনি নাকি একা সাইনাই পর্ব্বতের উপর উঠিয়া দেবতার কাছ হইতে এক আদেশলিপি আনয়ন করেন। মুসার পূর্ব্বে ইহুদীরা জড় উপাসক ছিল, মুসা বলিলেন, আমাদের দেবতার নাম 'জিহোভা', তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি ছাড়া আর কেহ উপাস্য নাই, তিনি ব্যতীত আর দেবতা কোথায়! লোকে তাঁর কথা শুনিল ও ভক্তিভাবে মানিয়া লইল। মুসা খুব বৃদ্ধ বয়সে দেহত্যাগ করেন। তখনও ইহুদীরা পথেই রহিয়াছে, প্রতিশ্রুত দেশ কানানে তখনও পৌঁছে নাই।

জসুয়া।

এই সময়ে ইহুদীজাতির মধ্যে এক বীরের মত বীর জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁর নাম জসুয়া। তিনি সমস্ত লোকের নেতা হইয়া উঠিলেন। জসুয়া বলিলেন, "চল, তোমাদিগকে কানান দেশে লইয়া যাই।" তাহারা সকলে কানানে চলিল, কিন্তু সেখানকার লোকেরা শীঘ্র কি জায়গা ছাড়িয়া দেয়! কত বিবাদ, কত যুদ্ধ করিয়া জসুয়া ইহুদীদের জন্য কানান দেশ অধিকার করিলেন। কিন্তু ইহার ফলে ফিলিস্থানীদের (পালেষ্টাইনবাসী) সহিত ইহুদীদের জন্মের মত বিবাদ দাঁড়াইয়া গেল।

কানানে ইহুদীরা প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথমে তাহাদের মধ্যে কোনো রাজা ছিল না। তারা নানা ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত ছিল, এক এক জাতির উপরে 'জজ' নামে কয়েক জন ব্যক্তি ছিলেন শাসনকর্ত্তা।

সামুয়েল। (১০৮০ খৃঃ পূঃ)

কিছুদিন পরে সামুয়েল নামে একজন লোক দেশের মধ্যে সকলের সম্মানের পাত্র হইয়া উঠিলেন। তাঁর চরিত্র, তাঁর সাধুতায় সকলে মুগ্ধ, তাঁর ব্যবহারে সকলে সন্তুষ্ট! এই সময়ে মুসার ধর্ম্মের বড়ই দুর্দ্দশা হইয়াছিল। লোকে তাঁর একেশ্বরবাদ ছাড়িয়া পুনরায় নানা সৃষ্টপদার্থের পূজায় মনোযোগ দিয়াছে। মুসার কথা এখন প্রাচীনের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, স্বপ্নের মত অলীক হইয়া উঠিয়াছে! এদিকে শাসনকর্ত্তারা নিতান্ত অসৎ হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা উৎকোচ লইয়া আপন সুবিধা মত বিচারাদি করেন, নিয়ম কানুনের ধার ধারেন না। সামুয়েলের দুই পুত্র ছিলেন শাসনকর্ত্তা। তাঁদের চরিত্র দেখিয়া পিতারও ঘৃণা হইল। লোকে আসিয়া সামুয়েলের কাছে বলিতে লাগিল, "অপর দেশে রাজা আছে, লোকেরা সেখানে বেশ সুখে থাকে; আমাদেরও একজন রাজা দিন।"

সল। (১০২০ খৃঃ পূঃ)

সল নামে একটি ছেলে, একদিন তার বাপের গাধা খুঁজিতে খুঁজিতে সামুয়েল যে গ্রামে ছিলেন সেই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সামুয়েল সলকে দেখিয়া বড়ই মুগ্ধ হইলেন! তার বিরাট দেহ, সুন্দর কান্তি, মধুর কণ্ঠ, সামুয়েলের বড়ই ভাল লাগিল! তিনি লোকের কাছে সলকে রাজা বলিয়া প্রচার করিয়া দিলেন। কিন্তু সকলে ত তাঁকে রাজা করিতে চায় নাই! তাই কিছু বিবাদ বিসম্বাদের পর কানানবাসীরা সলকে রাজা বলিয়া মানিয়া লইল।

সল রাজা হইয়া কানান দেশকে সুদৃঢ় ও ইহুদীজাতিকে উন্নত করিবার জন্য প্রাণপণ করিলেন। কিন্তু ফিলিস্থানীদের সঙ্গে কিছুতেই পারিয়া উঠিলেন না। তাহাদের অমিত তেজ! অনেক অশ্ব, অনেক

রথী, অনেক সৈন্য তাহাদের সহায়! ফিলিস্থানীরা তাহাদের দেবমন্দির লুণ্ঠন করিয়া দেবতাকে পর্য্যন্ত লইয়া গেল। নগর গ্রাম পোড়াইয়া গৃহস্থের ধনধান্য হরণ করিতে লাগিল! কিন্তু সল কিছুতেই কিছু করিতে পারিলেন না। সামুয়েল বৃদ্ধ হইয়াছেন, তিনি ভগবানের নাম করিয়া দিন যাপন করেন, তবুও দেশের মঙ্গলের কথা, জাতির কল্যাণের কথা তিনি একবারও ভুলেন নাই।

সলের পুত্র জোনাথান বড় ভাল ছেলে। যুবক যেমন বীর তেমনি ধর্ম্মপ্রাণ! সল মানুষের ভাল দেখিতে পারিতেন না, নিজের পুত্রের প্রশংসা পর্য্যন্ত তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সেই জন্য পিতা পুত্রকে মোটেই পছন্দ করিতেন না! এমন কি, তাঁহাকে সিংহাসন দিবেন না একবার একথাও বলিয়াছিলেন। কিন্তু জোনাথান ন্যায়ের পথ হইতে, সত্যের সরল রাস্তা হইতে একদিনও সরেন নাই।

এই সময়ে আর একজন বীর দেশের মধ্যে সূর্য্যের মত ধীরে ধীরে উঠিতেছিলেন। তাঁর নাম দায়ুদ। সামুয়েল দায়ুদকে নানা রাজসম্মান দিয়া সকলের কাছে আনিয়া দিলেন। দায়ুদ বীর ছিলেন, অল্পদিনের মধ্যেই রাজসভায় তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইল। সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে লাগিল। শোনা যায়, সেই সময়ে গোলিয়াথ নামে একটা রাক্ষসের মত মানুষ বাস করিত; তার প্রতাপে সকলে কাঁপিত, ইহুদীরা তার ভয়ে ঘরে শান্তি পাইত না, নির্ব্বিঘ্নে পথ চলিতে পারিত না। মহাবীর দায়ুদ গোলিয়াথকে বধ করিলেন। রাক্ষসটাকে মারিয়া তিনি সমস্ত লোকের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

সলের এক কন্যা ছিল। সেই কন্যার সহিত দায়ুদের বিবাহ হইল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সল পৃথিবীর কাহারো ভাল দেখিতে পারিতেন না। দায়ুদ যে লোকের প্রিয় হইয়াছে, তাঁর প্রশংসা যে লোকের

মুখে সর্ব্বদাই হইতেছে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি দায়ুদের প্রাণ লইতে মনস্থ করিলেন। জোনাথান ছিলেন দায়ুদের বন্ধু। তিনি আসিয়া বলিলেন, "ভাই দায়ুদ, সাবধান হও, পিতার কোপদৃষ্টি তোমার উপর পড়িয়াছে!" পিতার কাছে গিয়া তিনি বলিলেন, "পিতা, দায়ুদ সকলের প্রিয়পাত্র, কখনো সে কোনো অন্যায় কাজ করে নাই, ফিলিস্থানীদের সহিত যুদ্ধ করিয়া সে তাহাদিগকে হারাইয়া দিয়াছে; এত যার গুণ তাকে আপনি এমন হিংসা করছেন কেন?" কিন্তু একথায় সলের কুটিল নিষ্ঠুর মন পরিবর্ত্তিত হইল না।

একদিন সল হিংসায় আর থাকিতে না পারিয়া, বল্লম ছুড়িয়া দায়ুদের উপর মারিলেন। বহু ভাগ্যগুণে সে যাত্রা তিনি রক্ষা পাইলেন। দায়ুদ দেখিলেন, আর সেখানে থাকা উচিত নয়। রাজসম্মান সুখকর, কিন্তু রাজকোপ অতি ভয়ঙ্কর! দায়ুদ সেখানে আর ক্ষণমাত্র থাকিলেন না। গৃহে ফিরিয়া স্ত্রীকে সকল কথা বলিলেন। "আর এরাজ্যে থাকা নয়; রাজসম্মান পাওয়ার চেয়ে ভিখারী হওয়া ভাল। আমার রাজপ্রসাদের কাজ নাই, রাজপ্রাসাদে প্রয়োজন নাই।" সেই রাত্রে তাঁর স্ত্রীর সাহায্যে তিনি বাড়ী হইতে পালাইলেন! তাঁর স্ত্রী বিছানায় দায়ুদের এক মূর্ত্তি রাখিয়া দায়ুদকে জানালা দিয়া অন্ধকার রাত্রে নীচে নামাইয়া দিলেন। রাত্রে গুপ্তহত্যাকারী ঘরে আসিয়া মূর্ত্তি পাইল, দায়ুদকে পাইল না!

অন্ধকার রাত্রে বন, মাঠ, নদী, গিরি পার হইয়া যেখানে তাঁর বন্ধু জোনাথান ছিলেন দায়ুদ সেখানে পৌঁছিলেন! জোনাথান বাড়ী ফিরিলেন। দেখিলেন, পিতা খুব গম্ভীর। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জোনা, আজ কাল দুই দিন দায়ুদ রাজসভায় হাজির হয় নাই কেন?" জোনাথান বলিলেন, "আমাকে সে বলিয়া গিয়াছে, তাহার ভাই তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছে।" ভ্রান্তিবশতঃই সল

জোনাথানের উপর রাগিতেছিলেন, তিনি তাহাকে গালি দিয়া বলিলেন, "যত দিন দায়ুদ এই পৃথিবীতে আছে, ততদিন তুমি রাজা হইতে পারিবে না ও রাজ্য পাইবে না; সে মরিলে তবে তুমি রাজা হইবে।"

পিতার এই প্রকার অপমানসূচক কথা শুনিয়া জোনাথান তখনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। অদূরে দায়ুদ তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, জোনাথান গিয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন। তারপর অশ্রুজলে দুই জন বিদায় লইলেন, ইহ জীবনে এই দুই বন্ধুর আর মিলন হয় নাই।

দায়ুদ বিদ্রোহী হইয়া চলিয়া গেলেন ও ফিলিস্থানীদের সহিত যোগ দিলেন। এদিকে ফিলিস্থানীরা ক্রমেই দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিতেছে; তাহাদের আর আটকাইয়া রাখা যায় না! প্রতিবৎসর দেশের মধ্যে শত্রুর বীভৎস চীৎকার গৃহস্থের প্রাণ কাঁপাইয়া তোলে, শস্যভরা গোলাঘর তারা আগুনে পোড়াইয়া ছারেখারে দেয়, অথচ ইহুদীরা কিছুই করিতে পারে না। ইতিমধ্যে ভয়ানক এক যুদ্ধে সল ও জোনাথান উভয়েই মারা গেলেন। এই যুদ্ধে দায়ুদ ছিলেন না। যুদ্ধের বহুদিন পরে দেশে ফিরিয়া দায়ুদ শুনিলেন যে ফিলিস্থানীদের সহিত শেষ যুদ্ধে সল ও জোনাথান দুই জনেই মারা গিয়াছেন। জোনাথানের মৃত্যুতে দায়ুদ একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন,—ভাইয়ের শোকে ভাই বুঝি এমন কাতর হয় না!

দায়ুদ। (১০০০ খৃঃ পূঃ)

কিছুদিন পরে লোকে দায়ুদকে দেশের রাজা করিল। দায়ুদ যখন রাজ্যভার পাইলেন তখন ইহুদীদের দুর্দ্দশার দিন। দেশ

অরাজক; ধনাগার শূন্য; সৈন্য সামন্ত দেশে নাই; রাজ-প্রাসাদ শোভাহীন। দায়ুদ সৈন্যগণকে সুশিক্ষিত করিলেন। সুদক্ষ সেনাপতি নিযুক্ত হইল। তারপর সৈন্যবল সংগ্রহ করিয়া তিনি ফিলিস্থানীদের যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। আর কি তারা পারে? এবার তারা পরাজিত হইল। আর দেখিতে দেখিতে ইহুদীরাজ্যের সীমানা চারিদিকে বাড়িতে লাগিল! তখন তাদের দীপ্ত তেজের কাছে কে দাঁড়ায়? দায়ুদ খুব ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন; তাঁর অনেক গাথা বাইবেলে আছে। সে গুলি খুব ধর্ম্মভাবপূর্ণ।

সলোমন। (৯৬০ খৃঃ পূঃ)

দায়ুদের পুত্র সলোমন, পিতার মৃত্যুর পর দেশের রাজা হইলেন। তিনিই ইহুদীদের মুখ উজ্জ্বল করিলেন। এতদিন যে জাতি নিতান্ত দীনভাবে বাস করিত, কোনো রকমে কষ্টে যারা আপনাদের প্রাণটুকু বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল, তারা এখন বড় বড় জাতির সহিত স্থান পাইবার উপযুক্ত হইল! সলোমন ছিলেন খুব ধার্ম্মিক। আর তাঁর বাপের কথা প্রাচীন কালে প্রায় সকলেই জানিত। কথিত আছে যে একবার দুটি স্ত্রীলোক মহাকলহ করিতে করিতে রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের সঙ্গে একটি শিশু। দুই জনেই সেই ছেলেটিকে পুত্র বলিয়া দাবী করে; এ বলে আমার ছেলে, ও বলে আমার ছেলে। সলোমন সেই ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। কি করিবেন ভাবিয়া পান না। অবশেষে হঠাৎ বলিলেন—'আন, তরবারি আন, আমি ইহাদের ছেলেকে ভাগ করিয়া দিতেছি।' যখন পার্শ্বচর চক্‌চকে তরবারি খানি খাপ হইতে খুলিয়া স্মিতমুখে বালকের উপর ধরিল, তখন একজন স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল,—"আমার সন্তানে কাজ নাই,

ইহাকে মারিবেন না; সে বাঁচিয়া থাকুক।" আর একজন খুব উৎসাহের সহিত সেই অর্দ্ধেক পুত্রই দাবী করিতে লাগিল। সলোমন প্রথম রমণীকে পুত্রটি দিলেন; সে-ই তার যথার্থ মা।

সলোমন মিশরের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ও অন্যান্য নানা পরাক্রমশালী জাতির সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। ভূমধ্য-সাগরের পূর্ব্ব উপকূলে ফিনিসিয়া নামে এক দেশ ছিল। সেখানে হিরাম নামে খুব বড় একজন রাজা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সলোমনের খুব ভাব হইল। এই সময়ে সলোমন এক মন্দির নির্ম্মাণ করিবেন ঠিক করিলেন। তাঁহার বন্ধু ফিনিসিয়ারাজ হিরাম বলিলেন যে, তিনি লেবানন পাহাড় হইতে কাঠ দিবেন। লেবাননের পাহাড় দেবদারু ও অন্যান্য নানা রকমের বড় বড় গাছে পরিপূর্ণ। সলোমন ত্রিশ হাজার লোক সংগ্রহ করিয়া এক একবার দশ হাজার করিয়া লোক লেবানন পাহাড়ে পাঠাইতেন। সেখানে তাহারা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিত ও বড় বড় গাছ কাটিত! এই সমস্ত কাজ দেখিবার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল; তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথায় কে কি করিতেছে, তাহাই দেখিয়া বেড়াইত।

ফিনিসিয়া ছিল সেই যুগের কারিকরের দেশ। সেখানকার ভাস্কর, সেখানকার কর্ম্মকার, রাজমিস্ত্রি, ছুতার ছিল তখন জগদ্বিখ্যাত! যেখানে যত বড় বড় সৌধ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইত, ফিনিকেরা হইত সেই সমস্তের ইঞ্জিনিয়ার—মিস্ত্রি! সলোমন, ফিনিসিয়া-রাজের কাছে এমন একজন লোক চাহিলেন যে সব কাজে হাত লাগাইতে পারে। তারও নাম হিরাম। সলোমন যে বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করেন তার প্রধান ইঞ্জিনিয়ার হইলেন এই ফিনিসীয় কারিকর। কি বিরাট মন্দিরই নির্ম্মিত হইল! সে যুগে ইহুদীদেশে এমন কারুকার্য্য করা গৃহ, এত বড় বাড়ী আর ছিল না। মন্দিরের চারিদিকে ছোট ছোট ঘরে

পুরোহিতদের আর ভবিষ্যদ্বক্তাদের বাস করিবার স্থান। সেই বিশাল দেবগৃহের এখন চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই।

এতদিন ইহুদী-রাজাদের প্রাসাদ ছিল না, নিতান্ত সাধারণ গৃহে তাঁহারা বাস করিতেন। সলোমন আপনাকে রাজা বলিয়া খুব করিয়া জাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। জেরুজিলামে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজধানীর চারিদিকে প্রাচীর, তোরণ উঠিল, দুর্গ নির্ম্মিত হইল। পরিখা খনন করা হইল। এ ছাড়া রাজ্যের সীমা খুব সুদৃঢ় করিবার জন্য অনেক নগর, অনেক দুর্গ চারিদিকে নির্ম্মিত হইল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সলোমন খুব জ্ঞানী ছিলেন। দেশ বিদেশে তাঁর যশের কথা, জ্ঞানের কথা হাওয়ার মত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 'সেবা' নামে এক দেশে অত্যন্ত জ্ঞান-পিপাসু এক রাণী বাস করিতেন। তিনি সলোমনের অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া, তাঁর জ্ঞান গরিমার কথা শুনিয়া তাঁর সহিত দেখা করিতে আসিলেন। 'সেবা'র রাণী আসিবেন শুনিয়া সলোমন তাঁর অভ্যর্থনার অতি পরিপাটি ব্যবস্থা করিলেন। প্রাঙ্গণ হইতে চূড়া পর্য্যন্ত রাজপ্রাসাদে ময়লার কণাটুকু কোথাও থাকিল না; সমস্ত শুভ্র পবিত্র বাসে সজ্জিত হইল। চারিদিকে মঙ্গলচিহ্ন স্থাপিত হইল! রাণী এই সব কাণ্ড কারখানা দেখিয়া ও সলোমনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া অবাক্ হইয়া বলিলেন,—"আপনার জ্ঞানের কথা, ধনের কথা শুনেছিলাম; প্রথমে সে সমস্ত অলীক গল্প বলে মনে হয়েছিল। এখন দেখছি যা শুনেছিলাম, তা কত কম! মহারাজ, সুখী আপনার প্রজারা, সুখী আপনার ভৃত্যেরা—যারা নিত্য নিয়ত আপনার মত জ্ঞানীর বাণী শুনিতেছে। এ রাজ্যের কল্যাণ হউক, প্রজাদের মঙ্গল হউক!" রাণী আনন্দিত মনে আপন রাজধানীতে ফিরিলেন।

সলোমানের মন্দির (কল্পিত)।

সলোমনের পূর্ব্বে ইহুদীরা বাণিজ্য বিষয়ে নিতান্তই কাঁচা ছিল। সলোমান এই জাতিকে ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রথম উদ্বুদ্ধ করিলেন। ফিনিসীয়দের সহিত এক যোগে কঠোর পরিশ্রমী ইহুদীরা জাহাজে করিয়া বহুদূরে বাণিজ্য করিতে যাইত। আরব, পারস্য, ওফির, প্রভৃতি নানাদেশে তাহাদের পোত যাতায়াত করিত। জাহাজে পাল তুলিয়া, দাঁড় বাহিয়া তখনকার দিনে সাগরে পাড়ি দিতে হইত। নানা দেশের মসলাপাতি, গন্ধদ্রব্য লইয়া তারা ফিরিয়া আসিত। ওফির কোন্ দেশ তা জান? অনেকে বলেন, ওফির ভারতেরই অংশ! ভাবিয়া দেখ দেখি, আজ কতশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের সহিত হিব্রু ফিনিসীয়ের সম্বন্ধ ছিল!

সলোমনের অতুল ধন—রাশি রাশি স্বর্ণ ছিল। তাঁর হাতীর দাঁতের একখানি সিংহাসন ছিল। ছয়টি ধাপ উঠিয়া তবে তার উপর বসিতে হইত। এখন সেই সিংহাসন খানি কত বড়, তাহা কল্পনা করিতে পার। সলোমন সম্বন্ধে আর কত বলিব! প্রাচীনকালে ধনে মানে, জ্ঞানে গুণে ভূষিত তাঁর মত রাজা খুব কমই ছিল।

ইহুদীদের আত্মবিচ্ছেদ। (৯৩২ খৃঃ পূঃ)

সলোমনের বৃদ্ধ বয়সে রাজ্যমধ্যে একটি বিরোধী দলের সৃষ্টি হয়। তাঁর মৃত্যুর পর রিহোবামের সময়ে রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তাহার ফলে ইহুদীরা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। এতদিন তাহাদের মধ্যে নানা ছোট ছোট ভাগ ছিল, প্রবল রাজার শাসনে তারা মুখ ফুটিয়া কথা বলিবার অবসর পায় নাই। কিন্তু এতদিন পরে তাদের নিজের মূর্ত্তিখানি বাহির হইয়া পড়িল; হিংসার আগুনকে কতদিন চাপিয়া রাখা যায়! এই দুইভাগের নাম ইস্‌রেল ও জুদা। ইস্‌রেলের রাজধানী হইল সামারিয়াতে, সেদিকে দশটি জাতি। আর

জুদার রাজধানী সেই প্রাচীন জেরুজিলামে,—সেদিকে, মাত্র দুইটি জাতি।

ইস্‌রেল ছিল দশটি ক্ষুদ্র জাতির রাজ্য! কিছুকাল পরে তারা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ করিল। তখন সুযোগ বুঝিয়া আসিরিয়ার বীর রাজা সালমানসার সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অল্প সময়ের মধ্যে ইস্‌রেল অধিকৃত হইল। বহুদিন পরে আসিরিয়ার রাজা সারগণ ইহুদীদের ইস্‌রেল রাজ্য পুনরায় আক্রমণ করিলেন। অগণ্য সৈন্য পতাকা উড়াইয়া, রণবাদ্য বাজাইয়া ইস্‌রেল রাজধানী আক্রমণ করিল। সারগণের নিজের কথায় বলিতেছি—"আমি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া সামারিয়া নগর অবরোধ করি। যে দেবতা শত্রুজয়ের একমাত্র সহায় তিনি আমার সহায় হইলেন। তাই ত আমি সে নগর অধিকার করিতে পারিলাম। আমার অংশে পঞ্চাশখানি রথ পড়িল। নগরের অধিবাসিগণকে বন্দী করিয়া লইয়া চলিলাম ও আসিরিয়াতে তাহাদিগকে বসাইয়া অন্য লোককে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। আমি সেখানে কর্ম্মচারী ও শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলাম ও কর বসাইলাম।" এমনি করিয়া ইস্‌রেলের প্রাচীন সম্মান লোপ পাইল, তার উঁচু শির নীচু হইল।

হেজেকিয়া। (৭২৭ খৃঃ পূঃ)

এই সময়ে বাবিলন ছিল আসিরিয়ার অধীন। সেখানকার লোকেরা আসিরীয়দের অধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার জন্য সহায় খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। তখনকার দিনে আসিরিয়ার ভয়ে সকলেই ভীত, বড় বড় রাজা মাথা হেঁট করিয়া অসুর-সম্রাটের পায়ের কাছে নীরবে বসিত! কেবল একজন রাজা ছিলেন আপন তেজে দীপ্ত, নিজ গর্ব্বে স্ফীত। এখন পর্য্যন্ত উচ্চশির উর্দ্ধে তুলিয়া আপন সম্মান বজায়

রাখিয়া—প্রাচীন যুগের গৌরব বাঁচাইয়া তিনিই রাজত্ব করিতেছিলেন ; তিনি জুদার রাজা হেজেকিয়া। বাবিলনের রাজার দূত হেজেকিয়ার কাছে আসিল। হেজেকিয়া তাহাদের প্রস্তাব শুনিলেন। তারপর—রাজা তাহাদিগকে লইয়া সমস্ত দেখাইতে লাগিলেন। মহামূল্য দ্রব্য দিয়া সাজানো রাজপ্রাসাদ, সোণারূপা, মসলাপাতি, গন্ধদ্রব্য ভরা ভাণ্ডার, নানা রকমের যুদ্ধসজ্জাপূর্ণ অস্ত্রাগার, অগণিত ধনৈশ্বর্য্যভরা কোষাগার, নানা দেশীয় অশ্বপূর্ণ অশ্বশালা, অশেষ কারুকার্য্যখচিত দেবমন্দির প্রভৃতি যাবতীয় দেখার মত জিনিষ তিনি দুতগণকে দেখাইলেন। দেখিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

এমন সময়ে দেশের সকলের গণ্যমান্য মহাপুরুষ সদৃশ ইসায়া সেইখানে উপস্থিত হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই যে লোকেরা গেল,—তাহারা কোথা হইতে এসেছে! তোমায় তারা কি বলিল?" হেজেকিয়া বলিলেন, "তাহারা বাবিলন হইতে আসিয়াছে ও যুদ্ধে সাহায্য চায়।" ইসায়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তোমার এখানে তারা কি দেখিল?" রাজা বলিলেন, "রাজ্যের প্রায় সমস্ত জিনিষই তাহাদের দেখাইয়াছি, এমন কিছুই নাই—যা তারা ভাল করে দেখে নাই।" তখন ইসায়া বলিলেন,—"মহারাজ, তোমার রাজ্যের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। যে বাবিলন আজ তোমার রাজভাণ্ডার দেখিয়া গেল, একদিন সেই বাবিলন তোমার সকলই লুণ্ঠন করিবে।" ইসায়ার কথা কেমন বর্ণে বর্ণে ফলিয়াছিল তাহা আমরা দেখিব।

নানা জাতির মিলিত সৈন্যের সহিত আসিরিয়ার যুদ্ধ বাঁধিল। জুদার রাজা হেজেকিয়া, মিশরের রাজা, ফিনিসিয়াধিপতি, বাবিলন-রাজ, সকলে মিলিয়া অসুর-সম্রাটের সর্ব্বনাশ করিবেন—এই ঠিক করিলেন! কিন্তু অসুররাজের কাছে সকলে পরাজিত হইলেন। শুধু

হেজেকিয়া কিছুতেই হার মানিলেন না। তখন অসুররাজ ইহুদী-রাজধানীর চারিপার্শ্বে অনেকগুলি দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। আর হেজেকিয়াকে খাঁচায় আঁটা পাখীর মত আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। হেজেকিয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া অসুররাজের পাদপীঠে রাজ-মুকুটটি সমর্পণ করিলেন।

সিনেকরিব তখন আসিরিয়ার রাজা। তাঁর আশ অল্পে মিটে না; তিনি বলিলেন, রাজধানী জেরুজিলাম তাঁর হাতে সমর্পণ করিতে হইবে। এই দৌত্য-কার্য্যের ভার পড়িল, রাবসাখের উপরে। রাজা ত আর দূতের সঙ্গে বাক্যালাপ করিবেন না, সেইজন্য তিনি অসুররাজের দূতের সঙ্গে বাক্যালাপ করিবার জন্য তিনজন লোককে পাঠাইলেন। উভয় দেশের দূতের সাক্ষাৎ হইল জেরুজিলামের প্রাচীরের বাহিরে সিংহদ্বারের কাছে। অসুররাজের সভা হইতে দুত আসিয়াছে, একথা শুনিয়া রাজ্যের লোক তাহাকে দেখিবার জন্য প্রাচীরের উপর উপস্থিত হইল। কাতার দিয়া লোক সেই বিরাট অসুর-মূর্ত্তি দেখিবার জন্য ব্যস্ত।

রাবসাখ উদ্ধত ভাষায় ইহুদী-দূতগণকে বলিল, "হেজেকিয়াকে বল যে মহারাজাধিরাজ অসুররাজ তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছেন,—"এখন তোমাদের কিসের উপর নির্ভর? তোমরা না বড় বলিয়াছিলে, 'আমাদের মন্ত্রী আছে, মন্ত্রণা-সভা আছে, যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম আছে!' এখন সে সমস্ত গেল কোথায়? এখন কাকে বিশ্বাস করে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতেছ? বড়ই আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে তোমরা একটা ভাঙ্গা শরের উপর ভর দিয়াছ! মিশর!—সেই কিনা তোমাদের সহায়! যার উপর ভর দিলে মানুষ যে কেবল পড়িয়া যায় তা' নয়, বরং উল্টা তার হাতে খোঁচা লাগার ভয় আছে! মিশরের ফেরো! তার দশা ত এই—সে-ই হইল তোমাদের আশা ভরসার স্থল!"

অসুররাজের এই কথাগুলি বলিয়া রাবসাখ নিজে এই কথাগুলি বলিল, "আরে, আমার প্রভুর কোনো একজন সামান্য সেনাপতিকে তুমি ফেরাতে পার! আর কেমন করেই বা পারবে? মিশরের রথী অশ্বারোহীর উপর ত তোমার ভরসা!" এই সকল কথা শুনিয়া হেজেকিয়ার দূতেরা বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল; তারা বলিল, "মহাশয় দেখুন, প্রজারা সকলে প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আপনার কথা তারা সমস্ত বুঝিতে পারিতেছে। আপনি আপনার দেশীয় ভাষায় কথা বলুন, যেন এই লোকেরা না বুঝিতে পারে।" রাবসাখ সুযোগ বুঝিয়া ইহুদী ভাষাতেই সকল কথা বলিতে লাগিল এবং গালাগালি ও নিন্দার মাত্রা কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া দিল। সে হেজেকিয়ার উদ্দেশে বলিল, "হেজেকিয়া তোমাদিগকে যেন প্রতারণা না করে; সে কখনো আমার হাত হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আর হেজেকিয়া নিশ্চয়ই তোমাদের সদা-প্রভুর (দেবতা) উপর নির্ভর করিতে বলিবে! কিন্তু একথা বলা বৃথা যে, "প্রভু নিশ্চয়ই অসুররাজের হাত হইতে এই নগরী ও অধিবাসিগণকে রক্ষা করিবেন।" তোমরা হেজেকিয়ার কথা শুনিও না। অসুররাজ তোমাদিগকে কি বলিয়াছেন শোন,—"আমায় উপঢৌকন দাও ও আমাদের সহিত সন্ধি স্থাপন কর। আমার দিকে সকলে এসো। আমি শীঘ্রই আসিতেছি; ততদিন তোমরা আপন সুশীতল দ্রাক্ষাকুঞ্জের সুমধুর পক্ক দ্রাক্ষা ফল ভক্ষণ কর, ডুমুর গাছের ডুমুর খাও, স্বচ্ছ জলাশয়ের জল পান কর। তারপর আমি আসিয়া তোমাদিগকে তোমাদের দেশের মতই মনোরম এক দেশে লইয়া যাইব,—যেখানে শস্য আছে, মদ্য আছে, গম আছে, দ্রাক্ষা ক্ষেত আছে! সে দেশে তৈল আছে, আঙ্গুর আছে, অপর্য্যাপ্ত বন্য মধু আছে! সেখানে গেলে তোমরা

বাঁচিয়া যাইবে। হেজেকিয়ার কথায় কর্ণপাত করিয়ো না। তাহার প্রভু সেনাদিগকে রক্ষা করিবে? আসিরিয়া-রাজের হাত হইতে কবে কোন্ জাতির দেবতারা রক্ষা পাইয়াছে?" এই বলিয়া রাবসাখ অনেকগুলি লুণ্ঠিত, অপমানিত নগরের নাম করিল, তাহাদের দেবতাকে তাহারা ধ্বংস করিয়াছে—অপবিত্র করিয়াছে। তারপর বলিল—"কোন্ দেবতা কার দলকে আমার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে? আজ তোমাদের দেবতা কি করেন তা দেখা যাবে!"

এমন তীব্র কথা শুনিয়াও লোকেরা একটি কথা বলিল না, কারণ রাজার হুকুম, নির্ব্বাক্ থাকিতে হইবে।

তারপর হেজেকিয়ার কাছে একখানি পত্র লইয়া দূত গেল। সেখানি অসুররাজের লেখা। দুর্ম্মুখ রাবসাখ প্রাচীরের তলায় দাঁড়াইয়া যা বলিয়াছিল পত্রের ভিতরেও তাই লেখা। কি নিষ্ঠুর তার ভাষা! প্রত্যেক অক্ষরে যেন বিষ মাখানো। হেজেকিয়া দূতের হাত হইতে পত্র লইয়া পড়িলেন। পত্র পড়িয়া তাঁর দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ধীরে ধীরে দেবতার মন্দিরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া চিঠিখানি তিনি দেবতার পায়ের কাছে বিছাইয়া দিলেন। তিনি দেবতার কাছে কাঁদিয়া প্রার্থনা করিলেন—"দেব, প্রভু, ইহুদীদের ঠাকুর, তুমিই একমাত্র ঈশ্বর। পৃথিবীর সকল রাজ্যের অধীশ্বর তুমি। স্বর্গ, মর্ত্ত্য তোমারই সৃষ্ট! প্রভু, কান পাতিয়া শোন, প্রভু একবার চোখ খুলিয়া তোমার সেবককে দেখ!

"দেব! সিনেকরিবের কথাগুলি শোন, সে জাগ্রত দেবতাকে নিন্দা করিয়াছে। অসুররাজেরা অনেক জাতি ধ্বংস করিয়াছে, অনেক দেশ লুণ্ঠন করিয়াছে, অনেক দেবতাকে আগুনের মাঝে ফেলিয়া ছাই করিয়া দিয়াছে, এসব সত্য কথা। কিন্তু

তারা ত আর সত্য দেবতা নয়! সেগুলি মানুষের হাতের তৈয়ারী পুতুল, পাথরে খোদাই মুর্ত্তি। কল্পনায় আঁকা চিত্র! সেই জন্য তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে! প্রভু, আমাদের সত্য দেবতা! তোমার কাছে প্রার্থনা, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। আর জগতের লোক যেন জানিতে পারে যে তুমিই ঈশ্বর, তুমিই একমাত্র দেবতা।"

হেজেকিয়া মন্দিরে গিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। বোধ হয় তাঁর সরল প্রার্থনা ভগবান শুনিয়াছিলেন, তাই সিনেকরিবের সাধের কল্পনা উল্টাইয়া গেল। জেরুজিলাম অধিকার করা হইল না! সে কালে সৈন্যদের মধ্যে অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, বস্ত্রকষ্ট, প্রভৃতি নানা অসুবিধা পদে পদে আসিয়া উপস্থিত হইত। সেইজন্য সময়ে সময়ে নানা ব্যাধি করাল মূর্ত্তি ধরিয়া সৈন্যদের শিবিরে দেখা দিত। সিনেকরিবের সৈন্যদলের মধ্যে মহামারী দেখা দিল। হাজারে হাজারে লোক মরিতে লাগিল। সেই বিদেশে শত্রুর ঘরে মরার চেয়ে দেশে ফেরা ভাল মনে করিয়া সিনেকরিব নিনেভায় ফিরিলেন। সে যাত্রার মত জেরুজিলাম রক্ষা পাইল।

জেদেকিয়া। (৫৯৭ খৃঃ পূঃ)

তারপর অনেক দিন কাটিয়া গেল। ইহুদীরা আপন ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া দিন কাটায়। কিন্তু তাহাদের পরমায়ু যে শেষ হইয়াছে, এ কথা তাহারা বুঝিতে পারিল না।

আসিরিয়ার ধ্বংসের পর বাবিলন পুনরায় উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। নেবুচাডনেজারের নাম তোমাদের সকলেরই মনে আছে। তিনি ছিলেন সূর্য্যের মত দীপ্ত, ধরার মত ধীর,—আর বীরের মত বীর, যার তুলনা পাওয়া যায় না।

তাঁর বিশাল রাজ্য, অগণিত সৈন্য, অতুল ধনৈশ্বর্য্য! তিনি এইবার জেরুজিলাম ঘিরিলেন। নগরের বাহিরে চারিদিকে সৈন্যের শিবির পড়িল। জেরুজিলামের পথঘাট সমস্ত ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইল। একটি প্রাণীরও বাহিরে যাইবার পথ, ভিতরে আসিবার উপায় থাকিল না—এমনি কড়াকড় পাহারা, এমনি ভীষণ ব্যবস্থা!

সেই সময়ে জুদার রাজা ছিলেন জেদেকিয়া। তিনি কি করিবেন ভাবিয়াই পান না। অবশেষে তিনি মহাজ্ঞানী জেরিমিয়ার কাছে গেলেন। বৃদ্ধ জেরিমিয়া দেশের কথা, দশের কথা, ভগবানের কথায় দিন কাটান। ঋষির মত তাঁর চেহারা; সেই পবিত্র মহাপুরুষের সঙ্গ পাইবার জন্য সকলে ব্যস্ত! তিনি বলিলেন,—'বাবিলন ও জুদায় যুদ্ধ বাঁধিবে, জুদা পরাজিত হইবে ও শত্রুহস্তে নিতান্ত নিগৃহীত হইবে।' কিন্তু নেবুচাডনেজার সে যাত্রায় জেরুজিলাম ধ্বংস করিলেন না। মিশরে হঠাৎ বিদ্রোহ হওয়াতে, তাঁকে সেইখানে দৌড়াইতে হইল; কাজে কাজেই জেরুজিলাম অনেক ভাগ্যগুণে সে বারে রক্ষা পাইল। জেরিমিয়া সত্য কথা বলায় রাজায় প্রজায় তাঁর উপর অত্যাচার করিল; কিন্তু তিনি বলিলেন—'এ রাজ্যের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে।' তিনি বোধ হয় দেশের দুর্দ্দশা, রাজ্যের পাপ, রাজার অত্যাচার প্রভৃতি রাজনৈতিক গণ্ডগোল, সামাজিক দুরবস্থা, ধর্ম্মের অবমাননা দেখিয়া জেরুজিলামের ধ্বংসের কথা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন!

জেরুজিলামের পতন।

কিছু দিন পরে আবার নেবুচাডনেজার জুদার রাজধানীর সিংহদ্বারে আসিয়া হুঙ্কার ছাড়িলেন। সেবারকার বন্দোবস্ত আরও পাকা,

আরও দৃঢ়! পূর্ব্বের মত এবারও পথ ঘাট অবরুদ্ধ হইল—যাতায়াত বন্ধ হইল, চারিদিকে শিবির পড়িল! আড়াই বৎসর বাবিলনের সৈন্যেরা জেরুজিলামের চারিদিকে ঘিরিয়া থাকিল! ক্রমে নগরে খাদ্যের অভাব উপস্থিত হইল। অর্দ্ধাশনে অনশনে লোক দিন কাটাইতে লাগিল। অনাহারে শরীর ক্ষীণ হইয়া আসিল। সৈন্যেরা—যাহারা নগর রক্ষা করিবে—যাহাদের উপর সকল আশা ভরসা তাহারাও ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। এমন করিয়া আর কতদিন চলে? আড়াই বৎসর অনেক কষ্টে কাটিল! তার পরে একদিন প্রাচীর ভাঙ্গিয়া বাবিলনের সৈন্য নগরে প্রবেশ করিল! বন্যার জল যদি একবার বাঁধ ভাঙ্গে তখন সে জলের তরঙ্গ কে রোধ করিতে পারে? বাঁধভাঙ্গা জলের মত হুহু শব্দে সৈন্য প্রবেশ করিয়া রাজপথ ছাইয়া ফেলিল! দেখিতে দেখিতে কালদীয় সৈন্যের তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে হাজার হাজার রুগ্ন শীর্ণ অধিবাসী হত হইল। সমস্ত গৃহ লুণ্ঠিত, সকল রাজপথ রক্তে রঞ্জিত, যেখানে সেখানে মৃতদেহ স্তূপীকৃত; পথে, ঘাটে, গৃহে, প্রাঙ্গণে, আহত নরনারী! তাহাদের করুণ ক্রন্দন নিষ্ঠুর সৈন্যদিগের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে বটে কিন্তু হৃদয়ে তাহা বাজিতেছে না;—তাই তাহা আকাশের কাছে বৃথায় সেই বেদনার কথা জানাইয়া বাতাসে বাতাসে ফিরিতেছে।

রাজা জেদেকিয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, কালদীয়দের হাতে ধরা পড়িলেন। নেবুচাডনেজারের আদেশে দুর্ভাগ্য রাজার চোখ উপড়াইয়া ফেলা হইল! অন্ধ হইয়া পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া জেদেকিয়া জীবনের শেষ কয়দিন বাবিলনের অন্ধকার কারাগারে কাটাইলেন। আর তাঁর প্রাসাদের ও তাঁর রাজধানীর কি দশা হইল? রাজপ্রাসাদ ধূলিসাৎ হইল—সমস্ত নগর ছাই ও আবর্জ্জনার

বিপুল এক স্তূপ হইয়া পড়িয়া রহিল, সলোমনের সেই বিখ্যাত মন্দির ভূমিসাৎ হইল।

জেরুজিলামে যত সুস্থ সবল লোক ছিল, সকলকে বন্দী করিয়া নেবুচাডনেজার বাবিলনে লইয়া গেলেন। সেখানে সত্তর বৎসর তারা বন্দী ভাবে থাকিল। সেই বন্দীদের মধ্যে দানিয়েল নামে এক ইহুদী যুবক ছিল; তার গল্প পূর্ব্বে বলিয়াছি। বন্দী অবস্থায় ইহুদীদের দিনগুলি কি যন্ত্রণায় কাটিয়াছে তাহা বলা যায় না! যখন তাহাদের দেশ ছিল না, ঘর ছিল না, তখন দেশের জন্য মায়া ছিল না, ভালবাসাও ছিল না। স্বদেশের জন্য, মাতৃভূমির জন্য তাহাদের প্রাণ কিরূপ কাঁদিত তাহা কয়েকটি গানে ব্যক্ত হইতেছে:—

"যখন জিওনের (জেরুজিলামের) কথা মনে পড়িত বাবিলনের নদীর পাড়ে বসিয়া আমরা কাঁদিতাম! সর বনের মাঝে আমাদের সাধের বীণা লুকাইয়া রাখিতাম। যাহারা আমাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহারা আমাদিগকে গান গাহিতে বলিত—যারা আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তারা আমাদের আমোদ করিতে বলিত। বলিত, 'তোমাদের জিওন দেশের গান গাও।' হায়! হায়! কেমন করে পরের দেশে বন্দী হইয়া জিওনের গান গাই! ও জেরুজিলাম! আমি যদি তোমায় ভুলে যাই, তবে আমার দক্ষিণ হাত যেন অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়! আর আমি যদি তোমায় স্মরণ না করি, আমার সকল সুখ হতে যদি জেরুজিলাম তোমায় অধিক ভাল না বাসি, তবে আমার যেন বাক্‌রোধ হয়!"

ইহুদীদের কি স্বদেশ-প্রেম! তাদের প্রত্যেকটি কথা যেন বুক ফাটিয়া বাহির হইতেছে—প্রত্যেকটি অক্ষর যেন রক্ত দিয়া লেখা!

কাইরাস।

সত্তর বৎসর সেখানে তারা থাকিল। তারপর পারস্যরাজ কাইরাস জেরুজিলাম অধিকার করেন। শোনা যায়, দানিয়েলকে কাইরাস খুবই সম্মান করিতেন। দানিয়েলের সংগুণে মুগ্ধ হইয়া কাইরাস ইহুদীদিগকে মুক্তি দিলেন। জেরুজিলামে ফিরিয়া আসিয়া তারা পুনরায় নগর সংস্কারে মন দিল; পুনরায় গৃহ মন্দির নির্ম্মিত হইল, রাজপথ সজ্জিত হইল, গৃহাদি সুশোভিত হইল, সরোবর খনিত হইল, উদ্যানে নূতন নূতন বৃক্ষ রোপিত হইল; সমস্ত নগরী যেন সুন্দর সাজে সাজিয়া বাহির হইল। কিন্তু জেরুজিলামের সে গৌরব এখন কোথায়? স্বাধীন দেশের স্বাধীন ভাব এখন আর নাই! পারস্যরাজদের স্বার্থ ছিল বলিয়া তাঁরা এই নগরকে সুদৃঢ় করিলেন! পারস্যরাজ ছিলেন তখনকার দিনের সসাগরা ধরার ঈশ্বর! ভূমধ্যসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য! এত বড় রাজার অধীনে থাকিয়াও তাদের শান্তি ছিল না। তার কারণ বাহিরের নয় ভিতরের। রাজার নয়, সমাজের। রাজার বন্ধন তার কাছে নিতান্ত শিথিল।

ইহুদিদিগের তৎকালীন আভ্যন্তরীণ অবস্থা।

ইহুদীদের সমাজ তখন বড়ই জটিল। সমাজ পুরোহিতদের দ্বারা শাসিত। ইহুদীদের সমস্ত জীবনটা ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠানে একেবারে বাঁধা! এমন কোনো কাজ ছিল না যাহা মানুষ আপন স্বাধীন ইচ্ছামত করিতে পারিত। সুতরাং পুরোহিতেরা ছিলেন সমাজের নেতা বা চালক।

আমাদের দেশে যেমন শ্রুতিশাস্ত্র স্মৃতিশাস্ত্র আছে, তেমনি ইহুদীদের শাস্ত্রে পেন্‌টাটিউক এবং প্রফেট্ নামে দুই ভাগ আছে। শ্রুতি হইতেছে বেদ্ উপনিষদ্ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ, যা'তে ঈশ্বরের কথা, ভক্তের বাণী আছে। প্রফেট ইহুদী-ভক্তদের, ঋষিদের হৃদয়ের কথা। আর আমাদের দেশের স্মৃতিশাস্ত্রে যেমন সামাজিক বিধি বিধান লিপিবদ্ধ আছে তেমনি পেণ্টাটিউক কেবল নিয়ম-নিষেধে পরিপূর্ণ। সাধারণ লোকের ভিতর হইতে ধর্ম্ম লোপ পাইয়া পেণ্টাটিউকের বিধিবিধানই হইয়াছিল প্রধান। ইহার সঙ্গে লোকাচারও যুক্ত হইয়াছিল। যাহা স্মৃতিশাস্ত্রে নাই, যাহা কেবল লোকাচার তাহাও মানুষকে বাধ্য হইয়া মানিতে হইত। ইহুদীরা বলিত যে এই সমস্ত উক্তি—একেবারে জিহোবার মুখের কথা!—এমন কি, লোকাচার—তাও জিহোবার আদেশ! উঠিতে, বসিতে, চলিতে ফিরিতে জিহোবার নিয়মকে লঙ্ঘন করার উপায় ছিল না। যদি কেউ করে তবে তার জন্য অনন্ত নরক!

পুরোহিতদের উপর জিহোবার আইনকানুন ও লোকাচারগুলি রক্ষা করিবার ভার ছিল। ইহার জন্য চল্লিশ পঞ্চাশ ঘর বড় বড় বংশের পুরোহিত ছিলেন। তাঁহারা দেখিতেন, কোথাও কোনো ত্রুটি হইতেছে কিনা; হইলে বিচারের ভার পড়িত তাঁহাদেরই উপর। এই পুরোহিত-বংশের নীচে ছিলেন জেরুজিলামের মন্দিরের পুরোহিতের দল। জেরুজিলাম ইহুদী দেশের রাজধানী। এই মন্দিরের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মন্দিরে ইহুদী-দেবতা জিহোবা প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের ভিতরে যেখানে প্রধান পুরোহিত ব্যতীত অপর কেহই যাইতে পারিত না, সেইখানে ছিল জিহোবার বাসস্থান। বাহিরে ইহুদীদের জন্য প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সেখানে দিবারাত্র যজ্ঞ-বেদিকায় অগ্নি জ্বলিতেছে, বলি পুড়িতেছে, পূজা হইতেছে,

টাকা আসিতেছে, ক্রিয়াকর্ম্ম চলিতেছে। পুরোহিতেরা সেই কাজেই নিযুক্ত। মন্দিরের বাহিরে বাজার—সেখানে বলির পশু বিক্রয় হইতেছে, দোকান পসার সাজানো, হট্টগোল চলিয়াছে। পাশে জেন্‌টাইলদের জন্য একটুখানি স্থান। জেন্‌টাইলেরা অস্পৃশ্য নীচ জাতি,—মন্দিরে প্রবেশের অধিকার তাহাদের ছিল না।

এই জেরুজিলামের পুরোহিত দলের মত আর একদল পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ। মন্দিরে সকলের স্থান কুলায় না বলিয়া ইহুদীদের স্বতন্ত্র উপাসনার স্থান ছিল। তাহার নাম সিনাগগ্। সেটা একটা লম্বা দালানের মত ঘর! পণ্ডিতেরা সেখানে রহিয়াছেন, শাস্ত্র পড়িতেছেন, ব্যাখ্যা করিতেছেন, চীৎকার করিয়া মন্ত্র মুখস্থ বলিতেছেন। বড় বড় সিন্দুকের মধ্যে মোটা মোটা পুঁথিপত্র রহিয়াছে। কবে উপবাস, কবে স্নান, কবে কি আচার রক্ষা করিতে হইবে, কোন্ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইবে—ইত্যাদি নানা কথা তাঁরা লোককে জানাইয়া দিতেছেন। এই পণ্ডিতদের নাম স্ক্রাইব্। ইহুদিদের সেই সময়ের ধর্ম্মের ও সমাজের মোটামুটি এই ছিল চেহারা। স্নান, দান, ধ্যান, আচারনিষ্ঠা, ব্রতপালন, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি কঠোর নিয়ম মানুষকে একেবারে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল। এমন যাদের ধর্ম্মের অবমাননা তাদের জাতীয় জীবন কল্পনা করিয়া দেখ।

সেকেন্দর।

এমন সময়ে মসিদানের রাজা সেকেন্দর (আলেক্‌জেণ্ডার) দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। বহুদেশ জয় করিয়া ফিনিসিয়া অতিক্রম করিয়া তিনি জেরুজিলামের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত দেশের শাসনকর্ত্তা,—পারস্য-রাজ দেশের

সম্রাট। পুরোহিত সম্রাটের কাছে এই সত্যে আবদ্ধ যে কাহাকেও তিনি নগর ছাড়িয়া দিবেন না। সেকেন্দরের কাছে যে এ কথার মূল্য কিছুই নয় তা' তিনি জানিতেন। সেইজন্য প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া তিনি মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এমন সময়ে এক দৈববাণী তাঁহাকে বলিল যে নগরের কোনো ক্ষতি হইবে না। এদিকে সেকেন্দর সসৈন্যে নগরের দিকে আসিতে লাগিলেন। তখন প্রধান পুরোহিত অন্যান্য পুরোহিতগণকে শ্বেত বস্ত্র পরাইয়া সঙ্গে লইয়া নগরের বাহিরে চলিলেন। শ্বেত বসন সন্ধির বেশ। সেকেন্দর এই শুভ্রবাসপরিহিত পুরোহিতগণকে দেখিয়া তখনই ঘোড়া হইতে নামিলেন ও হাঁটু গাড়িয়া প্রধান আচার্য্যকে পূজা করিতে লাগিলেন। সেকেন্দরের এই অদ্ভুত ব্যবহারে সকলে বিস্মিত! পাত্রমিত্র কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেকেন্দর বলিলেন, "আমি প্রধান আচার্য্যের পূজা করি নাই, আমি তাঁহার দেবতাকে পূজা করিয়াছি। আমি দেখিলাম যে তাঁহারই মত এক পুরুষ শুভ্রবেশে আসিয়া আমাকে এসিয়ায় আসিতে বলিতেছেন ও পারস্য জয় করিতে অনুরোধ করিতেছেন।"

তারপর প্রধান পুরোহিতের হাত ধরিয়া তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ও যথাবিধি দেবতার কাছে বলি দিলেন। সেকেন্দরের সময়ে ইহুদীরা সুখেই বাস করিত, আনন্দে দিন কাটাইত; কিন্তু এ সুখ বেশী দিন ভোগ করিতে হইল না। সেকেন্দরের মৃত্যুর পর দুর্দ্দশার দিন পুনরায় ফিরিয়া আসিল।

ইহুদীদের প্রাচীন ইতিহাস শেষ হইল। তারপর ইহুদী ইতিহাসে নূতন যুগ আসিল, সে কথা ভবিষ্যতে হইবে।

পারসিক জাতি।

পারসিক জাতি

আধুনিক পারসিকগণ।

তোমরা নিশ্চয়ই পার্সিদের কথা শুনিয়াছ। বোম্বাই নগরে ও তার আশেপাশে তাহাদের বাস। তাহাদের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ এক লক্ষের অধিক হইবে না। ইহাদের মত ধনী ভারতবর্ষে খুব কমই আছে। কিন্তু তারা ধনের সদ্ব্যবহার জানে, কৃপণের মত অর্থ গণিয়া তারা সুখ পায় না,—দাতার মত দান করিয়া তারা আনন্দ পায়। বোম্বাই নগরে যাও—যেদিকে চাহিবে—দেখিবে—ধনী পার্সিদের কীর্ত্তি। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী,--হাঁসপাতাল, বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের জন্য সাধারণকে তাহারা দান করিয়াছে। প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দশের হিতের জন্য তাহারা ব্যয় করে। ভারতবর্ষই এই পার্সিদের মাতৃভূমি। ভারতবর্ষকে তাহারা দেবীর ন্যায় সম্মান করে, মায়ের ন্যায় ভক্তি করে ও জন্মভূমি বলিয়া ভালবাসে। তোমরা নিশ্চয়ই বৃদ্ধ দাদাভাই নৌরাজীর নাম শুনিয়াছ; দেশের জন্য তাঁর জীবনব্যাপী কর্ম্মের কথা সকলেই জানে। পার্সি ধনকুবের তাতা—দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য কত কি অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহা তোমরা বড় হইয়া জানিতে পারিবে।

এই পার্সিদের আদিম বাস পারস্য দেশে—নাম হইতেই তাহা বোঝা যায়। কিন্তু পারস্যের বর্ত্তমান অধিবাসীদিগকে পার্সি বলে না—তাহাদিগকে বলে 'পার্সিয়ান্'। আর প্রাচীনকালে যে সকল পারস্য-

বাসী ভারতে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল তাহাদের বংশধরদিগকে বলে 'পার্সি'। এখন কথা হইতেছে, পারস্যবাসীরা ভারতে আসিল কেমন করিয়া ? তোমরা জান যে মহম্মদ মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করেন ; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যেরা চারিদিকে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বাহির হইল। যখন তারা সত্য ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কোরাণ ও কৃপাণ হাতে লইয়া দিগ্বিদিকে ধাবিত হইতেছিল, তখন অভাগা পারস্য তাহাদের পথের গোড়ায় পড়িল !

সেই সময় চারিদিকে ধর্ম্মের ভারি অবমাননা হইতেছিল। লোকে প্রস্তর পর্ব্বত, বৃক্ষ নদীকে পূজা দিয়া ভাবিত, যে মহান্ ঈশ্বরের পূজা করিতেছে। তাই মুসলমানেরা "ঈশ্বর এক" এই মহাবাণী ঘোষণা করিবার জন্য চারিদিকে ছুটিল। সমস্ত মিথ্যা জঞ্জালকে দূর করিয়া তারা এই সত্যবাণী প্রচার করিতে লাগিল।

পারস্যের প্রাচীন দেবতারা কোথায় অদৃশ্য হইলেন ! প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ আগুনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল, প্রাচীন ভাষা নূতন ভাষার কাছে হার মানিয়া লোপ পাইল। মুসলমানেরা রাজ্যের স্বাধীনতা লইল, প্রাচীন ধর্ম্মও দূর করিয়া দিল। তাহারা পারস্যকে নূতন করিয়া গড়িল।

সেই অধিবাসীদের মধ্যে কয়েকজন লোক প্রাচীন ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে নিতান্তই নারাজ হইল। তারা দেখিল, দেশত্যাগ ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। আর ভারতবর্ষ ছাড়া এমন স্থান কোথায় আছে যেখানে তারা আপন মনে নির্ব্বিবাদে আপন ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে পারিবে ? তাই তাহারা ভারতে আসিল। সেই হইতে আজ প্রায় তেরশত বৎসর তারা ভারতের পশ্চিম উপকূলে বাস করিতেছে।

তোমাদের কাছে যে সকল জাতির কথা বলিয়াছি, তাহাদের সহিত পারসিকদের একটু পার্থক্য আছে। তোমরা বোধ হয়

শুনিয়াছ, সমগ্র মানব জাতি তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত,—সেমেটিক, আর্য্য ও মঙ্গোলীয়। ইহুদী, ফিনিক, অসুরীয় প্রভৃতি জাতিগুলি বিরাট সেমেটিক জাতির অন্তর্গত। চীন, জাপান, শ্যাম, প্রভৃতি দেশের অধিবাসীগণ মঙ্গোলীয় জাতীয়। ভারতবর্ষের হিন্দুগণ ও য়ুরোপের খৃষ্টানগণ বিপুল আর্য্যজাতির অংশ; পারসিকেরাও এই আর্য্যজাতির শাখা।

পার্সিদের ধর্ম্ম।

প্রাচীন কালে ভারতের আর্য্যগণ প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের কত বিচিত্র রূপ দর্শন করিতেন, তাহার কথা তোমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে পড়িয়াছ। পারসিক ঋষিরাও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে নানা বিষয়ের কল্পনা করিতেন। যখন শ্বেত মেঘগুলি নীল আকাশের সাগরে পাড়ি দিত, তখন আর্য্য ঋষিরা অবাক্ হইয়া কল্পনা করিতেন যে মেঘগুলি মেষের মত চলিতেছে, হাওয়ার মুখে তারা ভাসিয়া ভাসিয়া এপার ওপার করিতেছে! আর মাঝে মাঝে থামিয়া তারা যেন দুধ ঢালিয়া দিতেছে, তাহাই বৃষ্টিরূপে বর্ষিত হইতেছে। তারপর যখন বর্ষার নবীন মেঘ আকাশকে অন্ধকার করিয়া ছাইয়া ফেলিত, আর মাঝে মাঝে বাদলা হাওয়া উড়াইয়া বৃষ্টিধারা নামিত তখন পারসিক ঋষিরা ভাবিতেন, বুঝিবা দেবকন্যারা কলসী করিয়া জলধারা ঢালিয়া পৃথিবীকে শান্ত করিতেছেন। তারপর যখন মরুভূমির তপ্ত হাওয়া হু হু করিয়া দুপুরের সীমাশূন্য প্রান্তর দিয়া হাঁকিয়া বহিয়া যাইত, তখন তাঁহারা ভাবিতেন, মেঘগুলিকে বুঝি ঝঞ্ঝা-দস্যুরা তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছে, আর জলকন্যাগণকে পাহাড়ের অন্ধকার গুহার মধ্যে আটকাইয়া রাখিয়াছে! তাই দেশে বৃষ্টি নাই। তখন বৃত্রঘ্ন নামক দেবতা আসিয়া বজ্রাঘাতে পৃথিবী কাঁপাইয়া, শত্রুকে মারিয়া, মেঘশিশু-

গণকে ছাড়িয়া দিতেন, জলকন্যাগণকে মুক্তি দিতেন। তখন আকাশ-মাঝে তাদের দৌড়াদৌড়ি দেখে কে? কালো মেঘ শাদা মেঘের উপর পড়িতেছে, শাদা মেঘখানি আনন্দে গলিয়া যেন কালোর সঙ্গে মিশিয়া গেল! দেখিতে দেখিতে কোন্ অজানা কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া তারা আকাশ ছাইয়া ফেলিল! চারিদিক আঁধারে ঢাকিয়া ফেলিল! তখন মুক্ত দেবকন্যারা কলসী উপুড় করিয়া, জলধারা বর্ষণ করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত পৃথিবীকে সিক্ত করিলেন।

এই প্রকার কবি-কল্পনার কথা পার্সিগ্রন্থ আবেস্তায় পাওয়া যায়। হিন্দুদের যেমন বেদ, আবেস্তা তেমনি পার্শিদের আদি ধর্ম্ম-গ্রন্থ। তাহাদের দেবতাদের সহিত বৈদিক দেবতাদের অনেক মিল আছে—ব্যবহারে সামঞ্জস্য আছে। আমাদের ইন্দ্রের এক নাম বৃত্রঘ্ন; কারণ তিনি বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। পারসিকেরা ইন্দ্রকে বলে 'বেরত্রঘ্ন'। আমাদের সূর্য্যের এক নাম মিত্র; পারসিকেরা সেই 'মিত্রকে' বলে 'মিথ্র'। আমাদের যমকে তারা বলিত যিম। এ ছাড়া আরও নানা বিষয়ে একতা আছে। প্রাচীন লোকেরা আগুনকে খুব সম্মানের চোখে দেখিত; সকল কাজেই আগুনের প্রয়োজন হইত। আর্য্যেরা প্রত্যক হোম যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কলাপে আগুন ব্যবহার করিতেন; সেই জন্য লোকে ভুল করিয়া পার্সিদিগকে অগ্নি-উপাসক বলিত। কিন্তু তাহাদের প্রধান দেবতার নাম 'অহুর মজ্দ্'। 'অহুর' অর্থ অসুর। এই অহুর তাহাদের দেবতা—তাহাদের শ্রদ্ধার পাত্র; আর ভারতীয় আর্য্যগণ যে 'দেব'গণকে পূজা দিতেন, তাহাদিগকে পার্সিকেরা অত্যন্ত ঘৃণা করিত। পারসিকেরা 'অহ্রিমণ' নামে এক অনিষ্টকারী দেবতায় বিশ্বাস করিত। তাহাদের দেবতার উদ্দেশ্যে পারসিকগণ শত শত গাথা রচনা করিয়াছিল।

জরথস্ত্রু।

এই সকল গাথা, স্তোত্র যিনি একত্র করিয়া একটি ধর্ম্মমত খাড়া করেন, তাঁহার নাম জরথস্ত্রু। মহামুনি জরথস্ত্রু সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। খুব সম্ভব, খৃষ্ট জন্মিবার সাত আটশত বৎসর পূর্ব্বে পারস্য দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁর ধর্ম্মমত ও নীতি-উপদেশগুলি খুবই উচ্চ ও উদার। এখন ঐ ধর্ম্ম সম্বন্ধে য়ুরোপের পণ্ডিতেরা কেমন করিয়া জানিলেন সেই কথা বলিতেছি।

য়ুরোপে আবেস্তা আবিষ্কার।

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন লোকের ইতিহাসের জ্ঞান বড়ই কম। সেই সময়ে ফ্রান্সের আঙ্কাটিল দুপেরন নামে একটি যুবকের হাতে আবেস্তাগ্রন্থের কয়েকখানি পাতা কেমন করিয়া আসিয়া পড়ে। তখন তাঁর বয়স কুড়ি বাইশ বৎসর। আবেস্তার পাতা কয়খানি পাইয়া তাঁর মনের মধ্যে ভারি একটা আন্দোলন চলিতে লাগিল। তিনি বলিয়াছেন, "আমার দেশকে এই অতুলনীয় সাহিত্য দিবার জন্য আমি তখনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম; এবং গুজরাট অথবা পারস্যে গিয়া এই ভাষা শিখিয়া আমার মাতৃভাষায় আবেস্তার অনুবাদ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল।" দুপেরন উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নানা সম্ভ্রান্ত বন্ধুর সাহায্যে হয় ত তিনি ফরাসী সরকারে বড় কাজ লইয়া ভারতবর্ষে আসিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন, তাহাতে অনেক বাধা বিপত্তির আশঙ্কা ও বিলম্বের সম্ভাবনা। যুবকের কাছে এক একটি দিন যেন মাসের মত বোধ হইতে লাগিল। বসিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; বাহির হইয়া পড়িবার জন্য তাঁর প্রাণ একেবারে আকুল হইয়া উঠিয়াছে। দুপেরন কাহারও পরামর্শ না লইয়া ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

অধীনে এক সাধারণ সৈনিকের কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সেই সৈন্যদল ভারতবর্ষে আসিবে। যখন সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক্‌ঠাক্‌, তখন তিনি তাঁর বড় ভাইকে সকল কথা বলিলেন। ভাই চোখের জল ফেলিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু দুপেরনের মন টলিল না, তিনি যাইবেনই যাইবেন। একদিন শীতের ভোরে সৈন্যদের সহিত চুপ করিয়া দুপেরন চলিয়া গেলেন।

দুপেরনের এই অসমসাহসিক কাজ তাঁর বয়সের যুবকের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নয়! কিন্তু তিনি যদি জানিতেন যে বিদেশে কত অসংখ্য বাধাবিপত্তির মাঝে তাঁকে পড়িতে হইবে, তবে হয় ত তিনি এমন করিয়া যাইতেন না। তাঁর বন্ধুদের চেষ্টায় তিনি সৈন্যের কাজ হইতে মুক্তি পাইলেন এবং রাজার কৃপায় কিছু বৃত্তিও পাইলেন। বন্দরে যখন সৈন্যেরা জাহাজে উঠিবার জন্য প্রস্তুত, তখন তিনি এই শুভসংবাদ পাইলেন।

কর্ম্মচারীদের সহিত থাকিয়া প্রথম শ্রেণীতে বাস করিয়া জাহাজে তাঁহাকে যে অশেষ যন্ত্রণা ও কষ্ট পাইতে হইয়াছিল তাহা পড়িলে অবাক্‌ হইতে হয়! তারপর, যদি তাঁকে সেই সৈন্যদের সহিত যাইতে হইত তাহা হইলে কি অবস্থা হইত, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না! সৈন্যদলের মধ্যে অধিকাংশই ছিল চরিত্রহীন, লক্ষ্মীছাড়া, জেলখানার কয়েদী। তাহাদের সহিত ছয়মাস একত্র বাস করিলে দুপেরনের মানসিক ও নৈতিক অবনতি হইত।

দুপেরন ভারতবর্ষে পঁহুছিয়া সাত বৎসর কঠিন সংগ্রামে দিন কাটাইলেন। তাঁহার কাহিনী উপন্যাসের মত মনোহর; তাঁহার সহগুণ বীরের মত। কেবল জ্ঞানের জন্য লোকে কি শ্রম করে, কত কষ্ট নীরবে সহ্য করে, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দুপেরন। তিনি ধনীর সন্তান, ধন ত্যাগ করিয়া, বন্ধু বান্ধব ফেলিয়া, সুখস্বাচ্ছন্দ্য পায়ে ঠেলিয়া কখনো সুরাটে,

কখনো পণ্ডিচেরীতে, কখনো ইংরেজের হাতে বন্দীভাবে দিন কাটাইয়াছেন। সেই সময়কার ভারতবর্ষের জ্বর বিখ্যাত; সেই জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া তিনি অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শুধু তাঁহার অসাধারণ সামর্থ্য ছিল বলিয়া তিনি বাঁচিয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন।

সাত বৎসর পরে দুপেরন দেশে ফিরিলেন। তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র। প্রথমে তিনি ইংলণ্ডে নামিলেন। তখন ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ চলিতেছিল; কাজে কাজেই দুপেরনকে বন্দী করা হইল, আর তাঁর জিনিষপত্র, বই, কাগজ সমস্ত আটকাইয়া রাখা হইল। কিন্তু অল্পদিন পরে মুক্তি পাইয়া সে সমস্তই তিনি ফেরত পাইলেন। ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিয়া আরও সাত বৎসর গেল। আবেস্তার অনুবাদ শেষ করিয়া তিনি পারস্যজাতির সামাজিক জীবন সম্বন্ধে নানা তথ্যপূর্ণ একখানি পুস্তক লিপিবদ্ধ করিলেন। আবেস্তা প্রকাশিত হইলে ফরাসী পণ্ডিতমণ্ডলী ও জারমেনীর সুধীগণ আনন্দে তাহা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু একজন অল্পবয়স্ক ইংরাজ যুবক ইহার যে তীব্র সমালোচনা করেন, তাহাতে ইংলণ্ডে এ পুস্তকের আর আদর হইল না। তিনি দুপেরনকে জালিয়াত, মিথ্যাবাদী, মূর্খ প্রভৃতি নানা কটু গালাগালিতে ভূষিত করিলেন। এই লোকটি কে তাহা জান? ইঁহার নাম সার্ উলিয়াম জোন্‌স্। পরে ইনি ভারতবর্ষে আসিয়া সংস্কৃত সাহিত্য অনুবাদ করেন ও য়ুরোপে প্রচার করেন। তাঁর নাম আজকাল প্রত্যেক পণ্ডিতের মুখে ঘোষিত হইতেছে। তোমরাও বড় হইয়া এই মহাপণ্ডিতের গ্রন্থ পাঠ করিবে।

মীড়দের প্রথম রাজা।

পারস্য ধর্ম্মগ্রন্থের আবিষ্কারের কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি। এখন পারসিকদের সম্বন্ধে গল্প বলি শোন।

প্রাচীনকালে মীড় নামে এক জাতি ছিল। পারস্যের উত্তর-পশ্চিম কোণে তারা বাস করিত। ছোট ছোট জাতিতে তারা বিভক্ত ছিল। আর ছোট ছোট গ্রামে তারা বাস করিত।

সেই সময়ে দিওসি নামে একজন লোক একটি গ্রামের মধ্যে খুব ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল। দিওসি কোন অন্যায় সহ্য করিত না এবং যেখানে কোনো অন্যায় অবিচার হইত সেখানে বুক দিয়া পড়িয়া ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিত। লোকে তার এই প্রকার ন্যায়নিষ্ঠা দেখিয়া তাহাকে গ্রামের মোড়ল করিয়া দিল। অল্পদিনের মধ্যে অনেকগুলি গ্রামের লোক একত্র হইয়া তাহাকে সকলেরই মণ্ডল নিযুক্ত করিল। অল্প সময়ের মধ্যে মীড়দের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। লোকে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে লাগিল।

এমন সময়ে দিওসি একদিন বলিল, 'এসব করিয়া আমার কি লাভ! নিজের সকল স্বার্থ তোমাদের জন্য নষ্ট করিতে পারি না।' এই কথা বলিয়া সে আপন কাজে মন দিল। দিওসি আর মামলা মিটায় না, মধ্যস্থ হইয়া গ্রামে গ্রামে শান্তি স্থাপন করে না, অন্যায়ের প্রতিশোধ লয় না, ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করে না। অল্পদিনের মধ্যে আবার চারিদিকে হিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল, লুঠতরাজ আরম্ভ হইল, অশান্তিতে লোকে আর দেশে বাস করিতে পারে না, এমনই দশা হইল। তখন গ্রামবৃদ্ধেরা সকলে একত্র হইয়া ঠিক্ করিল যে "দিওসিকে সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া দিই; তার অনেক ক্ষমতা আছে; সে না দেখিলে আমরা আর প্রাণে বাঁচি না।" দিওসিকে তারা রাজা করিয়া দিল। দিওসি চালাকি করিয়া মাঝে সরিয়া গিয়াছিল। এমন ভাবটা দেখাইল, যে তার রাজা হইবার কোনো ইচ্ছা নাই, কেবল সাধারণের হিতের জন্য দিন কয়েক

খাটিল! অথচ মনের মধ্যে রাজা হওয়ার আকাঙ্ক্ষাটাই সব চেয়ে বেশী জাগিতেছিল।

দিওসি ত রাজা হইলেন। এবার কিন্তু তাঁর চাল চলন বদলাইয়া গেল। তিনি প্রকাণ্ড এক রাজপ্রাসাদ পাথর দিয়া গাঁথাইলেন; পাথর দিয়া তার প্রাচীর করিলেন, দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। গড় দিয়া ঘিরিয়া, প্রাচীর দিয়া বেড়িয়া রাজপ্রাসাদ খুব দৃঢ় করিলেন—আর তাহার মাঝে তিনি রাজা হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন না, কাহারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা আর বলেন না; বিনা অনুমতিতে কাহাকেও কাছে আসিতে দেন না, পাছে তাঁর রাজসম্মানে আঘাত লাগে! এইরূপ নানা নিয়ম করিয়া তিনি জাঁকাইয়া রাজা হইয়া বসিলেন। শোনা যায়, ইনিই মীড় দেশের প্রথম রাজা।

কি-কাউ ও কাম্বিস।

মীড়ের দক্ষিণে পারস্য। পারস্য যখন নিতান্ত হীনবল তখন মীড়েরা খুব ক্ষমতাশালী। তাই তারা পারস্য অধিকার করিয়া লইল। এই আক্রমণের পূর্ব্বে পারস্যে 'কি-কাউ' নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছেলে কাম্বিসের নাম চারিদিকে খ্যাত ছিল। সেই সময়ে পারস্যদেশ—আফ্রসিব নামে এক রাজার আক্রমণে উত্যক্ত হইয়া উঠিতেছিল। এই আফ্রসিব বোধ হয় মীড় জাতির রাজা ছিলেন। আর তিনি নিজে ছিলেন 'মন্দ' জাতীয়; মন্দদের সহিত একযোগে আফ্রসিব নিরীহ পারস্যবাসীগণকে পদে পদে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিলেন।

আফ্রসিবের বিরুদ্ধে কাম্বিসকে পাঠান হইল। কিন্তু যুদ্ধকালে কাম্বিস জানিতে পারিলেন যে আফ্রসিব সন্ধি করিতে প্রস্তুত।

তখন কাম্বিস সন্ধির কর স্বরূপ মন্দরাজের কাছ হইতে একশত সন্ধিদূত দাবি করিলেন। মন্দরাজ আফ্রসিব আনন্দে কাম্বিসের কথামত সন্ধিদূত দিলেন।

কিন্তু কি-কাউ এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন ও বলিলেন, 'পারস্যের শত্রুর সহিত এত সহজে সন্ধি করা অন্যায়,—যুদ্ধ চলিবে।' আর তিনি সেই একশত সন্ধিদূতের মুণ্ডচ্ছেদের ব্যবস্থা করিলেন।

এই প্রকার নীচ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া বীর-যুবক কাম্বিসের পক্ষে অসম্ভব। তিনি যখন দেখিলেন, পিতাকে বুঝানো কঠিন, তাঁর সকল যুক্তি, সকল আবেদন বৃথা কথার কথা হইয়া উঠিতেছে—তখন কাম্বিস একদিন দেশত্যাগ করিয়া আফ্রসিবের শিবিরে হাজির হইলেন।

বৃদ্ধ আফ্রসিব খুবই আনন্দিত হইলেন; আদর করিয়া কাম্বিসকে রাজসভায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরমাসুন্দরী কন্যার সহিত কাম্বিসের বিবাহ দিলেন। কিছুদিন পরে আফ্রসিব কাম্বিসকে এক প্রদেশের শাসনকর্ত্তার আসনে বসাইয়া বলিলেন—"পৃথিবীতে আর যুদ্ধ লুণ্ঠন হইবে না, এখন সিংহ মেষ একত্র বাস করিবে।"

হঠাৎ এক বিদেশী আসিয়া এত সম্মান পাইল,—রাজ-জামাতা হইল, এক দেশের শাসনকর্ত্তা হইল—সকলে ইহা সহ্য করিতে পারিল না। কয়েকজন লোক কেবলই রাজার কাছে আসিয়া বলিত, "জাঁহাপানা, কাম্বিসের মতলব ভাল নয়। আপনি ত তাকে অনেক সম্মান দিয়াছেন কিন্তু তার ভিতরের ইচ্ছাটা ত আপনি জানেন না! সে এখানে এসেছে আমাদের অবস্থা জানিতে, সে গুপ্তচর। একদিন হঠাৎ দেখ্‌বেন পারস্যের সৈন্য আসিয়া মীড় রাজ্য ধ্বংস করিয়া দিবে।" এই রকমের কথা ফেনাইয়া ফেনাইয়া, প্রায়ই

সেই ক্রূরমতি লোকগুলি আসিয়া রাজার কাছে বলিত। আফ্রসিব রাগিয়া কাম্বিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু কাম্বিস তাঁকে বাধা পর্য্যন্ত দিলেন না; নীরব ভাষায় তিনি যেন বলিলেন, 'আমার মনে কোনো কু-অভিসন্ধি নাই।' আফ্রসিব সে ভাষা বুঝিলেন না, তাঁর নীরব বাণী শুনিলেন না; কাম্বিসকে তিনি নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিলেন। হতভাগা, নিরপরাধ কাম্বিস এমনিভাবে নীরবে জীবন হারাইলেন।

ইতিমধ্যে কাম্বিসের এক পুত্র জন্মিয়াছিল; কাম্বিসের স্ত্রী তাঁর পিতার ভয়ে পুত্রটিকে বনের মাঝে মেষপালকদের কাছে রাখিয়া আসিলেন। সেখানে অজ্ঞাতভাবে ছেলেটি মানুষ হইতে লাগিল।

এদিকে পারস্যরাজ কি-কাউ তাঁর ছেলের নিষ্ঠুর হত্যার কথা শুনিতে পাইয়া শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, আর নিজের ব্যবহারের কথা মনে করিয়া দুঃখে, লজ্জায়, অনুতাপে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। তারপর কি-কাউ দেশের বড় বড় বীরদের সাহায্যে আফ্রসিবকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। কিন্তু এতে কি মনের আগুন নেবে? অবশেষে একদিন তিনি শুনিতে পাইলেন যে তাঁর পৌত্র বাঁচিয়া আছে। এই কথা শুনিবামাত্র তিনি দেশ বিদেশে লোক পাঠাইলেন; ছেলেটির খোঁজে প্রত্যেক নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, বনে বনে লোক চলিল,— কিন্তু কোথায়ও তাহাকে পাওয়া গেল না। সাত বৎসর পরে একদিন একটি বালক রাজসভায় হাজির হইল—সেই তাঁর পৌত্র। বৃদ্ধ কি-কাউএর আনন্দ আর ধরে না। তিনি তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া পুত্রের নাম ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই বীর পৌত্রের সাহায্যে তিনি তাঁর সারা জীবনের শত্রু আফ্রসিবের সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া লন।

কাইরাসের জন্মকথা।

মীড় দেশের এক রাজার নাম ছিল আস্ত্যগী। তাঁর এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। এক রাত্রে রাজা স্বপ্ন দেখিলেন, যে তাঁর কন্যার উদর হইতে জলের স্রোত হুহু শব্দে, প্রবল বেগে বাহির হইতেছে; দেখিতে দেখিতে সমস্ত রাজধানী ভাসিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে সমগ্র এশিয়া সেই জলের তলে ডুবিয়া গেল। পরদিন প্রাতে উঠিয়াই রাজা দেশের বড় বড় ম্যাগি পুরোহিত—যাহারা ঘর কাটিয়া, মন্ত্র পড়িয়া, তারা গুণিয়া,তিথি দেখিয়া ভূত ভবিষ্যৎ অতীত বলিতে পারিত, —তাহাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাহাদের নিকট স্বপ্নের অর্থ শুনিয়া রাজা অত্যন্ত ভীত হইলেন। তখন আস্ত্যগী ঠিক করিলেন, এ মেয়ের বিবাহ কখনই রাজারাজড়ার সহিত দিবেন না, নিতান্ত সামান্য লোকের ঘরে ইহাকে সমর্পণ করিবেন। এই ভাবিয়া পারস্যের এক সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলের সহিত তাঁর কন্যা মনদানীর বিবাহ দিলেন। জামাতার নাম কাম্বইস। মীড়দের মত তাঁর অতুল ধনদৌলতের জাঁক জমক ছিল না। নিতান্ত সাদাসিদা ভাবে তাঁর দিন কাটিত। রাজার মেয়ে স্বামীর ঘরে গিয়া সংসার পাতিলেন।

এক বৎসর যাইতে না যাইতে রাজা আর এক স্বপ্ন দেখিলেন যে মনদানীর গর্ভ হইতে এক প্রকাণ্ড দ্রাক্ষা গাছ বাহির হইয়া সমস্ত এশিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছে। ভবিষ্যদ্বক্তারা বলিলেন, "মহারাজ, আপনার কন্যার পুত্র সসাগরা এশিয়ার রাজা হইবেন, আপনার সকল ক্ষমতা, সকল তেজ লোপ পাইবে।" স্বপ্নের কথা শুনিয়া রাজার গায়ে কাঁটা দিল, শরীর শুকাইয়া আসিল। সোণার পালঙ্কে তাঁর নিদ্রা নাই, রাজভোগ আর মুখে উঠে না,—হাসি

গান, বাজনা কাণে আর ভাল লাগে না। থাকিয়া থাকিয়া ভাবনায় শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে—ম্যাগি পুরোহিতের কথা মনের মাঝে কেবলি তোলাপাড়া করিতেছে।

কিছুদিন পরে আস্ত্যগী তাঁর মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী হইতে নিজের কাছে আনিলেন। মনদানীর গর্ভে পরম সুন্দর একটি সন্তান হইল। আস্ত্যগীর বড় ভয়, পাছে এই সন্তান বড় হইয়া রাজ্য রাজা সমস্ত উলট্ পালট করিয়া দেয়। তাই তাঁকে হত্যা করিবার জন্য রাজা তাঁর বিশ্বাসী কর্ম্মচারী হার্পেগাসকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাঁকে বলিলেন,—"হার্পেগাস, তোমাকে যে কাজের ভার দিব তা সযত্নে কর্‌তে হবে। তোমার প্রভুর স্বার্থ অপরের জন্য নষ্ট করো না, তা'হ'লে হয়ত ভবিষ্যতে তোমাকে এর জন্য দুঃখ পেতে হবে। মনদানীর ছেলেটিকে নেও, তোমার বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাহাকে মারিয়া ফেল। তারপর তা'কে তোমার ইচ্ছামত কবর দেবে।"

হার্পেগাস বলিলেন, "মহারাজ, দাস এ পর্য্যন্ত কখনো ত আপনার আদেশ অমান্য করে নাই, ভবিষ্যতে যে কখনো করিবে এমন সম্ভাবনাও নাই। আপনার যদি এমন কাজ করিতে ইচ্ছা হয়, আমার তাহাতে আপত্তি করিবার কি আছে?"

হার্পেগাসের হৃদয় ছিল ফুলের মত কোমল; পাষাণ রাজার সেবা করিয়া তাঁর হৃদয় নিষ্ঠুর হয় নাই। কোলে ছোট ছেলেটিকে তুলিয়া দেওয়া হইলে চোখের জলে বক্ষ ভাসাইয়া হার্পেগাস বাড়ী ফিরিলেন। স্ত্রীর কাছে সকল কথা খুলিয়া বলিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি করিবে ঠিক করিয়াছ?"

হার্পেগাস বলিলেন, "আস্ত্যগী যা বলিয়াছে, তা আমি কখনো করিতে পারিব না। প্রথমতঃ এই বালক আমার আত্মীয়, কেমন

ক'রে আপন হাতে একে আমি মারবো? দ্বিতীয়তঃ বুড়া আস্ত্যগী দু দিন পরে মরে যাবে, তখন দেশের রাজা 'হবে কে? আমার নিরাপদ থাকার জন্য এর মরা দরকার; কিন্তু সে কাজ আমাদ্বারা হবে না; রাজার আর কোনো লোককে বলিগে।"

এই বলিয়া রাজবাড়ীর রাখাল মিথ্রদত্তকে তিনি ডাকাইয়া পাঠাইলেন। হার্পেগাস তাহাকে বলিলেন, "মিথ্রদত্ত, রাজার আদেশে তোমাকে এক কাজ করিতে হইবে, এই ছেলেটিকে পাহাড়ের উপর, বনের মাঝে, জলের ধারে হিংস্র জন্তুর সাম্‌নে ফেলে দিয়ে এসো—তাড়াতাড়ি কাজ সার্‌বে; আর রাজার হুকুম তামিল কর্‌তে যদি একটু অবহেলা কর, তবে যন্ত্রণায় তোমাকে জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরিতে হইবে। আমি দেখ্‌তে চাই যে এই ছেলে মরেছে।"

রাখাল রাজার নাতিকে বুকে করিয়া—যেখানে তৃণে ঢাকা মাঠের মাঝে তার গরুর পাল খোঁয়াড়ে বাঁধা ছিল, আর মেষগুলি উদাসভাবে একদিকে তাকাইয়া ডাকিতেছিল, আর ছাগলগুলি আপন মনে চরিতেছিল—সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়া দেখে, তার স্ত্রী এক মরা ছেলে প্রসব করিয়াছে। রাজবাড়ীতে ডাক পড়িয়াছে শুনিয়া ভয়ে ভাবনায় তার স্ত্রী কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। এখন স্বামীকে ঘরে ফিরিতে দেখিয়া ব্যাপার খানা কি—জিজ্ঞাসা করিল। মিথ্রদত্ত বুক চাপড়াইয়া বলিল—"হায় হায়! আমার অদৃষ্টে এই কি ছিল! এমন কথা শুন্‌তে হবে বলে কি আমাকে নগরে যেতে হয়েছিল! আর কি বল্‌বো! গিয়ে শুনি কি হার্পেগাসের বাড়ীতে মহা কান্নাকাটি পড়িয়া গিয়াছে! আমার খুবই ভয় হইল, তথাচ বাড়ীর ভিতর গেলাম। সেখানে দেখি, মেজের উপর সোণায় রূপায় সাজানো, নানা রঙ্গের কাপড়-পরা এক ছেলে। হার্পেগাস আমাকে দেখিয়াই বালকটিকে তুলিয়া

লইয়া চলিয়া যাইতে বলিল। তখন আমি কি করি বল দেখি? আমায় নাকি এই ছেলেকে বনের মাঝে হিংস্রজন্তুর মুখে দিয়ে আস্‌তে হবে? হায়, হায় এই কি না রাজার হুকুম! আমি ভাবিয়াছিলাম, এ বুঝি কোনো দাসী-পুত্র। কিন্তু তার গায়ে এত সোণা রূপার আড়ম্বর কেন? তারপর নগর থেকে পথ দেখাইয়া বাহিরে আনার জন্য এক দাস আমার সঙ্গে আসিল। তার কাছ থেকে শুনলাম যে এই ছেলেটি মহারাজের দৌহিত্র—রাজকন্যা মনদানীর পুত্র। তাকেই কিনা রাজা মার্‌তে বলেন! দেখ এই সেই ছেলে!"

রাখাল এই কথা বলিয়া কাপড়ের মধ্য হইতে ছেলেটিকে বাহির করিয়া স্ত্রীর সম্মুখে ধরিল। মিথ্‌্রদত্তের স্ত্রীর পুত্র জন্মিয়াছে মরা। তার হৃদয় শোকে এখন কাতর, কোল শূন্য; মায়ের প্রাণ ছোট ছেলে দেখিলে স্বভাবতঃই কাঁদিয়া উঠে। রাখাল-পত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে সেই ছেলেটিকে চাহিল। বার বার বলিতে লাগিল, "আমার শূন্য কোল পূর্ণ করে দাও গো," "আমার শূন্য কোলে ঐ ছেলেটিকে দাও গো!" কিন্তু হার্পেগাসের ভয়ে মিথ্‌্রদত্ত কিছুতে রাজি হয় না, তখন তার স্ত্রী বলিল, "দেখ, যদি নিতান্ত একটি ছেলেকে পাহাড়ে ফেলিয়া আসিতে হয়, তবে আমাদের মরা ছেলেকে সেখানে রাখিয়া এস। আস্ত্যগীর হুকুম পালন করা হবে। আমাদের মরা ছেলে রাজ-সৎকার পাউক্, আর জীবন্ত ছেলে আমাদের ঘরে বেঁচে থাকুক!"

রাখালের কাছে এই প্রস্তাবই সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। তখন সেই মরা ছেলেকে রাজসজ্জা পরাইয়া বিজন বনের মাঝে ফেলিয়া আসা হইল। হার্পেগাসের লোক আসিয়া দেখিয়া গেল, চিল শকুনিতে খাওয়া, শৃগাল কুকুরে কামড়ানো এক ছেলে গহন বনের মাঝে পড়িয়া

আছে। তাকে চেনা যায় না। তারা ভাবিল, এই বুঝি রাজার নাতির অবস্থা!

রাখাল এই ছেলের নাম রাখিল কাইরাস্। কাইরাস্ তার মাবাপের নয়নের মণি, কণ্ঠের হার, আদরের ধন, মায়ের বুক জুড়ানো রত্ন, বাপের বৃদ্ধবয়সের যষ্টি! দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায়। বালক বড় হইল। তার গায়ে কি জোর! অল্প বয়সেই সে তার বাপের পশুপাল লইয়া মাঠে বনে বেড়াইতে যাইত। কত বার নিবিড় বনে নেকড়ে বাঘ দাঁত খিচাইয়া, থাবা পাতিয়া, গর্জ্জন করিয়া পশুপালের সাম্নে আসিয়া বসিত, আর বীর বালক ধীরভাবে, লম্বা লাঠির কঠিন আঘাতে তাহাকে দূর করিয়া দিত! এমনি করিয়া সাহসে, সামর্থ্যে, তেজে, গর্ব্বে, রাজার নাতি চন্দ্রের কলার মত দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

গ্রামে কাইরাস্ ছিলেন বালকদের সর্দ্দার। তার বুদ্ধির কাছে সকলকে জব্দ হইতে হইত; তার শক্তির কাছে সবাইকে হার মানিতে হইত!

একদিন বালকেরা 'রাজা রাজা' খেলা করিতে করিতে কাইরস্‌কে রাজা করিল। রাজপদ পাইয়া সে কাহাকেও করিল মন্ত্রী, কাহাকেও ধনাধ্যক্ষ, কাহাকেও অস্ত্ররক্ষক, কাহাকেও বা সভাসদের পদ দিল। মাথায় বনফুলের মুকুট, গলায় বনফুলের হার! তখন তার চালচলন ভাবভঙ্গী কথা বার্ত্তা সমস্ত যেন রাজার মত হইয়া গেল! সকলে পারসিক রাজ-দরবারের আদব কায়দা অনুসারে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল! কিন্তু একটি ছেলে তাঁর অবাধ্য হই। ক্রমে যখন সে রীতিমত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তখন কাইরাস্ তাহাকে ধরিয়া আচ্ছা করিয়া বেত কশাইয়া ছাড়িয়া দিল। ছেলেটা ছিল নিতান্ত ঘ্যান্‌ঘেনে প্যান্ পেনে আদুরে। কাঁদিতে কাঁদিতে সে

একেবারে তার বাপের কাছে হাজির! এই ব্যাপার দেখিয়া বাপ রাগের মাথায় বকিতে বকিতে রাজার কাছে হাজির হইলেন। বলিলেন, "মহারাজ, আপনার ক্রীতদাসের ছেলে আমাদের এমন করে অপমান করবে?"

আস্ত্যগীরও ভারি রাগ হইল! তিনি রাখাল ও তার ছেলেকে রাজসভায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আস্ত্যগী কাইরাসকে বলিলেন,— "কি! তুমি নীচকুলে জন্মিয়া এই সম্ভ্রান্ত লোকের ছেলেকে মেরেছ?" কাইরাস্ ধীরে ধীরে বলিল, 'মহাশয়, সে যা পাইবার উপযুক্ত আমি তাকে তাই দিয়াছি," এই বলিয়া সংক্ষেপে ঘটনাটি রাজার কাছে বলিল।

বালক কাইরাস্ যখন কথা বলিতেছিল, তার হাত পা নাড়ার ভঙ্গী, কথা বলার ধরণ, কণ্ঠের স্বর আস্ত্যগীর কাণে যেন কিসের প্রতিধ্বনির মত বোধ হইতেছিল। আস্ত্যগীর মনে নানা সন্দেহ হইতে লাগিল। তিনি অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সেই সভাসদকে বলিলেন, "ভবিষ্যতে তোমার পুত্রের সঙ্গে ইহার আর বিবাদ হইবে না।"

তারপর রাজ-ইঙ্গিতে সভাস্থল হইতে সকলে চলিয়া গেল। থাকিল কেবল মিথ্‌দত্ত ও রাজা। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই ছেলেটি কে?' রাখাল প্রথমে মিথ্যা কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু রাজার ভয়ে সত্য কথা বাহির হইয়া পড়িল। আস্ত্যগী সকল কথা নীরবে শুনিলেন, ব্যাপারখানা বুঝিতে বাকি রহিল না। হার্পেগাসকে ডাকিতে পার্শ্বরক্ষকগণকে আদেশ করিলেন। হার্পেগাস্ আসিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হার্পেগাস্, আমার মেয়ের ছেলের কেমন করিয়া মৃত্যু হইয়াছিল?" হার্পেগাস্ ত একেবারে অবাক্! রাখালকে দেখিয়া অসত্য কথাও আর মুখ হইতে বাহির

হইল না। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আপনার মেয়ের ছেলেকে আমি নিজ হাতে মারিনি ; হত্যার জন্য আমি 'এই রাখালের হাতে মনদানীর পুত্রকে দিয়াছিলাম। আমার বিশ্বস্ত লোক গিয়া দেখিয়া আসিয়াছিল, যে মৃতদেহ পাহাড়ের উপর পড়িয়া আছে। তারপর কি হইয়াছে, আমি ত জানি না মহারাজ!"

সরল ভাবে হার্পেগাস সকল সত্য কথা রাজার কাছে বলিলেন। আস্ত্যগী মনের রাগ গোপনে মনেই চাপিয়া রাখিলেন। রাখালের কাছে যাহা শুনিয়াছিলেন হার্পেগাসকে তাহা বলিয়া শেষে বলিলেন, "যাক্, ভালই হইয়াছে, সেই ছেলে এখন বাঁচিয়া আছে। যাক্, ভগবান্ যা করেন তা ভালর জন্যই করেন। আজ আমার নাতিকে ফিরে পেলাম। আজ কি আনন্দের দিন! আজ আমার বাড়ীতে রাত্রে উৎসব হবে, ভোজ হবে ; হার্পেগাস, আমার গৃহে আজ তোমার নিমন্ত্রণ।"

হার্পেগাস কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া হৃষ্টমনে গৃহে ফিরিলেন। ভাবিলেন, "ভাগ্যে আমি রাজার কথা শুনিনি—না জানি তা'হলে কি হ'ত ?"

কিন্তু আস্ত্যগী ত আর এতে বড় সন্তুষ্ট হন নি! তিনি যা করিলেন তা কল্পনা করিলেও পাপ হয়! সেই দিন বিকাল বেলায় হার্পেগাসের একমাত্র ছেলেকে রাজা ডাকাইয়া আনিলেন। তারপর তাহাকে কাটিয়া তার মাংস রাঁধিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন! রাত্রে অন্যান্য অনেক অতিথি আসিল। সকলে পশুর মাংস খাইল, কিন্তু হার্পেগাসের টেবিলে কেবল তার ছেলের মাংস দেওয়া হইল! হার্পেগাস্ যখন সমুদয় মাংস আহার করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে, মাংস কেমন রান্না হইয়াছে, ভাল লাগ্‌লো ?"

হার্পেগাস্ বলিলেন, "খুব ভাল হইয়াছে।"

তখন পরিবেশক একটা ঢাকা পাত্র তার সম্মুখে আনিল।

রাজা বলিলেন, "নাও নাও, আরও নাও।" কিন্তু ঢাকা খুলিয়া হার্পেগাস্ দেখিলেন, তাঁর একমাত্র পুত্রের কাটা হাত পা, ছিন্ন মুণ্ড! তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল! কিন্তু তিনি নিমেষের মধ্যে মনের ভাব দমন করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হে হার্পেগাস্, কোন্ পশুর মাংস বুঝ্তে পার্‌ছ?"

হার্পেগাস্ বলিলেন, "জানি বৈকি মহারাজ,—আপনি যা দান কর্‌বেন তা আমার কাছে মধুময়—অমৃত!" এই কথা বলিয়া পুত্রের সৎকার করিবার জন্য হার্পেগাস্ লুকাইয়া কয়েক টুকরা হাড় বাড়ী আনিলেন।

এমনি করিয়া আস্ত্যগী হার্পেগাসের শাস্তি দিলেন! তারপর তাঁর প্রধান ভাবনা হইল—কাইরাসকে লইয়া কি করিবেন। আস্ত্যগী দেশের বড় বড় ম্যাগি পুরোহিতকে ডাকাইয়া কাইরাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলে বলিল, "বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, ছেলেটিকে এখন তার বাপের কাছে পারস্যে পাঠাইয়া দিন।" সেই পরামর্শই ঠিক হইল।

আস্ত্যগী দৌহিত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাছা, এক সময়ে এক স্বপ্ন দেখে তোমার প্রতি বড়ই অন্যায় করিয়াছি! তোমার ভাগ্যগুণে তুমি জীবন পেয়েছ! যাক্, এখন তুমি সরল মনে, হৃষ্টচিত্তে পারস্যে ফিরে যাও।"

এই বলিয়া তাকে তিনি পারস্যে পাঠাইয়া দিলেন। মনদানী বা কাম্বইস্ কেহই তাকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই। যখন চিনিতে পারিলেন তখন তাঁহাদের কি আনন্দ সে কি বর্ণনা করা যায়! কাইরাস সব কথা বলিয়া বলিলেন, "আমি যে তোমাদের ছেলে,

আস্ত্যগীর দৌহিত্র, তা আমি জানতাম্ না; পথে আমার সঙ্গের লোকেরা আমার পরিচয় আমার কাছেই দিল। আমি জানিতাম, মিথ্রদত্ত আমার বাপ ও তাহার স্ত্রী আমার মা—তাদের স্নেহ জীবনে কখনো ভুলতে পারব না।”

কাইরাস মাঝে মাঝে মীড়ের রাজধানী ‘আগবতনা’য় যাইতেন। আস্ত্যগী তখন তাঁর খুব যত্ন আদর করিতেন। একদিন ভোজনগৃহে সকলে টেবিলের চারিদিকে বসিয়া আহার করিতেছে, এমন সময়ে কাইরাস্ বলিলেন, “দেখুন, আমাদের দেশে কিন্তু আহারাদির এত আড়ম্বর নাই, আমাদের ক্ষুধা অল্পেই মেটে।”

ভোজনাগারে সকল কাজই খুব ব্যস্ত-সমস্ততার সহিত হইতেছে। একজন খাদ্যপরিবেশক খুব তাড়াতাড়ি কাজ কর্ম্ম করিতেছে দেখিয়া রাজা তাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। কাইরাস সেই অযথা প্রশংসার কথা শুনিয়া বলিলেন, ‘আমি ইহার চেয়ে অনেক ভাল করিয়া পরিবেশন করিতে পারি।’ তখনই রাজাজ্ঞায় পরিবেশকের বেশ পরিয়া কাইরাস খাদ্য লইয়া টেবিলের পাশে উপস্থিত হইলেন। কি সুন্দর ভাবে, কি তৎপরতার সহিত, কি পরিপাটি রূপে বালক পরিবেশন করিতে লাগিল! সকলে ত দেখিয়া অবাক্!

আস্ত্যগী বলিলেন—“এমন সুন্দর পরিবেশক আমি কখনো দেখি নাই—আমার নাতির মত পরিবেশক মেলা ভার! কিন্তু ভাই, তুমি একটা কাজ করতে ভুলেছ; তুমি খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ ত’ গ্রহণ কর্ নাই—এটা যে নিয়ম!”

কাইরাস বলিলেন—“সেটা আমি ইচ্ছা করিয়া ভুলিয়াছি।”

আস্ত্যগী জিজ্ঞাসা করিলেন—“কেন, তা কর্‌লে কেন?”

কাইরাস ধীরভাবে বলিলেন—“ঐ পেয়ালার মধ্যে বিষ আছে বলে বোধ হলো।”

রাজা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিষ! বিষ! বল কি? বিষ কোথা থেকে আসবে! এ কথা তোমার মাথায় কোথা থেকে এলো?"

বালক কাইরাস নিতান্ত সরল ভাবে বলিয়া গেল—"কিছু দিন আগে আপনি এক ভোজ দিয়াছিলেন। সে দিন দেখি কি, এদেশের বড় বড় লোকেরা এই বিষ পান করে পাগলের মত হয়ে যা' তা' করতে লাগলো! আর আপনিও দাঁড়াইতে পর্য্যন্ত পারিতেছিলেন না, বার বার উঠিয়া উঠিয়া হেলিয়া পড়িতেছিলেন।"

আস্ত্যগী বলিলেন—"কেন, তোমার বাবাকে কি কখনো এমন অবস্থায় দেখ নি?"

কাইরাস্ বলিলেন,—"না, কখনো না! তাঁর তৃষ্ণা পেলে তিনি জল পান করেন! আমাদের দেশে তাই যথেষ্ট।"

পারসিকেরা প্রাচীন কালে মদ খাইত না; এমন কি, শোনা যায় যে অতি প্রাচীন কালে যখন আর্য্যেরা একত্রে বাস করিতেন তখন তাঁহাদের মধ্যে একদল 'সোমরস'কে মাদক করিয়া পান করিত বলিয়া, পারসিকেরা পৃথক হইয়া যায়! এই আর্য্যদের পারসিক শাখার নাম ইরাণী, ভারতীয় শাখার নাম হিন্দু।

যাক্ সে কথা! তারপর এমনি করিয়া দিন যাইতে লাগিল। হার্পেগাস্ কিন্তু প্রতিশোধের কথা ভুলেন নি। ছেলের শোকে আর আস্ত্যগীর অত্যাচারে তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে কাঁদিতেছিলেন।

এদিকে কাইরাস বড় হইয়া পারস্যের লোকের মন অধিকার করিয়া লইলেন। তিনি সকলের হৃদয়ের দেবতা, বাহিরে সকলের রাজা হইয়া উঠিলেন। হার্পেগাস্ সুযোগ বুঝিয়া তাঁকে হাত করিবার জন্য মাঝে মাঝে নানারূপ উপহার পাঠাইতেন। এদিকে মীড় দেশের রাজধানী আগবতানায় অনেক সম্ভ্রান্ত লোক আস্ত্যগীর শত্রু হইয়া

দাঁড়াইয়াছেন। আর সমস্ত ষড়যন্ত্রের মূলে হার্পেগাস্। পারস্য হইতে মীড় দেশে যাইবার রাস্তা প্রহরীতে পরিপূর্ণ! খবরাখবর পাঠানো বড় কঠিন! তাই হার্পেগাস্ এক বুদ্ধি খাটাইলেন। তাঁর এক বিশ্বস্ত চাকর ছিল। তাকে ব্যাধের বেশে সাজাইয়া মরা জীব-জন্তু কাঁধে দিয়া পারস্যে পাঠাইয়া দিলেন! একটি খরার পেট চিরিয়া তার মধ্যে একখানি চিঠি পুরিয়া এমনি করিয়া শেলাই করিয়া দিলেন যেন বাহির থেকে কিছু বোঝা না যায়। ছদ্মবেশী ব্যাধকে বলিয়া দিলেন যে 'কাইরাসকে নিজ হাতে এই খরার পেট চিরিতে বলিও।'

তিনি যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাই হইল। খরার পেট চিরিয়া কাইরাস এক পত্র পাইলেন। সেই চিঠি পড়িয়া কাইরাসের শরীরের রক্ত গরম হইয়া উঠিল। গায়ের লোম পর্য্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। পারস্যকে স্বাধীন করিয়া মীড় জাতিকে পায়ের তলায় ফেলিয়া দলিবার সাধ তাঁর অন্তরে জাগিয়া উঠিল!

পারস্যে তখন নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি বাস করিত। কাইরাস নানা জাতির লোককে ডাকিয়া বলিলেন, "কাল সকালে তোমরা কাস্তে লইয়া আসিও।" সকলে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে একটা প্রকাণ্ড জঙ্গলের কাঁটা কাটিতে বলিলেন। সকলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রাণপণে খাটিয়া কাঁটা কাটিল। তারপর দিন কাইরাস তাঁর বাড়ীর সমস্ত গরু, ভেড়া ছাগল কাটিয়া বিরাট এক ভোজের আয়োজন করিলেন। সমস্ত লোককে ডাকিয়া বলিলেন, "যত পার তত খাও।" তারাও যে যত পারিল তত খাইল। সকলে বলিতে লাগিল, 'এমন খাওয়া কখনো খাই নাই।' সুযোগ বুঝিয়া কাইরাস্ বলিলেন, "তোমরা আজকের দিন পছন্দ কর, না কালকার দিন?" সকলে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিল, "আজকার—আজ-

কার!" তখন কাইরাস বলিলেন, "তবে মীড়দের হাত থেকে পারস্যকে উদ্ধার কর, তোমরা স্বাধীন হও; তাহা হইলে এমনি সুখে দিন কাট্‌বে, কত সামগ্রী খেতে পাবে!"

কাইরাস নানাজাতি এক করিয়া মীড়-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ওদিকে মীড় রাজ্যে হার্পেগাসের হাতেই সৈন্যভার পড়িল। দুই দলে যখন আগবতানায় যুদ্ধ বাধিল তখন মীড় সৈন্যেরা কিছুক্ষণ ছলযুদ্ধ করিয়া পালাইল। আস্ত্যগী সৈন্যদের এই পলায়নের কথা শুনিয়া কি রাগটাই না রাগিলেন! হাত পা আছড়াইয়া বলিলেন, "আচ্ছা! কাইরাস্‌কে আমোদ কর্‌তে হবে না।" তারপর যে কয়জন খোঁড়া বুড়া, বালক যুবা মীড়রাজ্যে ছিল তাদের একত্র করিয়া আস্ত্যগী কাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেলেন। কিন্তু ফলে তিনি কাইরাসের সৈন্যের হাতে বন্দী হইলেন। তখন হার্পেগাস্ হাতে তুড়ি দিয়া আস্ত্যগীর সাম্‌নে আসিয়া বলিলেন, "কিহে, কেমন লাগ্‌ছে, রাজা হইয়া দাস হওয়া কেমন ভাল লাগ্‌ছে? মনে করে দেখ, আমার ছেলের কি দশা করেছিলে!"

কাইরাস মীড়দেশ অধিকার করিয়া পারস্য ও মীড়ের সম্রাট হইলেন। এমনি করিয়া পারস্য স্বাধীন হইল ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিল।

কাইরাস খুব বীর ছিলেন। তাঁর বীরত্বের ও সাহসের তুলনা পাওয়া যায় না। তিনি বলিতেন, যে নিজেকে শাসন করিতে পারে সে-ই পরকে চালাইবার উপযুক্ত। শৈশবে কাইরাসের মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ ছিল। অনেক সময়ে তিনি অনেকের মনে আঘাত দিতেন এবং নিজেও আঘাত পাইতেন। রাজা হইয়া তিনি নিজেকে এমনি শাসন করিয়াছিলেন, যে শোনা যায়, জীবনে নাকি তিনি আর কখনো রাগ করিয়া কাহাকেও রুষ্ট কথা বলেন নাই।

বাবিলন অধিকার। (৫৮৪ খৃঃ পূঃ)

কাইরাস অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি খুব কৌশলে বাবিলন জয় করেন। হাজার হাজার পারসিক সৈন্য লইয়া তিনি বাবিলন ঘিরিলেন। সমস্ত লোক নগরের মধ্যে আটক পড়িল। য়ুফ্রাতিস নদী বাবিলন নগরের মাঝখান দিয়া বহিয়া যাইত। প্রাচীর ঘেরা নগরে শত্রু ঢুকিবার রাস্তা নাই। শুধু নদী দিয়া যাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে প্রকাণ্ড লোহার দরজা, প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কাইরাস তাঁর সৈন্যগণের সাহায্যে নগর বেড়িয়া এক খাল কাটিলেন; সেই খালের সহিত নদী যোগ করিয়া দিলেই সমস্ত জলস্রোত খাল দিয়া বহিয়া যাইবে। তখন নদীর খাত বা শুষ্ক জলপথ দিয়া সৈন্যগণ নগরে প্রবেশ করিবে।

এমন সময়ে নগরে উৎসব আরম্ভ হইল। রাজা প্রজা কেহই সে উৎসবে বাদ যায় না, সকলেই উৎসবে মত্ত। বাহিরে শত্রু দাঁড়াইয়া, আর তারা বেশ হৃষ্টমনে আমোদ করিতেছে! লোকের উৎসবানন্দের চীৎকার নগরের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া আসিতেছে। এমন সময়ে নদীর জল কমিতে লাগিল; কারণ কেহই ঠিক করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে নদীর জল শুকাইয়া গেল—সমস্ত জল খাল দিয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। পারসিক সৈন্যেরা লৌহকবাট ভাঙ্গিয়া শুষ্ক নদীগর্ভ দিয়া নগরে প্রবেশ করিল। তারপর যাহা হইবার তাহাই হইল। নগর রক্তে রঞ্জিত হইল। উৎসবের আনন্দ মৃত্যু-যন্ত্রণায় ও ক্রন্দনে পরিণত হইল। বাবিলন রাজ্য সম্যক্‌রূপে অধিকৃত হইল।

লিডিয়া।

এশিয়া-মাইনরের উপকূলে লিডিয়া নামে একটি রাজ্য ছিল। কাইরাসের সময়ে সেখানে ক্রোসাস নামে এক অতি ধনী রাজা

রাজত্ব করিতেন। সাত রাজার ধন যেন তিনি সংগ্রহ করিয়া তাঁর রাজকোষে 'পূরিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁর রাজধানী সার্দিস সাগরের ধারে, অশেষ কারুকার্য্যে তাহা শোভিত। এমন মনোহর নগর তখনকার দিনে খুব কমই ছিল। কাইরাসের দৃষ্টি সেই নগরের উপর পড়িল। তিনি তাহাকে শাসাইয়া রাখিলেন।

ক্রোসাস যুদ্ধের ফল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বক্তাদের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, পারস্যের সহিত যুদ্ধ করিলে তিনি একটি বড় সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবেন। ক্রোসাস ভাবিলেন যে তিনি নিশ্চয়ই পারস্য-সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবেন ; এই ভাবিয়া তিনি যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু একটি সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবে, ইহার অর্থ যে তাঁর নিজের রাজ্য ধ্বংস হইবে তাহা তিনি তখন বোঝেন নাই।

ক্রোসাস তাঁর সামন্ত রাজগণকে সাহায্যের জন্য ডাকিলেন। তাঁহারা একত্র হইতে না হইতে, কাইরাস্ বজ্রের মত দেশের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কাইরাস জানিতেন যে লিডিয়ার অশ্বারোহী সৈন্যেরা ভারি বীর। তাহাদিগকে পরাজয় করা বড় কঠিন। তাই তিনি তাঁর সৈন্যের সম্মুখে একসারি উট দাঁড় করাইয়া দিলেন। সেই লম্বা গলা কদাকার উটগুলিকে দেখিয়া ঘোড়াগুলি ঊর্দ্ধশ্বাসে চারিদিকে পালাইতে লাগিল। আরোহীদের শত চেষ্টায়ও অশ্বগুলি আর ফিরিল না। লিডিয়ান সৈন্য পালাইল।

সার্দিস্ নগর অবরুদ্ধ হইল। প্রাচীরের উপর সৈন্যগণ দাঁড়াইয়া কড়া পাহারা দিতেছে, কোথাও যেন শত্রুরা কোনো ছিদ্র না পায়। এমন সময়ে একজন লিডিয় সৈন্যের টুপী প্রাচীর হইতে পড়িয়া গেল। সে প্রাচীর বাহিয়া নামিয়া আসিল ও টুপী লইয়া পুনরায় উঠিয়া গেল। এই ব্যাপার এক পারসিক সৈন্যের চোখে

পড়িল। সে তখন তেমনি করিয়া প্রাচীর দিয়া উঠিল ও অন্যান্য সৈন্যগণকে উঠিয়া আসিতে উৎসাহিত করিতে লাগিল। সার্দিস-বাসীরা স্বপ্নেও ভাবে নাই যে এমন করিয়া শত্রুসৈন্য প্রাচীর বাহিয়া উঠিবে। সার্দিস নগর কাইরাসের বশ্যতা স্বীকার করিল।

লিডিয়া-রাজ ক্রোসাস বন্দী হইলেন। হুকুম হইল, তাঁকে চিতায় জীবন্ত পোড়াইয়া মারা হইবে। ক্রোসাস বড় অহঙ্কারী ছিলেন, ধনমদে মত্ত হইয়া তিনি সকলকে অবজ্ঞা করিতেন। তাই বুঝি তাঁর অদৃষ্টে এই শাস্তি বিহিত হইল।

ক্রোসাস্‌কে দড়াদড়ি দিয়া বাঁধিয়া কাঠের স্তূপের উপর বসান হইল; চারিদিকে পারসিক সৈন্যেরা দাঁড়াইয়া। কাইরাস অদূরেই ছিলেন। যেমনই কাঠের স্তূপে আগুন দিবার জন্য লোক আসিল অমনি ক্রোসাস্ "সোলান, সোলান" করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কাইরাস সেই কান্না শুনিয়া ব্যাপারটা কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ক্রোসাস্ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—"মহারাজ,কিছু দিন পূর্ব্বে সোলান নামে এক মহাজ্ঞানী গ্রীস্‌দেশ হইতে লিডিয়ায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। আমার ধনের বড় অহঙ্কার ছিল; নানা হীরা মাণিকের জিনিষ আনিয়া রাজপ্রাসাদকে স্বর্ণপুরী করিয়া তুলিয়াছিলাম। গ্রীস্ হইতে পণ্ডিত আসিয়াছেন শুনিয়া এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য দেখাইতে আমার ভারি ইচ্ছা হইল। সোলান সমস্ত দেখিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই একটুও বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না। আমি অবাক্ হইলাম। গর্ব্বভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সোলান, পৃথিবীতে সুখী কে?' আমি মনে ভাবিয়াছিলাম, তিনি আমারই নাম করিবেন। কিন্তু তিনি যাহা বলিলেন তা আমার আদৌ ভাল লাগিল না। তিনি বলিয়াছিলেন, 'মরণ কালে কে কেমন ভাবে মরে তাহা দেখিয়া তাহাকে সুখী অথবা দুঃখী বলা যায়।'
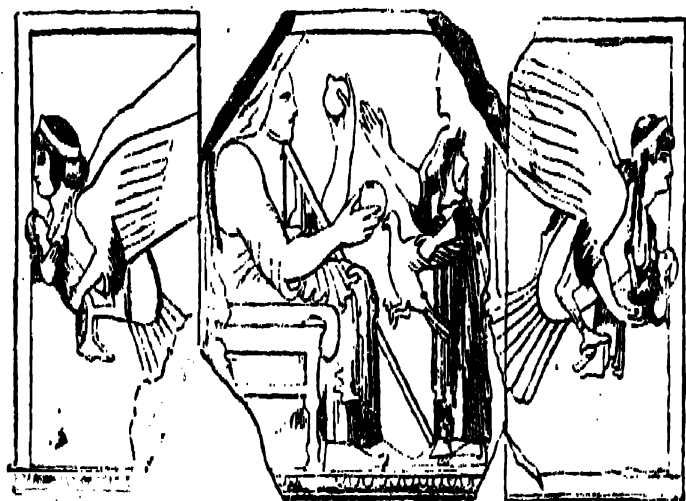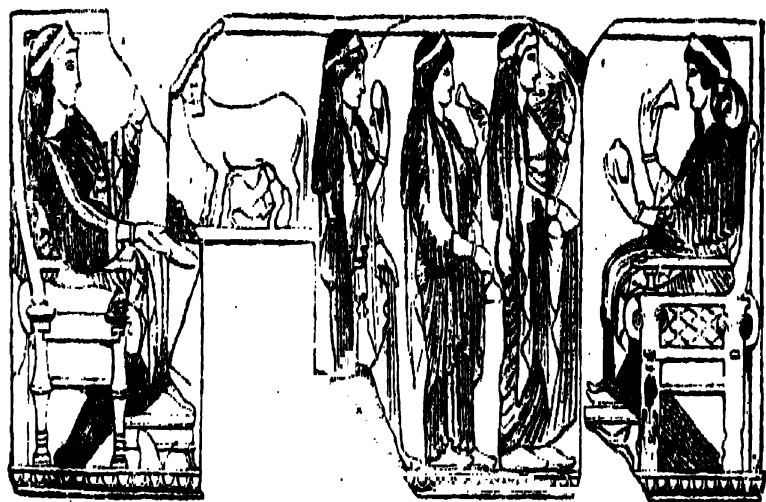
জাম্থোসের "সুখস্তম্ভের" (Happy Tower) উপর অঙ্কিত মূর্তি

"কাইরাস! আমার আজ সেই দিন উপস্থিত। এখন আমি বুঝিতেছি, সুখী আমি নাই, সুখী তারা, যারা হাসিমুখে মরিয়াছে। মহারাজ, সেই জন্যই আজ সোলানকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছি।"

এ কথা শুনিয়া কাইরাসের অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইল। তিনি ক্রোসাসকে মুক্তি ত দিলেনই, এমন কি, একজন প্রধান সভাসদ করিয়া তাঁহাকে রাজসভায় স্থান দিলেন।

কাইরাসের মৃত্যু।

কিছুকাল পরে কাইরাস যুদ্ধ করিতে উত্তর দিকে গমন করিলেন। সেখানে শকদের বাস। ভীষণ তাদের স্বভাব; অসাধারণ তাদের সাহস। সভ্যতার ধার তারা ধারিত না, ভদ্রতার খাতির তাদের কাছে ছিল না; পরের কাছে মাথা নীচু করিতে তারা একেবারেই নারাজ। আর সত্যের পথ হইতে তারা কখনো একচুল নড়িত না। যেমন তাদের মনের বল, তেমনি ছিল শরীরের সামর্থ্য।

সেই তেজস্বী শকদের ছোট একটি রাজ্য কাইরাস আক্রমণ করিলেন। সেখানে তমিরি নামে এক রাণী রাজত্ব করিতেন। তাঁর কাছে হারিয়া কাইরাস বন্দী হইলেন। রাণী তাঁহাকে বলিলেন— "এতকাল তুমি লোকের রক্তপান করিয়াছ, আজ মৃত্যুর পরও তুমি রক্ত পান কর।" এই বলিয়া কাইরাসের ছিন্নমুণ্ড তিনি রক্তের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। এইরূপে কাইরাসের মৃত্যু হইল।

কাম্বিস। (৫২৯ খৃঃ পূঃ)

কাইরাসের পুত্র কাম্বিস, পিতার অর্দ্ধসাম্রাজ্যের রাজা হইলেন। আফগানিস্থান অঞ্চলটি পাইলেন তাঁর ভাই বরদীয়। বরদীয়ের

খোঁজ খবর পারস্যে কেহই লইত না। কয়েক বৎসর পরে লোকে একেবারে বরদীয়ের নাম ভুলিয়া গেল। ইতিমধ্যে কাম্বিস তাঁর ভাইকে গুপ্তভাবে হত্যা করিলেন; লোকে তাহার কোনো কথাই জানিল না।

এদিকে কাম্বিস মিশর জয় করিতে বাহির হইলেন। সেই দেশ আক্রমণ করিবার কারণ ছিল।

একবার কাইরাস চক্ষুপীড়ায় বড়ই কষ্ট পাইতেছিলেন। সে যন্ত্রণার উপশম আর কেহই করিতে পারে না। পারস্যে যত বড় বড় চিকিৎসক ছিলেন সকলে আসিলেন—ঔষধ প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু চক্ষের যন্ত্রণা আর যায় না। এমন সময়ে তিনি কাহার কাছে শুনিলেন যে মিশরের বৈদ্যেরা বড় বিচক্ষণ। তখনই মিশরে দূত গেল। মিশর হইতে বৈদ্য আসিয়া কি প্রকারে ফেরো আমাসিসের কন্যাকে পারস্যে আনাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, আমাসিস নিজ কন্যাকে না পাঠাইয়া কিরূপে পূর্ব্ব ফেরোর কন্যাকে পাঠাইয়াছিলেন, এবং সেই কন্যার নিকট আমাসিসের কপট ব্যবহারের কথা শুনিয়া তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য কাইরাস তাঁহার পুত্র কাম্বিসকে কিরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন মিশর দেশের বিবরণে (২৭—২৮ পৃঃ) তোমরা তাহা পড়িয়াছ।

পিতৃসত্য পালন করিবার জন্যই বোধ হয় কাম্বিস মিশর আক্রমণ করিলেন। তাঁর সঙ্গে অনেক সৈন্য চলিল; মেসোপটেমিয়ার সমতলভূমি পার হইয়া, সুয়েজ যোজক অতিক্রম করিয়া, পারসিক সৈন্য মেমফিস্ নগর অবরোধ করিল। তখন আমাসিসের পুত্র সামাটিক্ মিশরের ফেরো। প্রথম প্রথম কয়েকটি যুদ্ধে পারসিকেরা মিশরের সৈন্যগণকে এক পা-ও হটাইতে পারিল না। তাহারা বেশ গট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল; আর বৃথা অস্ত্রশস্ত্র ছুড়িয়া

পারসিকেরা হয়রান হইতে লাগিল। তখন তারা বল ছাড়িয়া কৌশল ধরিল। বিড়াল, বাঁদর, গরু, প্রভৃতি নানা প্রাণী ছিল মিশরবাসীদের মহাপূজ্য; তারা দেবতার অংশ—দেবতার রূপ—এই ছিল তাদের ধারণা। পারসিকেরা করিল কি, যুদ্ধের সময়ে সেই প্রাণীগুলিকে সম্মুখে রাখিল। মহাভারতে আছে, অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সামনে রাখিয়া ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; পারসিকেরা ঠিক সেই পথ অবলম্বন করিল। মিশরবাসীদের আর যুদ্ধ করা হইল না, পাছে বিড়াল, বাঁদরের গায়ে অস্ত্র লাগে!

সে দিন বিনাযুদ্ধেই মিশর দেশ পারস্য-রাজের করে সমর্পিত হইল! কাম্বিস মিশরকে কেমন করিয়া শাসন করিয়াছিলেন তাহা লইয়া নানা মতভেদ আছে—সে আলোচনায় আমাদের কাজ নাই।

মিশরে কাম্বিসের অনেক দিন কাটিল;—চার পাঁচ বৎসর চলিয়া যায়—দেশে ফিরিবার আর নামটি করেন না। লোকে অধীর হইয়া উঠিল, মন্ত্রীরা চঞ্চল হইল, কাম্বিস তথাচ ফেরেন না! এদিকে পারস্যে কি হইল শোন। কোথা হইতে বরদীয় (কাম্বিসের ভ্রাতা) আসিয়া আপনাকে পারস্যের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিল! লোকে ত' আর জানিত না যে কাম্বিস গোপনে বরদীয়কে হত্যা করিয়াছেন; তারা সহজেই বিশ্বাস করিল, এই নকল লোকটিই বুঝি বরদীয়। অনেকে তাকে রাজা বলিয়া মানিয়া লইল।

কাম্বিস তখন মিশরে; তাঁর কাছে এ সংবাদ গেল। তাঁর সাপে ছুঁচো গেলার মত অবস্থা হইল। মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না যে বরদীয়কে তিনি হত্যা করিয়াছেন, আর সে যে তাঁর ভাই নয় একথাও প্রচার করিতে সাহস হইল না। ক্ষুব্ধহৃদয়ে কাম্বিস দেশে ফিরিলেন।

কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোককে ডাকিয়া কাম্বিস সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। তাঁর মন বেদনায় নিতান্তই কাতর, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। এই কথাগুলি বলিয়া—কাম্বিস আত্মহত্যা করিলেন।

এই মিথ্যা রাজার নাম গৌমাত। সে জাতিতে মীড়। সে কেমন করিয়া জানিয়াছিল যে বরদীয় মরিয়াছে। অথচ লোকে সে কথাটা জানে না। সুযোগ বুঝিয়া সে আপনাকে রাজা বলিয়া প্রচার করিল। গৌমাত মীড় দেশে পাহাড় বনে ঘেরা এক জায়গায় রাজধানী স্থাপন করিল। সে কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা বলিত না—মেশামেশি করিত না, পাছে তার নকল ময়ূরপুচ্ছ ধরা পড়ে!

দরায়ুস। (৫২১ খৃঃ পূঃ)

অনেকেরই মনে সন্দেহ হইল। তাঁদের মধ্যে ছয়জনই প্রধান। তাঁদের মধ্যে দরায়ুস্ নামে একজন পারসিক ছিলেন। তিনি কাম্বিসের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়। পারস্যে কয়েকটি পরিবারের লোকের যখন তখন রাজদরবারে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল। পাছে লোকের সন্দেহ বেশী বাড়ে সেইজন্য গৌমাত সেটা বন্ধ করে নাই।

একদিন এই ছয়জন লোক হঠাৎ রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। কেহ বাধা দিল না। তাঁরা একেবারে রাজার কাছে হাজির হইলেন। প্রথমে মুখোমুখি বকাবকি হইল। তারপর হাতাহাতি আরম্ভ হইল। গৌমাত পরাজিত হইল। তার রক্তে রাজপ্রাসাদের সুসজ্জিত গৃহপ্রাঙ্গণ রঞ্জিত হইল।

জয়োল্লাসে দরায়ুস ও তাঁর বন্ধুরা বাহিরে আসিয়া প্রচার করিলেন, যে নকল রাজা মরিয়াছে, মিথ্যা রাজা দূর হইয়াছে। তারপর
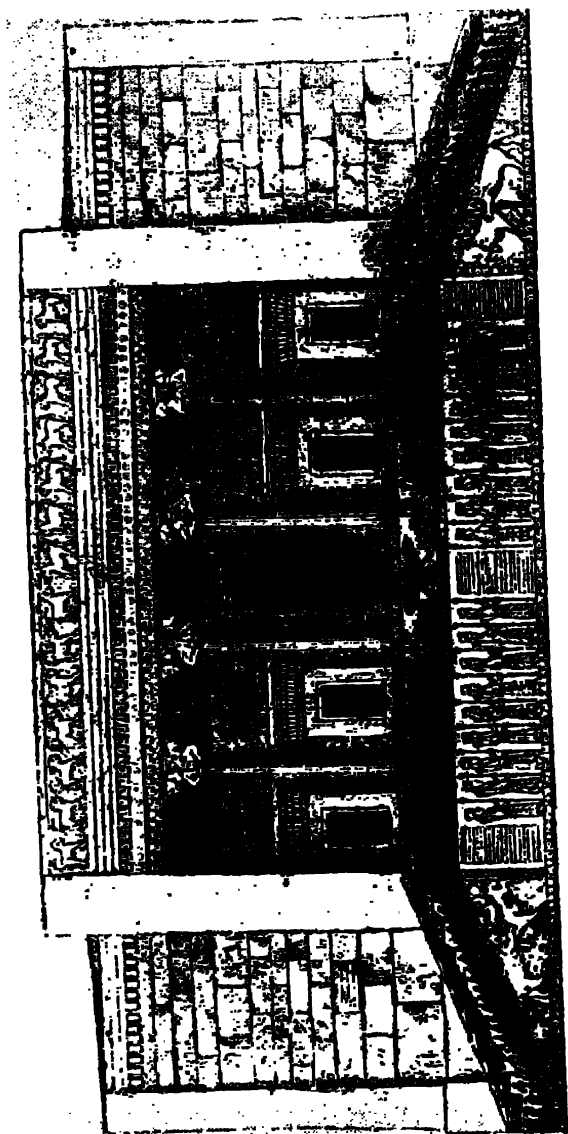
পার্সিপালি প্রাসাদের সম্মুখদৃশ্য।

ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে কে রাজা হইবেন, তাহা লইয়া তর্ক বাঁধিল। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর ঠিক হইল, যে পরদিন প্রাতঃকালে সকলে ঘোড়ায় করিয়া বাহির হইবেন, এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যাঁর ঘোড়া সর্ব্বাগ্রে 'চিঁহি' করিয়া ডাকিবে সেই রাজা হইবে।

দরায়ুসের ভারি চালাক এক সহিস ছিল। সে ঘোড়াটিকে এমনি করিয়া রাখিল যে পরদিন প্রাতে দরায়ুসের ঘোড়াই সর্ব্বাগ্রে শব্দ করিল। শোনা যায়, আকাশে তখন নাকি বিজলি খেলিয়াছিল, বজ্রপাত হইয়াছিল। এই ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার সাথীরা লম্ফ দিয়া ঘোড়া হইতে নামিলেন ও মাথা নত করিয়া দরায়ুসকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। দরায়ুস রাজসিংহাসনে বসিয়া খুবই দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই রাজ্যের সীমান্ত ও প্রজার অবস্থা কিছুই তাঁর জানিতে বাকি রহিল না।

পারস্যের মরুভূমির মাঝে একটি পাহাড় আছে। তার একটি দিক্ সোজা দেড় শ' ফিট্ উচ্চ। সেই পাহাড়ের গায়ে তিনটি ভাষায় লেখা দরায়ুসের একখানি শিলালিপি আছে। সেই শিলালিপিতে দরায়ুসের অনেক ইতিহাস লিখিত আছে। ইহার অক্ষরগুলি তীরাক্ষর।

জফিরাস।

কাইরাস অনেক কৌশলে বাবিলন নগর অধিকার করেন। খাল কাটিয়া, নদীর জল ভিন্ন পথে চালাইয়া নদীর শুষ্ক গর্ভ দিয়া তিনি সসৈন্যে নগরে প্রবেশ করেন। কিন্তু এত কষ্টে অধিকৃত দেশ অধীন থাকিল না। দরায়ুসের সময়ে সেখানকার লোকেরা পুনরায় বিদ্রোহী হইল। দরায়ুস্ হাজার হাজার সৈন্য লইয়া নগর ঘিরিলেন। নানা যন্ত্র-পাতি পাতিলেন; মুদ্গর-যন্ত্র দিয়া প্রাচীর ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলেন, নিক্ষেপ-যন্ত্র দিয়া পাথর ছুড়িলেন; কুড়ি মাস ধরিয়া এই প্রকারের

হাজার চেষ্টা চলিল। কিন্তু বাবিলনবাসীদের যেন তাহাতে ভ্রূক্ষেপই নাই—এমনি ভাব তাহারা দেখাইল।

দরায়ুসের শিবিরে জফিরাস নামে এক সম্ভ্রান্ত বংশের পারসিক ছিলেন। একদিন দরায়ুস তাঁর তাঁবুতে সিংহাসনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে জফিরাস সেখানে উপস্থিত হইলেন; তাঁর নাক কাণ কাটা; সর্ব্ব শরীরে ক্ষত—দর দর ধারায় রক্ত পড়িতেছে! এ দৃশ্য দেখিয়া দরায়ুস সিংহাসন হইতে লাফ দিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"জফিরাস, জফিরাস, ব্যাপার কি? তোমার এমন দশা কে করিল? শীঘ্র বল!"

জফিরাস ধীরে ধীরে বলিলেন,—"দরায়ুস, পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে আমার নাক কাণ কাটে। তোমার জন্যই আমার এমন দশা হয়েছে। তুমিই করেছ।"

দরায়ুস অবাক হইয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন জফিরাস বলিলেন, "দরায়ুস, সকল কথা খুলে বলি শোন। আমি এই অবস্থায় বাবিলনের সিংহদ্বারের কাছে যাব; আমাকে দেখিয়া নিশ্চয়ই তাহাদের মনে কোনো না কোনো সন্দেহ হইবে: এবং আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিব, যে দরায়ুস আমার এমন দুর্দ্দশা করিয়াছে। তারপর তাহাদের আশ্রয় ভিক্ষা করিব।" আরও কয়েকটি কথা বলিয়া জফিরাস বাবিলনের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। প্রহরী, সৈন্যাধ্যক্ষ সকলে তাঁহাকে দেখিল। ব্যাপারটা জানিবার জন্য জফিরাসকে ঘিরিয়া তাহারা নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল। জফিরাস দরায়ুসকে যাহা বলিয়াছিলেন, এখানেও তাহাই বলিলেন—"এদেশে আমার আর আশ্রয় কোথায়? দরায়ুসের ক্রোধ হইতে এড়ান কি সহজ ব্যাপার? তোমরা যদি স্থান না দাও, তবে ত আর আমি প্রাণে বাঁচি না!" এ কথা শুনিয়া তারা আনন্দে

উৎফুল্ল হইয়া জফিরাসকে নগরের মধ্যে প্রেরণ করিল। কল্পনাও তাহাদের একবার বলিল না, যে এ লোকটি নিজের নাক কাণ কাটিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে! তারা নিঃসন্দেহে জফিরাসকে একদল সৈন্যের সেনাপতি করিয়া দিল।

সে দিন জফিরাস পারসিকদের সহিত কি যুদ্ধটাই না করিলেন! শত শত পারসিক সৈন্য মরিল। তার পরদিন আবার যুদ্ধ হইল। সে দিনেও হাজার হাজার পারসিক বীর মরিল। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল, বাবিলনের প্রত্যক যুদ্ধে জফিরাসের প্রশংসা! ক্রমে তারা তাঁহাকে বাবিলনের সমস্ত সৈন্যের নায়ক করিয়া দিল। এখন সমস্ত দুর্গ তাহার হাতে—সমস্ত সিংহদ্বারের চাবি তাঁর কাছে!

সেই দিন পারস্যের সৈন্য নগর ঘিরিল! এমন সময়ে জফিরাস নগরদ্বার খুলিয়া দিলেন; আর পারস্য সৈন্য পঙ্গপালের মত নগরে ঢুকিয়া সমস্ত ছারে খারে দিল! কেহ কেহ জফিরাসের বিশ্বাস-ঘাতকতা জানিতে পারিয়াছিল। তারা 'বেল' মহাদেবের মন্দিরে পালাইল। আর অধিকাংশ লোক দরায়ুসের সৈন্যের হাতে মরিল।

দরায়ুসের কিন্তু ইহাতে খুব আনন্দ হয় নাই; তিনি জফিরাসকে বলিলেন, "বরং আমি বাবিলন জয় না করিয়া ফিরিতাম, কিন্তু তোমার এমন দশা দেখা আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর!"

জফিরাসকে তিনি নানা সম্মান দিয়াছিলেন; অবশেষে আজীবনের মত বাবিলনের নিষ্কর শাসনকর্ত্তা করিয়া দিলেন।

দরায়ুসই পারস্য-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রাজ্য খুবই বড় ছিল। এক দিকে এশিয়া-মাইনর ও মিশর, আর এক দিকে সিন্ধুনদ ও শকদ্বীপ (অর্থাৎ মধ্য এশিয়া) ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের সীমা। দরায়ুসের প্রকাণ্ড রাজ্য বাইশটি অংশে বিভক্ত ছিল; প্রত্যেক বিভাগে একজন ক্ষত্রপ বা শাসনকর্ত্তা থাকিতেন। এশিয়া-মাইনর খুব প্রাচীন

কালে পারসিকদের হস্তগত হয়। সেখানে কতকগুলি গ্রীক্ বাস করিত। পারসিক ক্ষত্রপদের অত্যাচারে, অবিচারে ও দুর্ব্যবহারে ঐ গ্রীক ঔপনিবেশিকেরা জর জর হইতেছিল। দরায়ুসের রাজত্বকালে তারা বিদ্রোহী হইল। গ্রীস তাহাদের মাতৃভূমি। বিপদে পড়িয়া তারা সেই মাতৃভুমির সাহায্য চাহিল। এথেন্স ছিল তখন খুব ক্ষমতাশালী নগর। সেখানকার লোকেরা ঔপনিবেশকগণের সাহায্যের জন্য কয়েক খানি জাহাজ পাঠাইয়া সার্দিস নগর পোড়াইয়া দিল।

দরায়ুস এই কথা শুনিয়া রাগিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। তখনই গ্রীসের নগরে নগরে দূত পাঠাইয়া বলিলেন, "পারস্যের মহারাজের নিকট মাটি জল সমর্পণ কর।" গ্রীকেরা ছিল বীরের জাতি; কাহারও চোখ রাঙ্গানিতে তারা ভয় পাইত না। পারসিকদের নিয়ম ছিল, যদি কোনো জাতি তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিত তবে তাহাকে বশ্যতার চিহ্নস্বরূপ রাজদূতের কাছে মাটি জল দিতে হইত। জল মাটি দানের অর্থ জলে স্থলে বশ্যতা স্বীকার করা। গ্রীকেরা পারস্য-দূতকে ডাকিয়া বলিল—"জল মাটি নেবে, তা এস আমাদের সঙ্গে।" এই কথা বলিয়া তাহারা তাহাকে এক ভাঙ্গা কূয়ার কাছে লইয়া গিয়া বলিল, "এই লও জল, আর এই লও মাটি।" এই বলিয়া এক ধাকা দিয়া তাহাকে সেই কূয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া জল মাটি আনিতে পাঠাইয়া দিল।

দরায়ুস গ্রীসের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন। অসংখ্য সৈন্য চলিল। কিন্তু গ্রীকদের কাছে পরাজিত হইয়া পারসিকেরা দেশে ফিরিল।

যুদ্ধে হারিয়া পারসিক সৈন্য ফিরিল, কিন্তু দরায়ুসের আর শান্তি নাই! রাত্রি দিন এই অপমানের কথা তপ্তশলাকার মত তাঁর বক্ষ বিদ্ধ করিতে লাগিল! তাঁর ভৃত্যকে তিনি আদেশ করিয়াছিলেন যে প্রতিদিন আহারের সময়ে সে বলিবে, "জাঁহাপনা, গ্রীকদের এখনো

জয় করা হয় নি।" দরায়ুস যখন গ্রীসে যুদ্ধ করিতে যান তখন তাঁর মহিষী বলিয়াছিলেন, "শুনিয়াছি গ্রীস দেশের মেয়েরা বড় সুন্দরী, আমার বড় ইচ্ছা, রাজপ্রাসাদে সেই গ্রীক মেয়েদের দাসী করে রাখি।"

দরায়ুস হারিয়া ফিরিয়া আসিলে অনেক সময় রাণী নিশ্চয়ই খোঁটা দিয়া গ্রীকদাসীর কথা বলিতেন ও মাঝে মাঝে অভিমান করিয়া দাসী চাহিতেন। দরায়ুস লজ্জায় নীরব থাকিতেন ও অশান্তি অপমানে দিন কাটাইতেন।

দরায়ুস যখন পুনরায় যুদ্ধের বিপুল আয়োজন করিতেছিলেন তখন হঠাৎ তিনি মারা গেলেন। গ্রীস জয় আর হইল না!

জারক্সেস। (৪৮৬ খৃঃ পূঃ)

দরায়ুসের অকর্ম্মণ্য পুত্র জারক্সেস পারস্যের সিংহাসনে বসিলেন। তিনি পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য বিপুল এক সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করিলেন। শোনা যায়, তিনি নাকি ছত্রিশ জাতির সৈন্য একত্র করিয়াছিলেন। কত বিচিত্র তাদের বেশ, কত বিভিন্ন তাহাদের ভাষা, বর্ণ, আচার! জারক্সেস সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

পারস্যসম্রাটের বুদ্ধি ছিল নিতান্ত কম। তার উপর আবার সেই সময়ে পারসিকদের মধ্যে বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছিল। হেলেস্পণ্টে যখন সৈন্যগণ আসিয়া পৌঁছিল তখন সাগরে খুব তুফান, জল তখন লক্ষ হাত তুলিয়া আনন্দে আবেগে নৃত্য করিতেছিল। হুহু শব্দে ঝড় বহিতেছিল। নির্ব্বোধ জারক্সেস তাঁর অনুচরদিগকে বলিলেন, "এই পাগল সাগরকে বেত মারিয়া শান্ত কর।" কিন্তু সাগর রাজার কথা শুনিবে কেন? কিছুক্ষণ পরে আপনি সে শান্ত হইল। তখন ফিনিক-

দের তৈয়ারী নৌ-সেতু করিয়া তাঁর সৈন্যেরা পার হইয়া য়ুরোপে গেল। গ্রীকদের সহিত যুদ্ধে পারসিকেরা পরাজিত হইল। তিনটি ভীষণ যুদ্ধ হইল—থার্মাপলী, সালামিস, প্লাটিয়া। জারক্ষেস ভগ্নহৃদয়ে দেশে ফিরিলেন। পারসিকেরা আর কখনো গ্রীস দেশ আক্রমণ করিবার কথা কল্পনা করে নাই।

ইহার পর পারস্যের অধঃপতনের যুগ আরম্ভ হইল।

দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন। (৪০১ খৃঃ পূঃ)

বহুদিন পরে, আর্ত্তজারক্ষু যখন পারস্যের রাজা তখন একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল। রাজসিংহাসনের উপর আর্ত্তজারক্ষুর ভাই কাইরাসের বড়ই লোভ হইল। তিনি দশ হাজার গ্রীক্ সৈন্য ভাড়া করিয়া পারস্য-রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন। পথে কুনাক্ষ নামক এক স্থানে ভায়ের সহিত ভায়ের সাক্ষাৎ হইল। দুই দলে যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু কাইরাস ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একটু বেশী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাই তিনি তরবারি হাতে করিয়া ঘোড়া হাঁকাইয়া ভায়ের মুণ্ড কাটিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া ছুটিতে লাগিলেন! অগণিত পারসিক্ সৈন্যের মাঝে পড়িয়া বাহিরে আসিবার পথ পাইলেন না, ভায়ের কাছে যাওয়াও হইল না। মাঝপথে সৈন্যেরা তাঁহাকে ঘোড়া হইতে হিঁচড়াইয়া নামাইয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিল।

পারস্য-সেনাপতি গ্রীক্‌দের সহিত সন্ধি করিবার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাই তিনি গ্রীক্ সেনাধ্যক্ষগণকে তাঁর শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ব্যাঘ্রের বিবরে প্রবেশ করিলে যাহা হয়—গ্রীক্-সেনাপতিদিগের অদৃষ্টেও তাই হইল। তাহাদিগকে শিবিরের বাহিরে জীবন্ত আর কেহ দেখে নাই। গ্রীকেরা সেনাপতির

অভাবে মস্তকহীন কবন্ধের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দূর দেশে, ভিন্ন ভাষাভাষী লোকের মাঝে তারা কোথায় যায়! চারিদিকে সকলেই তাদের শত্রু; দেশের প্রকৃতি তাদের অজানা; সেই প্রকৃতিও তাহাদের শত্রু—মানুষের ত কথাই নাই! যেখান দিয়া যায়, লোকে তাদের 'দূর ছাই' 'দূর ছাই' করিয়া তাড়াইয়া দেয়! পাহাড় হইতে পাহাড়ীরা নামিয়া তাদের লোকসংখ্যা দিন দিন কমাইতে লাগিল। এমনি করিয়া মাসের পর মাস—তারা পশ্চিম দিকে চলিতেছে—সাগরের আশায়! সাগরের দেখা পাইলেই দেশে যাইবার কূল হয়। সেই সাগরের আশায় পথ হাটিয়া, পাথর ভাঙ্গিয়া, কাঁটা কাটিয়া, বন পোড়াইয়া, নদী পার হইয়া তাহারা অনবরত চলিতেছে—কেবলই চলিতেছে! পথে অনাহারে দিন যায়,—কখনো একবেলা আহার জোটে—কখনো আধপেটা আহার জোটে না! অনিদ্রায় দিন-রজনী কাটিয়া যায়—সেই সাগরের ভরসায়!

সেই দলের মধ্যে 'জেনোফন' নামে এক সৈনিক ছিলেন। তিনি তাহাদের নেতা হইয়া তাহাদিগকে চালাইয়া আসিতেছিলেন। একদিন এক পাহাড়ের উপর হইতে বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত সাগর দেখা দিল—আর সকলে উচ্ছ্বাসে, আনন্দে, আবেগে 'সাগর' 'সাগর' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে আনন্দের কণামাত্র আমরা কল্পনা করিতে পারি না। জেনোফনের এই বিষয়ে একখানি গ্রন্থ আছে, তার নাম 'দশ সহস্রের প্রত্যাবর্তন।'

সেকেন্দরের পারস্য জয়। (৩৩৩ খৃঃ পূঃ)

তারপর বহু দিন কাটিয়া গেল। পারস্যের রাজা তখন দরায়ুস কদমেনাস,—নিতান্ত দুর্ব্বলচেতা ভীরু। আরামে, আমোদে, দিন কাটাইয়া অবসর মত রাজ্যশাসন করা ছিল তাঁর কাজ। এমন সময়ে

দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর ফিনিসিয়া, জেরুজিলাম অধিকার করিয়া পারস্তে আসিলেন।

দরায়ুস কদমেনাসের অনেক সৈন্য ছিল। তাঁর অনেক ঘোড়া, অনেক হাতী, অনেক রথী! কিন্তু সেকেন্দরের সম্মুখে দাঁড়ায় এমন শক্তি কার! যুদ্ধক্ষেত্রে পারস্য-রাজ সেকেন্দরের দীপ্ত তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া রথ হইতে নামিয়া পলায়ন করিলেন। শূন্য রথ—রাজা নাই—দেখিয়া পারসিক সৈন্যেরা ভীত হইল—ভাবিল, সম্রাট মারা গিয়াছেন! সেকালের যুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে রাজার বীরত্ব ও তাঁর মরণ বাঁচনের উপর নির্ভর করিত। পারসিক্ সৈন্যেরা রাজাকে না দেখিয়া ভয় পাইয়া বলিতে লাগিল, 'রাজা কোথায়' 'রাজা কোথায়?' অল্পক্ষণের মধ্যে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, সেকেন্দর বিনা যুদ্ধেই জিতিলেন। দরায়ুস কদমেনাসের রাজপুরবালাগণ বন্দী হইল, তাঁর সর্ব্বস্ব মসিদনাধিপতির হস্তগত হইল।

দরায়ুস কদমেনাস বহুদূর হইতে গ্রীক্‌রাজের কাছে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি প্রচুর ধনসম্পত্তি তোমাকে দিতেছি, আর আমার কন্যাকে তোমার হাতে সমর্পণ করিতেছি; এখন শান্তি হউক।" সেকেন্দর হাসিয়া উত্তর পাঠাইয়া দিলেন—"ধন সম্পত্তি দিবে, তাহার অর্থ কি? তোমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি এখন আমার; আর তুমি কন্যাদানের কথা বলিয়াছ? সে, আমার বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইলে, তোমার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই করিতাম। দয়া যদি চাও এখনো আত্মসমর্পণ কর।"

সত্যই, সেকন্দরের সে মহৎ গুণ ছিল। তিনি আশ্রিত ও বীরের সম্মান করিতেন! পুরুরাজার গল্প তোমরা সকলেই জান। কিন্তু দরায়ুস কদমেনাসের কি দুর্ব্বুদ্ধি চাপিল, পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আরবেলার প্রান্তরে তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এবারও

যুদ্ধের পূর্ব্বেই রাজা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। বীর সৈনিকেরা কাপুরুষ রাজার পাপে যুদ্ধে হারিল।

দরায়ুস কদমেনাস উত্তর দিকে পলাইলেন; কিন্তু এবার তাঁর নিজের লোকেরাও তাঁকে ক্ষমা করিল না। এদিকে সেকেন্দরকে ব্যাঘ্রের মত তেজের সহিত অগ্রসর হইতে দেখিয়া দরায়ুস কদমেনাস জীবনের আশা ছাড়িয়া দিলেন। তাঁর এক ভৃত্যই তাঁকে হত্যা করিল। তাঁর মৃতদেহ নদীর ধারে, বালির উপর পড়িয়া ছিল; ধূলায় ঢাকা শরীর, কাদায় মাখা মুখ! সেকেন্দরের আদেশে রাজসম্মানে তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

এইরূপে পারস্য মসিদনের রাজার অধীন হইল।

ফিনিক জাতি।

ফিনিক জাতি

ফিনিসিয়া দেশ।

পূর্ব্বে যে সকল জাতির গল্প বলিয়াছি, তারা সকলেই খুব যুদ্ধ-প্রিয়। মারামারি কাটাকাটিতে তা'দের কি আনন্দই না ছিল! লুঠ তরাজে, নগর পোড়াইতে তারা কতই না সুখ পাইত! তারা ভাবিত, অর্থ সঞ্চয়ের উপায় বুঝি যুদ্ধ ও লুণ্ঠন। কিন্তু প্রাচীনকালের এমন একটি জাতির কথা বলিব—যারা ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া, শান্তভাবে, সদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিত! তা'রা মানুষকে মিষ্ট-কথায় তুষ্ট করিত। সেইজন্য সকল দেশের লোক তাহাদিগকে ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত। বলিতে গেলে ইতিহাসে মানুষের সঙ্গে মানুষের সদ্‌ভাবে মিলনের দৃষ্টান্ত ইহারাই সর্ব্বপ্রথমে দেখাইয়াছিল। এই জাতির নাম ফিনিক জাতি।

ফিনিকদের দেশ ভূমধ্যসাগরের তীরে। এইখানকার সাগরকে বলে লিভাণ্ট্। লিভাণ্টের জল বড়ই চঞ্চল; উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া সাগরজল সর্ব্বদায়ই নৃত্য করিতেছে। উত্তরে সিরিয়া মরুভূমির তপ্ত-বালুকারাশি। পূর্ব্বদিকে বৃক্ষলতাদি মণ্ডিত লেবানন পাহাড়—উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত; আর দক্ষিণে শস্যশ্যামল উর্ব্বর পলিষ্টান। মানচিত্র

দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে যে দেশটি খুব বড় নয়। দৈর্ঘ্যে একশত ক্রোশ ও প্রস্থে পনের ষোল ক্রোশের অধিক নয়।

তোমরা যে সেমেটিক্ জাতির কথা শুনিয়াছ—ইহুদী ও আসিরিয়াবাসীরা যাহার শাখা—এই ফিনিকেরাও সেই সেমেটিক জাতির অন্তর্ভুক্ত। শোনা যায়, অতি প্রাচীনকালে নাকি পারস্যোপ-সাগরের উপকূল তাদের আদিম বাসভূমি ছিল। তারপর একবার দেশে ভীষণ এক ভূমিকম্প হয়। সেই ভূমিকম্পে দেশ একেবারে উলট্ পালট্ হইয়া যায়! কোথায়ও সমতল ভূমি জলের নীচে তলাইয়া যায়, কোথায়ও বা মালভূমি ফাটিয়া চৌচির হইয়া যায়। আর কোথায়ও বা সাগর-তীরের জেলেদের ছোট ছোট পর্ণকুটীরগুলির কোনটি পাতালের নীচে চলিয়া যায়, কোনটি বালির উপর উঠিয়া পড়ে। দেশের এমনি অবস্থা হইল যে সেখানে আর বেশী লোকের বাস করা চলে না। তখন দলে দলে লোক দেশ ছাড়িয়া নূতন স্থানের সন্ধানে বাহির হইল! এই সকল লোক লেবানন্ পর্ব্বত পার হইয়া সমুদ্রের ধারে যে সরু ফালি জমিটি আছে, সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাদের আসল নাম ছিল 'কেন'। কিন্তু তাহাদের দেহের রং রক্তের মত লাল ছিল বলিয়া গ্রীকেরা নিজ ভাষায় তাহাদিগকে বলিত "ফনিস" অর্থাৎ লাল।

এই দেশে অনেকগুলি নগর ছিল। কিন্তু সেগুলির পরস্পরের সহিত কোনো যোগ ছিল না; সকলেই ছিল স্বপ্রধান, ছিন্ন ভিন্ন, হীনবল। টায়র ও সিডন ছিল প্রধান নগর—দুইটিই দুই পৃথক রাজ্য। কখনো কখনো দেশের দুর্দ্দিনে টায়র নগরের রাজাকে সকলে মিলিয়া রাজচক্রবর্ত্তী করিয়া দিত; কিন্তু সে রকম ঘটনা কমই ঘটিত। কিন্তু রাজারাজড়ার কাণ্ডকারখানার জন্য ফিনিকেরা খ্যাতি লাভ করে নাই, রাজবংশ স্থাপন করিয়া তারা পৃথিবীতে অমর হয় নাই।

ফিনিকদের বাণিজ্য।

ফিনিকেরা বাণিজ্যের জন্য প্রাচীন জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। জল-স্থলের সকল বাণিজ্যে তাহাদের একাধিপত্য ছিল; সে যুগে এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে রেষারেষি করিবার আর কেহ ছিল না। নানা দেশে তাদের গতি ছিল। সারাবছর তারা এখান সেখান করিয়া বেড়াইত। প্রথম প্রথম অচেনা পথ দিয়া তাদের যাইতে হইত। কত নিবিড় বনের মাঝ দিয়া পথ কাটিয়া তাহারা গিয়াছে। সেই বিজন অরণ্যের মাঝ দিয়া, উটের পিঠে জিনিষ চাপাইয়া শত শত ক্রোশ তারা চলিত! পথে তাদের কত বাধা, কত বিপত্তি! ডাকাতে দেশ পরিপূর্ণ, হিংস্রজন্তুতে বন আচ্ছন্ন! সে সমস্ত গ্রাহ্য না করিয়া তারা কানান, বাবিলন, আসিরিয়া ও মিশরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত! সে কি কম সাহসের কথা! কিন্তু ফিনিকদের একটা বড় গুণ ছিল; তারা মানুষকে খুব আপনার করিতে পারিত। বণিকের কি কর্কশ হইলে চলে? ফিনিকেরা ছিল সেই পাকা বণিক। তারা সমস্ত জাতির সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া, ভাব করিয়া, আপন কাজ সম্পন্ন করিয়া লইত!

কল্পনা করিয়া একদিন একদল ফিনিক বণিকের সহিত চল! একদল উট চলিয়াছে। উটের পিঠে জিনিষ বোঝাই। অশ্বতর, অশ্ব সঙ্গে অনেক। উটের মুখে লম্বা দড়ি ধরিয়া বণিকেরা চলিতেছে। তাদের গন্তব্যস্থান বাবিলন। বাবিলন সেই যুগের সমস্ত সভ্যতার কেন্দ্র; সকলেই সেখানে আসিতে ব্যস্ত! বাবিলনে যাইতে হইলে পথেই পড়ে লেবানন পর্ব্বত। সেই বৃক্ষময় পাহাড় পার হইয়া বণিকদল যাইতেছে। তিন চারি মাস পরে নানাদেশ ঘুরিয়া অবশেষে তাহারা

বাবিলনের নিকটে আসিয়াছে। মনের মধ্যে তোমরা একবার কল্পনা কর—দূরে প্রকাণ্ড প্রাচীর দেখা যাইতেছে। সিংহদ্বারের তোরণের স্বর্ণময় চূড়ায় সোণার আলো আসিয়া পড়িয়াছে। তোরণের উপর বর্শা হাতে, ধনুক কাঁধে, সৈন্য দাঁড়াইয়া!

নদীর ধারে মাঠের মাঝে, তারা তাঁবু গাড়িয়াছে। তাল গাছের ঝোপের তলায় লম্বাগলা উট শুইয়া। মহানগরীর উত্তর দিকের সিংহদ্বার হইতে উটের উঁচু পিঠ, লম্বা গলা দেখা যায়। উটের গলায় ছোট ছোট ঘণ্টাগুলি মাঝে মাঝে বাজিয়া উঠিতেছে: আর চারিদিকের রৌদ্রের মাঝদিয়া, প্রান্তরের তপ্ত হাওয়া ভেদ করিয়া সেই টুং টুং শব্দ রাজদেউড়ীর প্রহরীর কাণে পৌঁছিতেছে! তার কাছ হইতে অল্পক্ষণ মধ্যেই নগরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল যে ফিনিক বণিকেরা আসিয়াছে! চারিদিকে গোলমালের সাড়া পড়িয়া গেল! মৌচাকের মৌমাছিরা যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে নগরবাসীরা তেমনি চঞ্চল হইয়াছে! সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নগরের ভিতর-বাহির করিতে লাগিল, সকলেই কিছু মনোমত জিনিষ কিনিবে! সবচেয়ে ব্যস্ত, বাবিলনের দোকান-দারেরা! তারা ছয় মাসের বা এক বছরের জিনিষ একেবারে কিনিয়া রাখিবে। হয় ত ফিনিকেরা ইহার মধ্যে আর না-ও আসিতে পারে। কিন্তু সেদিন আর বেচা কেনা হইল না।

বণিকেরা ক্লান্ত, পশুগুলিও শ্রান্ত। তাদের পিঠ হইতে জিনিষ-পত্রের বোঝা নামাইয়া চারিদিকে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। তারপর অল্প কিছু আহার করিয়া, সে রাত্রির মত তাহারা নিদ্রার আয়োজন করিল। সীমাশূন্য মাঠের মাঝে, খোলা আকাশের তলায় কত রাত তাদের কাটে! উটগুলিও আজ বোঝা-মুক্ত হইয়া কি আরামে শুইয়াছে! মরার মত শরীর ঢালিয়া লম্বা হইয়া, কেহ বা সাদা বালির উপর শুইয়াছে কেহ বা সবুজ ঘাসের উপর নিদ্রা দিতেছে। ঘোড়া

শোয় না; কিন্তু আজ দড়াদড়ি কষাকষির বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তাদেরও কি আনন্দ! অনেক রাত হইয়াছে। বণিকেরা তাঁবুর ভিতর গিয়াছে। কেহ বা পাথরে মাথা দিয়া, কেহবা একটা গাঁটরী মাথার বালিস করিয়া শুইয়াছে। নিস্তব্ধ রাত্রি। মাঝে মাঝে দুই একটা অশ্ব স্থান লইয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করিতেছে। এমনি করিয়া রাত কাটিল।

ভোরে জিনিষপত্র খোলার ধুম পড়িয়া গেল। চীৎকার, ডাকাডাকি চলিতেছে! অল্পক্ষণের মধ্যে রাজধানীর জনস্রোত আসিতে আরম্ভ করিল। খুজরা খরিদ্দারই বেশী। তারপর পাইকারী দোকানদারেরা জিনিষপত্র কিনিবার জন্য উপস্থিত হইল। সকলের শেষে আসিল বড় বড় বণিকদের লোক। তা'দের সহিত টাকাকড়ির হিসাব, জিনিষপত্রের নিকাশ টায়র নগরেই হইয়াছিল। গোলযোগ এরা বেশী করে না; যারা দুই একটা জিনিষ চায় তারা 'সস্তায় কিস্তি কিনিতে' ভারি ব্যস্ত! দরদস্তুর করিয়া মহাগণ্ডগোল বাঁধাইয়া দিয়াছে!

আড়াই হাজার বছর পূর্ব্বের বাবিলনের বাজারখানি আজ কল্পনাচক্ষে দেখ! কোথাও একজন বাবিলনবাসীর সোণালীরঙ্গের একটি পোষাকের প্রতি লোভ হইয়াছে, কিন্তু অর্দ্ধমূল্যে সেটি সে সে কিনিতে চায়! কোথাও বা দামস্কাসের একখানি ছুরি কিনিবার জন্য একজন লোক ভারি উদ্‌গ্রীব! কিন্তু দর শুনিয়া দাড়িতে হাত দিয়া চোখ বিস্ফারিত করিয়া সে দোকানীর সহিত তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে! কোথাও বা একজন লোক গ্রীস দেশীয় একটি মহামূল্য পুতুল কিনিবেন ঠিক করিয়াছেন, কিন্তু দরের বেলায় আধ 'সেকেলের' (এক সেকেলে প্রায় দুই টাকা) বেশী কিছুতেই দেবেন না! তিনি তাঁর দাড়িতে হাত দিয়া, পিতা পিতামহের নামে করিয়া বলিলেন, 'এর চেয়ে এক পয়সা বেশী নয়।' এমনি করিয়া ধস্তাধ্বস্তি কষাকষির পর

'তোমার কথাও থাকুক, আমার কথাও থাকুক' এই বলিয়া মিটাইবার ভাণ করিয়া দোকানী দাম কমাইয়া দিল, উভয়ের মধ্যে একটা রফা হইয়া গেল! ক্রেতা ভাবিল, 'খুব লাভ করিয়াছি', বিক্রেতা ভাবিল, 'খুব ঠকাইয়াছি।' এমনি করিয়া ব্যবসায় চালাইয়া ফিনিকেরা ছয় মাস বা একবৎসর সেখানে থাকিল, তারপর আবার দেশের দিকে ফিরিল।

ফিনিকেরা নানাদেশ ঘুরিয়া নানা জিনিষ কিনিয়া আনিত ও নিজের দেশের জিনিষ লইয়া নানা জায়গায় যাইত! টায়রের রং ছিল জগদ্বিখ্যাত ও সিডনের কাঁচ ছিল সকল দেশে খ্যাত। ফিনিক বণিকেরা এই সকল জিনিষ আর্ম্মেনিয়া, কানান, মিশর প্রভৃতি দেশে লইয়া যাইত।

কিন্তু সামুদ্রিক বাণিজ্যেই তারা সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। চার পাঁচ হাজার বৎসর আগে—মানুষের জ্ঞান কত কম ছিল! আজকাল মানুষের কত সুবিধা! পথ ঘাট আঁকাজোকা; কাপ্তেনকে আজকাল ম্যাপ দেখিয়া হুকুম করা ছাড়া বড় বেশী কিছু করিতে হয় না। কিন্তু সে যুগের লোকের কথা একবার ভাব দেখি! অজানা সাগর, অচেনা পথ! আর সে সময়কার জাহাজগুলি ছিল আজকালকার বড় বড় নৌকার মত। সাগরে চলার মত মোটেই নয়। অতি প্রাচীনকালে দশ বারজন লোকে এক এক খানি নৌকা বাহিত! তার পর যখন অতি দূর সাগরে পাড়ি দিবার প্রয়োজন হইত তখন জাহাজের আয়তনও বাড়াইতে হইল। তখন ত্রিশ চল্লিশ জন লোক দাঁড় টানিত। ফিনিক নৌকাকে বলিত গ্যালে। কিন্তু তাহাদের নির্ম্মিত বাইরেম্ অনেকটা জাহাজের মতই ছিল। তাহাতে ডেক ছিল, ডেকের উপর লোকজন বসিত; আর নীচের তলায় দাঁড়ীরা উঁচু নীচু দুই থাকে বসিয়া দাঁড় টানিত। জাহাজের

পার্শ্বে গর্ত্ত দিয়া দাঁড়গুলি জল স্পর্শ করিত। সেই নিতান্ত হাল্কা জাহাজে করিয়া তাঁরা কতদূর যাইত শুনিলেও অবাক্ হইতে হয়!

ফিনিকদের উপনিবেশ।

অতি প্রাচীনকালে মিশর দেশে তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল; সেখানকার ফেরো ও অধিবাসীদের সহিত তারা বেশ বনিবনাও করিয়া লইয়াছিল। তারাও এদের পছন্দ করিত, এরাও সেখানে বাণিজ্যের সুবিধা পাইত।

ভূমধ্যসাগরে সাইপ্রাস নামে একটি দ্বীপ আছে। এই দ্বীপে ফিনিক বণিকেরা বাণিজ্য করিতে যাইত। কয়েক বৎসর হইতে সাইপ্রাসে তাদের অনেক চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে। সেখানে তাদের প্রকাণ্ড উপনিবেশ ছিল, বিরাট বাণিজ্য চলিত। মাটির ভিতর হইতে তারা তামা, রূপা, সোণা তুলিত, মাটির উপর হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ কাটিত, আর পাহাড় হইতে দামী দামী পাথর সংগ্রহ করিত।

ভূমধ্যসাগরের কূলে আরও অনেক স্থানে তারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। গ্রীসের দ্বীপে, আফ্রিকার ধারে, স্পেন্, ব্রিটনের উপকূলে ফিনিকেরা বাণিজ্যের জন্য গিয়াছিল। আফ্রিকার বর্ত্তমান টিউনিস্ নগরের কাছে কার্থেজ নামে একটি উপনিবেশ তাহারা স্থাপন করিয়াছিল। সেই সম্বন্ধে একটি গল্প আছে বলিতেছি।

কার্থেজ নগর প্রতিষ্ঠা।

অতি প্রাচীনকালে ফিনিসিয়ার টায়র নগরে মত্তন নামে এক রাজা ছিলেন। অশেষ গুণের জন্য লোকে তাঁর ভারি সম্মান করিত। বছর নয় রাজত্ব করার পর টায়র-সিংহাসন শূন্য করিয়া ছোট ছোট দুটি ছেলে মেয়েকে অনাথ করিয়া মত্তন মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ-

করিলেন। তাঁর মেয়েটির অপরূপ রূপ! তার নাম ইলিসা। আর ছেলেটি নিতান্ত বালক—নাম তার পিগমালিয়ন। ইলিসার বিবাহের বয়স হইয়াছিল। সিকিয়াস্ নামে এক সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত তাঁর বিবাহ হয়। তিনি ছিলেন টায়র-দেবতা 'মেলকার্ত্তের' প্রধান আচার্য্য। সিকিয়াসের কুবেরের মত ধন ছিল। তাঁর ধনের কথা সকলেই জানিত। মত্তনের মৃত্যুর পর দেশের মধ্যে ভারি একটা অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠে; তার ফলে ইলিসা তাঁর রাজ-সম্মানটুকু হইতে একবারে বঞ্চিত হইলেন। রাজার আদরের মেয়ে বলিয়া যে বিশেষ সুবিধাগুলি এতদিন পাইতেছিলেন অদৃষ্ট দোষে তিনি তাহাও হারাইলেন। পিগমালিয়ন অল্প বয়সেই দেশের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়া পড়িলেন। রাজা হইয়া তাঁর প্রথম দৃষ্টি পড়িল সিকিয়াসের অতুল ধনের উপর। ধনের উপর লোভ করিয়া তিনি তাঁর ভগ্নিপতিকে হত্যা করিলেন! শোনা যায়, একদিন পিগমালিয়ন্ ও সিকিয়াস্ শিকার করিতে বনে গিয়াছিলেন। সেই গভীর বনের মাঝে আর কেহ ছিল না—কেবল লম্বা লম্বা পাইন্ গাছ ও ভুর্জ্জ বৃক্ষগুলি নির্জ্জীব ভাবে চারিদিকে দাঁড়াইয়াছিল; তাহারাই দেখিল যে পিগমালিয়ন্ সিকিয়াসকে হত্যা করিল।

ইলিসা তখন তাঁর শ্বশুরবাড়ীতে ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর কথা শুনিয়া তাঁর বুক ভাঙ্গিয়া পড়িল; কিন্তু বাহিরে তা' গোপন করিলেন। ফিনিসিয়াতে আর থাকিবেন না, এই তাঁর ভিতরের ইচ্ছা। কিন্তু ভাইকে বলিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহার মৃত স্বামীর ধন রত্ন লইয়া শীঘ্রই তিনি রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইবেন, সেই জন্য কয়েকখানি জাহাজ পাঠান আবশ্যক। যাহা চান, তাহা আপনা হইতে আসিল—এই ভাবিয়া পিগমালিয়ন্ কয়েকখানি সুন্দর সুন্দর জাহাজ সেইখানে পাঠাইয়া দিলেন।

জাহাজ আসিল। ইলিসা জিনিষপত্র লইয়া ভারি ব্যস্ত। সারাদিন ধরিয়া জাহাজে কেবলই জিনিষপত্র আসিতেছে। কিন্তু কি যে আসিতেছে, তাহা ত কেহই দেখিল না! বস্তার মধ্যে আসিল বালি! ইলিসা আসল ধনরত্ন জাহাজের খোলে গোপনে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। টায়রের মাঝি, মাল্লা, সৈন্যসামন্তেরা ভাবিল—সিকিয়াসের ধন দৌলত বুঝি ঐ বস্তাগুলির মধ্যে! তাই তারা মনে মনে ভারি খুসী হইল।

জাহাজ ছাড়িল। সাগরের কিছুদুর তারা গিয়াছে—এমন সময়ে ইলিসা হঠাৎ উঠিয়া সেই বস্তাগুলি ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। সকলে অবাক্ হইয়া আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কাছে যাইতে কাহারও সাহস হইল না! কিছুক্ষণ পরে ইলিসা বলিলেন—"আশ্চর্য্য! আমার সমস্ত ধন দৌলত আমি ফেলিয়া দিলাম—আর তোমরা চুপ্‌চাপ্ করিয়া এখানে বসিয়া থাকিলে—আমাকে একবার কেহ বাধাও দিলে না! টায়রে গেলে পিগমালিয়নের হাতে তোমাদের কি আছে জানি না!" এ কথা শুনিয়া সকলে বড়ই ভীত হইল। তখন ইলিসা বলিলেন—"যদি বাঁচিতে চাও,—তবে চল, এখান হইতে পলায়ন করি ও অন্য দেশে গিয়া রাজ্য স্থাপন করি।"

সকলে এই কথায় রাজি হইল। ইলিসা সদলবলে আফ্রিকার উপকূলে কার্থেজ নামে এক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। এই কার্থেজ ভবিষ্যতে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়াছিল।

সেকালের বণিকদের দস্যুবৃত্তি।

প্রাচীন বণিকদের বড় একটা খারাপ নাম ছিল। তারা বাণিজ্যও করিত এবং সেই সঙ্গে দস্যুবৃত্তিও করিত। ফিনিকেরা তেমন কিছু ভয়ঙ্কর ছিল না বটে—তবুও দুই একটা গল্প তাদের সম্বন্ধে আছে।

সিরিয়ার রাজধানীটি সাগরের ধারে। সেই রাজধানীর রাজ-প্রাসাদের এক দাসী একদিন সাগরতীরে জলের ধারে কাপড় কাচিতে গিয়াছিল। এমন সময়ে দেখিল, কূলে একখানি জাহাজ বাঁধা! একজন লোকের সহিত তার পরিচয় হইলে সে জানিতে পারিল যে এই বণিকদল ফিনিক জাতীয়! "ফিনিসিয়া"—এই নামটি শুনিয়া দাসীর মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল—কারণ তার বাড়ী 'সিডনে'। দাসী বলিল—"আমার বাড়ী সিডনে; ডাকাতেরা আমাকে সেখান হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছিল; এখানে নিতান্ত অল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়া গিয়াছে। সেই থেকে আমি এখানকার রাজপ্রাসাদের দাসী।"

লোকটি বলিল—"আমাদের সহিত তুমি চল; তোমার পিতা-মাতা এখনো সিডনে বাঁচিয়া আছেন; সেইখানে তোমায় রাখিয়া আসিব।" দাসী রাজি হইল। তারপর যাবার বেলায় চুপি চুপি বলিয়া গেল—"দেখ, পথে ঘাটে তোমাদের সহিত দেখা হইলে কখনো আমার সহিত কথাবার্ত্তা বলিও না। সে কথা যদি রাজার কাণে উঠে, তবে রাজা আমার মুণ্ডটা ত লইবেনই, এমন কি, তোমাদের প্রাণ বাঁচাইয়া ভালয় ভালয় দেশে ফেরা দায় হইয়া উঠিবে। তোমরা তাড়াতাড়ি বাণিজ্যের জিনিষপত্র কিনিয়া লও—জাহাজ পূর্ণ করিয়া লও! আমার হাতের গোড়ায় যাহা কিছু সোণার জিনিষ পাইব—তাহাই লইয়া আসিব। আর আমি যে রাজকন্যাটীকে পালন করি—তাকেও আনিব; বিক্রয় করিলে অনেক টাকা হইবে!"

তারপর এক বৎসর কাটিয়া গেল। বণিকেরা সিরিয়ার জিনিষপত্রে জাহাজ পূর্ণ করিয়া লইল। তাহাদের যাবার দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। লোকেরা ভারি ব্যস্ত; ফিনিকদের জিনিষ পত্র না কিনিতে পারিলে বহুদিন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। ছোট

বন্দরটি লোকজনের উচ্চ কলহাস্যে মুখরিত। সেই দিন সন্ধ্যায় তারা জাহাজ ছাড়িবে। ;

এদিকে এক চতুর ফিনিক সোণার একছড়া হার লইয়া রাজ-প্রাসাদের অন্তঃপুরে হাজির হইল। সোণার হারের মাঝে দামী পাথরের কাজ—আলোতে ঝক্‌মক করিতেছে; তাহা দেখিবার জন্য রাজপ্রাসাদের সমস্ত রমণী সেখানে ভিড় করিল। সেই দুষ্ট দাসীও সেখানে ছিল। সে বুঝিল, বণিকেরা আজ যাবে। তারপর বেলা পড়িয়া আসিলে ছোট মেয়েটির হাত ধরিয়া দাসী বাহিরে চলিয়া গেল। পথে খাবার ঘরে টেবিলের উপরে সোণার পাত্র ছিল; দাসী তার তিনটি পেটকাপড়ে গুঁজিয়া লইল! মেয়েটি কিছু বুঝিল না। ছায়ার মত তার পিছু পিছু সে চলিল। তারপর বন্দরের কাছে আসিয়া দেখে, পূর্ণ পালে জাহাজ দাঁড়াইয়া; কাছি রশি সমস্ত খোলা, নোঙ্গর তোলা। যেমনি তারা উঠিল, জাহাজ খানি অমনি পবন বেগে চলিল! ছোট মেয়েটি অবাক্ হইয়া আপন দেশের দিকে তাকাইয়া রহিল। সাঁজের আঁধার ঘনাইয়া আসিল, সমস্ত কালো হইয়া গেল, দেশের ক্ষীণ চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত হইয়া আসিল! ছয় দিন ছয় রাত্রি জাহাজ চলিল। সাত দিনের দিনে দাসী মরিয়া গেল। তারপর ইথাকা নামে এক দেশে মেয়েটিকে তারা বিক্রয় করিয়া আবার কোথায় চলিয়া গেল!

হিরাম। (৯৬০ খৃঃ পূঃ)

অনেক দিন পরে টায়র নগরে হিরাম নামে এক ব্যক্তি রাজা হইলেন। তিনি ফিনিশিয়ার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ইহুদীদের গল্পে যে সলোমানের কথা শুনিয়াছ হিরাম তাঁহার সমসাময়িক। সলোমানের দেব-মন্দির জগৎবিখ্যাত। সেই মন্দিরের পাথর, কাঠ,

হিরামই যোগাইয়াছিলেন। হিরাম ছিলেন সলোমানের বন্ধু। তাই সলোমান তাঁকে বলিয়া পাঠাইলেন, "এমন একজন লোক পাঠাইয়া দাও, যে সোণা রূপার, কাঁসা লোহার কাজ জানে; লাল, নীল, পাটকিলা রঙ্গে নানা জিনিষ রঞ্জিত করিতে পারে—পাথরে সুন্দর সুন্দর খোদাই কার্য্য করিতে পারে।" ফিনিশিয়া হইতে ইঞ্জিনিয়ার আসিল, মিস্ত্রি আসিল, শিল্পী আসিল। ফিনিকদেরই শিল্প-কৌশলে সলোমানের প্রকাণ্ড মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ক্রমে হিরাম ও সলোমান দুইজনের বন্ধুতা প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। সলোমান ছিলেন জ্ঞানে অগাধ পণ্ডিত। তিনি মাঝে মাঝে জটিল প্রশ্ন করিয়া হিরামকে ঠকাইতেন। একবার এক প্রশ্নে বাজি ছিল অনেক টাকার। হিরাম হারিয়াছিলেন, কিন্তু হিরামের সভার একজন লোক সে প্রশ্নের উত্তর দিয়া সলোমানকে ঠকাইয়া টাকা ফেরত আনিলেন! সে সকল প্রশ্নোত্তর আমরা পাই না; পাইলে উত্তর দেওয়া যায় কিনা দেখা যাইত।

ফিনিকদের ধর্ম্ম ।

হিরামের কিছুকাল পরে ইথবল্ নামে এক রাজা টায়রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর কন্যার সহিত—ইহুদী-ইস্রেলের রাজার বিবাহ হয়। এই সম্বন্ধ স্থাপনের ফলে ফিনিকদের ধর্ম্ম ইহুদীদের মধ্যে প্রবেশ করে এবং নানা পাপ সেই ধর্ম্মের মধ্যে দেখা দেয়। ফিনিকদের ধর্ম্ম কি পাপ অনুষ্ঠান করিতেই না লোককে বলিত! ফিনিকদের "বল" [বাবিলন বাসীদের বেল] "মেলকার্ত্ত" [মদ্দুক] "অষ্টরেথ" [আস্ত্রতী] ইহুদী দেব-মণ্ডলীতে প্রবেশ করিলেন। এই দেবতারা কি নিষ্ঠুর! তাঁদের ক্রিয়া কলাপ, যাগ যজ্ঞ, কি নিষ্ঠুর অনুষ্ঠানে পূর্ণ! ফিনিকেরা ভাবিত,

যে তাদের দেবতাকে তুষ্ট করিতে প্রাণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু উপহার দিতে হয়,—আর সেই উপহারটা বুঝি বাহিরের জিনিষ! এই ভাবিয়া তারা আপনার পুত্রকে দেবতার কাছে বলি দিত! দেবতা মেলকার্ত্ত ধাতুনির্ম্মিত। পূজার সময়ে দেবতার শরীরের ভিতরে আগুন জ্বলিয়া উঠিত। আর সমস্ত শরীর আগুনে লাল হইয়া উঠিত। তখন উৎসব-তরঙ্গের মাঝে গভীর বাদ্যধ্বনি সকল ক্রন্দনকে নীরব করিয়া দিত, আর বালকের শত চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া পুরোহিত তাহাকে সেই তপ্ত দেবতার কোলে ফেলিয়া দিত! এত নিষ্ঠুর কর্ম্মের উপর কখনো ধর্ম্ম দাঁড়াইতে পারে?

ক্রীট।

কেবল যে কানানের সহিত ফিনিকদের ধর্ম্মের যোগ ছিল তা' নয়! ইজিয়ান সাগরে ক্রীট নামে একটি দ্বীপ আছে। সেখানে ফিনিকদের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্রীটে মাইনেটর নামে এক দেবতা ছিল; তার গরুর মত মাথা আর মানুষের মত ধড়। এই মাইনেটরই ফিনিকদের 'বল-মোলক' বা বৃষ দেবতা, তার একটা গল্প আছে, শোন।

মাইনস নামে এক অতি প্রতাপশালী রাজা ক্রীটে বাস করিতেন। তিনি অনেক বড় বড় বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া বড়ই তাঁর খ্যাতি। সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল তাঁর গোলক-ধাঁধা। তার মাঝে মাইনেটর থাকিত। তার মানুষের মত শরীর, বৃষের মত মুণ্ড, দৈত্যের মত শক্তি! এই মাইনস রাজা একবার গ্রীস দেশের এথেন্স নগর আক্রমণ করেন। এথেন্সবাসীরা যুদ্ধে পরাজিত হইল; আর তাহাদিগকে এই কড়ার করিতে হইল, যে নয় বৎসর অন্তর সাতটি ছেলে আর সাতটি মেয়ে ক্রীটে পাঠাইতে হইবে!

তাই ঠিক হইল। নয় বছর পরে যখন পুনরায় পালা আসিল, তখন রাজ্যময় মহা কান্নাকাটি পড়িয়া গেল! এমন সময়ে রাজার ছেলে থিসিউস্ নিজেই ক্রীটে যাইবেন, এই কথা শুনিয়া লোকে শান্ত হইল। কারণ তারা জানিত, বীর-রাজকুমার গেলে আর কোনো ভাবনা নাই। ক্রীটে আসিয়া থিসিউসের সহায় হইল রাজার মেয়ে আরিয়াদিনি! মাইনেটরের কাছে যে নরবলি হয় এটা সে সইতে পারিল না; তাই চুপি চুপি রাজার ছেলের কাছে গিয়া বলিল, "এই সূতা খুলিতে খুলিতে গোলকধাঁধার মধ্যে প্রবেশ কর—আর ইহা দেখিয়া বাহিরে আইস।" মাইনেটেরকে মারিয়া বীরদর্পে যুবক বাহিরে আসিল এবং নিরাপদে আপন দেশে ফিরিয়া গেল।

গল্পটি খুবই সংক্ষেপে বলিলাম। বহুকাল লোকে ভাবিত, এই গল্পের মধ্যে বুঝি কোনো সত্য ঘটনার সংশ্রব নাই। কিন্তু গত কয়েক-বৎসরের মধ্যে ক্রীট দ্বীপের কয়েক জায়গায় প্রাচীনকালের যে রাশি রাশি চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়া সকলেরই সন্দেহ দূর হইয়াছে! প্রকাণ্ড এক বাড়ী পাওয়া গিয়াছে। ঘরের পর ঘর, মাটির নীচে ঘর, ঘুরিয়া ফিরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া রাস্তা! এমনি তার নির্ম্মাণের কৌশল যে—অজানা লোক সেখানে গেলে পথ হারাইবেই হারাইবে! খৃষ্ট জন্মিবার এক হাজার সাত শ বছর আগে নাকি এই বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল! লেয়ার্ড যেমন বাবিলন-আসিরিয়ার লুপ্ত ইতিহাসকে খুঁড়িয়া ছাঁকিয়া বাহির করেন, তেমনি মিঃ ইভান্স নামে একজন সাহেব ক্রীটে ফিনিসিয়ার গৌরবের কথাটুকু খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে উত্তর দিকের প্রবেশপথে নীচের তলায় কি সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা! মেয়েরা নিতান্ত আধুনিক কালের মত বেশভূষা পরিয়া

সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! বিরাট প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকে রাজপ্রাসাদের সীমানার মাঝে হাতীর দাঁতের কাজ করা খেলিবার সরঞ্জাম, স্বচ্ছ পাথরের রেকাবী,—পোর্সিলেনের জিনিষপত্র, নানা রঙ্গের কাঁচবসানো দ্রব্য—আরও কত কি রহিয়াছে। তোমরা যদি সেখানে যাও ত অবাক্ হইয়া যাইবে। আজ সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার চিত্রিত ছবিগুলি তেমন ভাবেই রহিয়াছে! কত আঁকা জোকা মানুষ, কত না তার সৌন্দর্য্য! কোথাও বা শোভাযাত্রায় লোক বাহির হইয়াছে; কত বিচিত্র তাদের বেশ! বৃষে বৃষে যুদ্ধ হইতেছে—দুই মত্ত বৃষ। তাহা দেখিবার জন্য কত লোক জড় হইয়াছে! আজ তিন হাজার বছরের আগেকার লোক সেইখানে একই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। আর সেই বৃষযুদ্ধ তেমন ভাবেই চলিতেছে, সে যুদ্ধের আর শেষ হয় নাই; আর সেই নরনারী বালক বালিকাদের দেখারও বিরাম নাই। স্ত্রীলোকেরা সুন্দর সুন্দর নূতন পোষাক পরিয়া, কেহ বা গৃহের প্রাঙ্গণে, কেহ বা বারান্দায় বসিয়া—কেহ বা খোলা জানালার ভিতর হইতে খেলা দেখিতেছে! কোথাও বা প্রাচীরের গায়ে প্রকৃতির একটি চিত্র আঁকা, ফুলে ফলে শোভিত কারুকার্য্য করা! সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর—কতকগুলি চিত্রিত পাত্র। তাদের গায়ে নানা পুষ্প, পত্র, শ্বেত পদ্ম আঁকা জোকা! আর তাদের গঠন ও রঙ্গের তুলনা পাওয়া যায় না। চারি হাজার বছর আগে ক্রীটানেরা শিল্প-কলায় কি যে আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা দেখিলেও অবাক্ হইতে হয়!

আসিরিয়ার আক্রমণ।

এদিকে ফিনিক্‌দের কি হইতেছে দেখা যাউক! ফিনিকেরা কখনো একটি মহাজাতি হয় নাই। টায়র ব্যস্ত টায়রের জন্য; সিডন—সিডন লইয়া ব্যস্ত! সমগ্র জাতির কথা কেহই ভাবিত না। ইহার

ফলে ফিনিকেরা কখনো সকলে মিলিয়া বিদেশী আক্রমণকারীদের রোধ করে নাই।

আসিরিয়ার রাজারা যখন চারিদিকে রথ ছুটাইয়া, ধূলি উড়াইয়া, নগর পোড়াইয়া রক্তের নদী বহাইয়া চলিয়াছিলেন—তখন টায়র ছাড়া ফিনিসিয়ার আর সকল নগরই অসুরের কাছে মাথা নীচু করিল। অসুররাজ ইসরহদ্দন ছিলেন খুবই বীর। তাঁর সময় ফিনিক্‌দের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকিল না। তিনি লিখিয়াছেন, "আমি সিডন দেশের নগর গুলিকে ধূলিসাৎ করিলাম! সেখানকার দুর্গ, নগর, সৌধ, অট্টালিকা, সমস্ত ধ্বংস করিয়া সাগরজলে ফেলিয়া দিলাম। সিডনের রাজা পরাজিত হইয়া মাছের মত সাগরমাঝে পলাইয়া গেলেন। সেখান হইতে আমি তাঁকে ধরিয়া আনিয়া তাঁর শিরশ্ছেদ করিলাম। লেবাননের রাজা তাঁর দুর্গম পর্ব্বতের মাঝে পলাইয়া গেলেন। আমি সেখান থেকে তাঁকে ধরিয়া আনিয়া তাঁর মুণ্ড কাটিলাম। তার পর রাজাদের ছিন্ন মুণ্ড লইয়া কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোকের গলায় পরাইয়া দিলাম।"

তারপর আসিরিয়ার গর্ব্ব চূর্ণ হইল; তখন ফিনিক বণিকেরা আর একবার বাণিজ্য গর্ব্বে বড় হইয়া উঠিয়াছিল।

ফিনিকদের নৌ-বিদ্যা।

তোমরা জান যে পাঁচশ বছর আগে মানুষ পৃথিবীর অতি অল্প অংশের খবর জানিত। আফ্রিকা যে একটা মহাদেশ, সে দেশটার এক প্রান্ত হইতে চলিতে আরম্ভ করিলে আর এক সীমায় যে ঘুরিয়া আসা যায়, এ কথা লোকে স্বপ্নেও ভাবে নাই! ফিনিকেরা সেই অসাধ্য সাধন করিয়াছিল। সেই সময়ে 'নিকো' মিশরের ফেরো ছিলেন। সকল কাজে তাঁর ভারি উৎসাহ ছিল। আজকাল সুয়েজখাল ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের মাঝে স্থলের বাধা দূর

ফনিসীয় গ্যালি
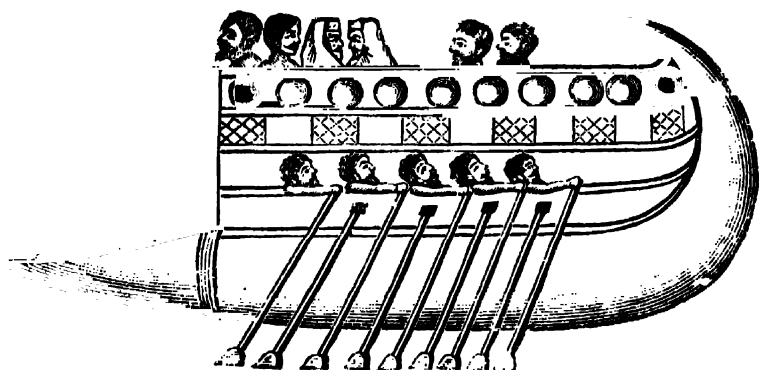
করিয়া দিয়াছে। এই খাল ত আজ বছর পঞ্চাশ মাত্র হইয়াছে! নিকো এই দুই সাগর যোগ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারিয়া উঠেন নাই। তাই তিনি লোহিতসাগর হইতে ভূমধ্যসাগরে যাইবার রাস্তা আছে কিনা দেখিবার জন্য এক নৌবাহিনী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ কাজ গৃহপ্রিয় মিশরবাসীর দ্বারা হওয়া ত সম্ভব নয়! তাই তিনি ফিনিক নাবিকগণকে ডাকিলেন। তারা পরম উৎসাহে তাহাদের বড় বড় 'বাইরেমে' প্রচুর খাদ্য দ্রব্য অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি নানা জিনিষপত্র লইয়া বাহির হইল। আজকালকার মত বন্দরে বন্দরে খাদ্যের ভার তখন থাকিত না। কারণ তখন বন্দরই ছিল না। বণিকদিগকে কূলে নামিয়া মাটি খুঁড়িয়া শস্য বুনিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আবার চলিতে হইত! এমনি করিয়া তিন বৎসর পরে তারা মিশরে ফিরিয়া আসিল। ঘটনাটি যদি সত্য হয় তবে ফিনিকদের নৌবিদ্যার অসাধারণ পটুত্ব প্রমাণ করিতেছে। তাহারা নক্ষত্র দেখিয়া সাগরে চলিত। আজানা সাগরে সহায়—আকাশের তারা আর দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র। কম্পাসের কাঁটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাবিকগণকে বলিয়া দিত, কোন্ দিকে যাইতে হইবে। বাবিলনের পণ্ডিতেরা রাত্রি জাগিয়া, আকাশ দেখিয়া, নক্ষত্রের গতিবিধি ঠিক করিলেন, আর ফিনিকেরা তাহা কাজে লাগাইয়া পৃথিবীতে অমর হইল!

পারস্যের আক্রমণ।

পারস্যের কাছে ফিনিকেরা নীরবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। মিশর জয়ে, গ্রীসের সহিত যুদ্ধে, পারস্যরাজেরা ফিনিক্‌দের কাছ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। বহুকাল তারা পারস্যের অধীন থাকিল।

সেকেন্দরের আক্রমণ।

এমন সময়ে মসিদানের রাজা সেকন্দর (আলেক্জাণ্ডার) দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। অসংখ্য গ্রীক্-সৈন্য, বর্ম্ম পরিয়া, রণ-নাদ করিতে করিতে যখন এসিয়ার মধ্যে আসিয়া পড়িল, তখন তাদের গতিরোধ করে এমন শক্তি কাহারও ছিল না। সেকেন্দর আসিতেছেন শুনিয়া সকল ফিনিক নগর তাঁর কাছে কর পাঠাইয়া দিল। মণিমুক্তার মালা, হীরকখচিত শিরস্ত্রাণ, কণকময় ভূষণ, সুসজ্জিত অশ্ব, সুদৃঢ় রথ, আরও কত কি প্রেরিত হইল! সিডন্ নিশ্চয়ই তার ভাল ভাল কারিকরের সেরা সেরা কাঁচের জিনিষগুলি মসিদানাধিপতির শিবিরে পাঠাইয়াছিল। প্রত্যেক বন্দর কয়েক-খানি জাহাজ সেকেন্দরকে উপঢৌকন দিল। টায়র যথোচিত সম্মান দেখাইল। নগরের বৃদ্ধেরা নগরের বাহিরে গিয়া সেকেন্দরকে অভ্যর্থনা করিলেন। টায়রের মধ্যে মেলকার্ত্তের বিরাট মন্দির, রাত্রিদিন সেখানে হোম যজ্ঞ চলিতেছে। সেই মেধগন্ধ ও ধূপগন্ধ একত্র হইয়া রাত্রিদিন আকাশে মিশিয়া যাইতেছে। সেই দেবতার নাম বহুদূর বিস্তৃত, বড়ই খ্যাতি তাঁর। সেকেন্দরের ইচ্ছা হইল, সেই মন্দিরের দেবতার রূপ দেখিবেন ও যথাবিধি তার পূজা দিবেন। এই কথায় ফিনিক্দের ভারি সন্দেহ হইল। তারা বলিল—"নগরের বাহিরেও মেলকার্ত্তদেবের মন্দির আছে, সেখানে পূজা দিন। নগরের ভিতর প্রবেশ করিতে দিব না।" এই কথা শুনিয়া সেকেন্দর ভয়ানক রাগিয়া গেলেন। তিনি জোর করিয়া নগরে প্রবেশ করিবেন ঠিক করিলেন। টায়রের লোকেরাও তখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। তারা দ্বার বন্ধ করিয়া দিল; দুর্গ সৈন্যে পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

টায়র নগরটি একটি দ্বীপের উপর স্থাপিত, সমুদ্রকূল হইতে আধ মাইল দূরে। সেকেন্দরের রণপোত ছিল না। তিনি থাকিলেন স্থলে, আর টায়রবাসীরা থাকিল সমুদ্রের মাঝে। এমন সময়ে হঠাৎ দেখা গেল, সেকেন্দরের বীর সৈন্যেরা সাগর বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। সাগর সেখানে বেশ গভীর। তবুও সেই গভীর জলে পাথর ফেলা আরম্ভ হইল! রাশি রাশি পাথর সেই অগাধ জলের তলে তলাইয়া যাইতে লাগিল; তবুও বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই—কেবলই ঝপ্ ঝপ্ করিয়া পাথর পড়িতেছে! হাজার হাজার গাছ কাটিয়া খোঁটা পুতিয়া সাঁকো বাঁধিয়া তার উপর তোরণ গাঁথা হইল। সেই তোরণ হইতে পাথর, তীর, অস্ত্র শস্ত্র, নগর মাঝে ফেলিবার খুবই সুবিধা হইল। এদিকে ফিনিকেরা কি করিল শোন। তারা একটা নীচু জাহাজের সম্মুখ ভাগে একটি পাত্রে করিয়া কিছু গন্ধক, সোরা প্রভৃতি দাহ্যবস্তু রাখিয়া সেকেন্দরের সেই বিপুল কাঠের কাজের তলায় গিয়া আগুন লাগাইয়া দিল! দেখিতে দেখিতে আগুন 'দাউ দাউ' করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কয়েক মাসের কাজ একেবারে পণ্ড হইয়া গেল। সাগরজল ছাইগুলি পর্য্যন্ত ধুইয়া লইয়া গেল। অতবড় ব্যাপারের কোনো চিহ্নই থাকিল না।

কিন্তু সেকেন্দর ত এত সহজে ছাড়িবার পাত্র নন! পুনরায় সেতু আরম্ভ হইল। এইবারে আস্ত আস্ত গাছ লেবানন পাহাড় হইতে কাটিয়া আনা হইল। আরও দৃঢ় করিয়া সেতু বাঁধিবার ও দুর্গ নির্ম্মাণের চেষ্টা আরম্ভ হইল। এমন সময়ে ফিনিকেরা জলের ভিতর হইতে কাঁটা দিয়া গাছের খোঁটা টানিয়া সমস্ত কাণ্ড কারখানা ভাঙ্গিয়া দিল। গ্রীক্ সৈন্যেরা কাঁটার দড়ি কাটিয়া দিল। ফিনিকেরা দড়ির বদলে শিকল লাগাইল। তখন নৌকা করিয়া

গ্রীক্ সৈন্যেরা তীর লইয়া প্রস্তুত থাকিল—যদি কেউ কাটা দিতে আসে তাহা হইলে তাহাকে একেবারে তীর দিয়া গাঁথিয়া ফেলিবে। এমন সময়ে নৌকার ভিতর দিয়া হুস্ হুস্ করিয়া জল উঠিতে লাগিল। কোন্ সময়ে ফিনিক্ ডুবারি আসিয়া যে নৌকার তলায় ফুটা করিয়া দিয়াছে—তাহা তারা জানিতেও পারে নাই! সেকেন্দর ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সিডনের কাছ হইতে জাহাজ চাহিয়া পাঠাইলেন। টায়রবাসীরা পূর্ব্বেই এ সংবাদ পাইয়াছিল। তারা ঠিক করিল, হঠাৎ গিয়া সিডনের জাহাজের উপর পড়িবে। তাই নৌবাহিনীতে হুকুম আসিল, যে একটি কথাও কেহ কহিবে না, কোথাও একটা শব্দ হইবে না—একখানি দাঁড় নড়িবে না—কেবল পাল তুলিয়া হাওয়ার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইবে। যেমন হুকুম তেমনি কাজ হইল। সিডনের রণপোত অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া পরাজিত হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে সেতু-তোরণ নির্ম্মিত হইয়া গেল। নানারূপ যন্ত্রের সাহায্যে প্রাচীর ভেদের চেষ্টা চলিতে লাগিল। ওদিকে ফিনিকেরা কত ছোট ছোট ব্যর্থ চেষ্টাই না করিল! প্রাচীরের উপর হইতে তপ্ত লৌহচূর্ণ গ্রীক্ সৈন্যদের উপর ফেলিতে লাগিল—নানা প্রকার ঔষধ ঢালিয়া শান্তি করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না! তারপর যখন টায়রের অধিকাংশ লোকই নগরের সম্মান ও স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়াছে, তখন সেকেন্দর নগরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন কেবল স্তূপীকৃত মৃতদেহ—রাশিকৃত আবর্জ্জনা—সারি সারি ভগ্ন গৃহ! মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সেকেন্দর এত দিন পরে তাঁহার বাঞ্ছিত পূজা দিলেন; সে পূজায় আনন্দধ্বনি হইল না, উৎসবপ্রদীপ জ্বলিল না—মঙ্গলগীত উচ্চারিত হইয়াছিল কিনা জানি না।

ফিনিসিয়ার পতন।

ইহার পর জাতীয় ভাবে ফিনিসিয়ার আর নিজের অস্তিত্ব রহিল না। যখন যে রাজ্যের অধীন হইয়াছে, তখন সেই রাজ্যের শাসন সে মাথা পাতিয়া মানিয়া লইয়াছে। ফিনিসিয়া কখন বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করে নাই। কিন্তু সে যাহা দিয়া গিয়াছে, তাহা চিরকাল পৃথিবীতে থাকিবে। সে দিয়াছে নৌ-বিদ্যা, বাণিজ্য ও বর্ণমালা। নৌ-বিদ্যা ও বাণিজ্যে তাহাদের কি প্রকার উন্নতি হইয়াছিল তাহা তোমরা শুনিয়াছ।

এখন তাহাদের বর্ণমালা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। অতি প্রাচীনকালে মানুষ চিত্রের সাহায্যে লিখিত। মিশরের ভাষাকে বলিত চিত্র-লেখা (হায়রোগ্লিফিক্)। এক একটি চিহ্ন এক একটি কথা—আজকাল যেমন চীনাদের ভাষা। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন যখন বাড়িল তখন তেমন জটিল অক্ষর লইয়া কি কাজ চলে? ফিনিকেরা বাণিজ্য করিত, নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহাদের হিসাবপত্র লিখিতে হইত; কাজেই সহজ ভাষা আবিষ্কার করা তাদের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল। ফিনিকদের পূর্ব্বে হারেটিক্ নামে আর একটি ভাষা ছিল; সেটা হায়রোগ্লিফিকের সংস্কার মাত্র। ফিনিকেরা হারেটিক ভাষাকে সংস্কার করিল—শব্দ অনুসারে অক্ষর সৃষ্টি করিল। ইহাই ফিনিকদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কীর্ত্তি।

সম্পূর্ণ।

———